

DCCI ANNUAL REPORT 2019



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি

ANNUAL REPORT 2019



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 88-02-9552562, 9554383 (Hunting), Fax: 880-2-9560830, 9550103
Email: info@dhakachamber.com, website: www.dhakachamber.com

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৮ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯	০৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সাবেক সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ	১৩
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৯	১৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৮১
ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৯১
ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম	৯৮
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি ২০১৮-১৯	১০১
বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	১২৮
ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	১৩৭
ডিসিসিআই স্ট্যাডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	২৩৬
ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	২৫৭
DCCI Business Institute (DBI) College	২৬১
সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	২৬৫
২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকারের কাছে পেশকৃত ডিসিসিআই'র সুপারিশসমূহ	২৭১
ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২৮৪
অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১৮-১৯	৩১৩



OSAMA TASEER

PRESIDENT

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১৯/১২০৮

০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানি আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ (৮ পৌষ, ১৪২৬ বাংলা) সোমবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে (ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

- ১। ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;
- ২। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;
- ৩। ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালের পরিচালক এবং ২০২০ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;
- ৪। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।



মোঃ জয়নাল আদীন
ভারপ্রাপ্ত সচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯



ওসামা তাসীর
সভাপতি



ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
উপসভাপতি



ইমরান আহমেদ
সহ-সভাপতি



আবুল কাসেম খান
পরিচালক



ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম
পরিচালক



আন্দালিব হাসান
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯



আশরাফ আহমেদ
পরিচালক



আলহাজ্জ দীন মোহাম্মদ
পরিচালক



এনামুল হক পাটোয়ারী
পরিচালক



হোসেন এ সিকদার
পরিচালক



খন্দ. রাশেদুল আহসান
পরিচালক



কে এম এন মঞ্জুরুল হক
পরিচালক



ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন
পরিচালক



মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না
পরিচালক



মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন
পরিচালক



নূহের লতিফ খান
পরিচালক



শামস মাহবুদ
পরিচালক



এস এম জিল্লুর রহমান
পরিচালক



(বাম থেকে ডানে) পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, এস এম জিল্লুর রহমান, এনামুল হক পাটোয়ারী, আশরাফ আহমেদ, আন্দালিব হাসান, মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন, শামস মাহমুদ, আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, খন্দ. রাশেদুল আহসান, নূহের লতিফ খান এবং কে এম এন মঞ্জুরুল হক।





ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৮-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত



ঢাকা চেম্বারের ২০১৯ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত
নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপিল বোর্ড

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
চেয়ারম্যান



এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া
সদস্য



মাহাবুব আনাম
সদস্য

নির্বাচন আপিল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ



আহমেদ হোসেন মজুমদার
চেয়ারম্যান



রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ
সদস্য



মোক্তার হোসেন চৌধুরী
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মুদ্রণ
সংক্রান্ত গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	- আহ্বায়ক
উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	
২। জনাব ইমরান আহমেদ	- সদস্য
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	
৩। জনাব হোসেন এ সিকদার	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৪। জনাব নূহের লতিফ খান	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৫। ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৬। খন্দ, রাশেদুল আহসান	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	

খসড়া অডিট রিপোর্ট ২০১৮-১৯ পরীক্ষা-নিরীক্ষার
জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১। জনাব ইমরান আহমেদ	- আহ্বায়ক
সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	
২। ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৩। জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৪। জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৫। জনাব শামস মাহমুদ	- সদস্য
পরিচালক, ডিসিসিআই	
৬। খন্দকার আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	- সদস্য
প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	
৭। জনাব রিজওয়ান উর রহমান	- সদস্য
প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই	

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি

নাম	সাল
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসের আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
জনাব কে এ সান্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সান্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-১৯৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম)	১৯৯৪-১৯৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন (হাসান)	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম, এফসিএ	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-২০০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-২০০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০
জনাব আসিফ ইব্রাহীম	২০১১-২০১২
জনাব মোঃ সবুর খান	২০১৩
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১৪
জনাব হোসেন খালেদ	২০১৫-২০১৬
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১৭-২০১৮
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৯

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব এইচ এম সেকিল (মরহুম)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ সান্তার কারাওয়াদিয়া (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলাম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-১৯৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামিলুদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুন্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আকতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুন্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাকির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন) (মরহুম)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহুদ্দিন আব্দুল্লাহ (মরহুম)	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান	২০১০
জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	২০১১
জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	২০১২
জনাব নেসার মাকসুদ খান	২০১৩
জনাব ওসামা তাসীর	২০১৪
জনাব হুমায়ুন রশিদ	২০১৫-২০১৬
জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	২০১৭-২০১৮
জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	২০১৯

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি

নাম	সাল
জনাব ইসহাক আহমেদ	১৯৬৭-৬৮
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-১৯৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী (মরহুম)	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোয়ায়রাহ	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০
জনাব নাসির হোসেন	২০১১
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০১৩
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০১৪
জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	২০১৫
খন্দকার অতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	২০১৬
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০১৭
জনাব রিয়াদ হোসেন	২০১৮
জনাব ইমরান আহমেদ	২০১৯

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ

২০১৯ সালের পরিচালনা পর্ষদে আমার সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ

ডিসিসিআই এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন

ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার এই বিশেষ ক্ষণে বেসরকারি খাতের টেকসই উন্নয়নের প্রতি এবং বাংলাদেশের সার্বিক ব্যবসায় পরিবেশ উন্নীতকরণে আমাদের প্রতিশ্রুতির বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আবাবো পুনঃব্যক্ত করছি। বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যমুখী এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত যেমন- কর্পোরেট কর, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা উন্নয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, উন্নত আর্থিক খাত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজীকরণ, জ্বালানি নিরাপত্তা, বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, টেকসই নগরায়ণ, দক্ষতা উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বেসরকারি খাত সংশ্লিষ্ট নীতি সংস্কারের উপর সুপারিশ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধিতে আমরা আমাদের নেতৃত্বের ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পেরেছি। পাশাপাশি, রপ্তানি বহুমুখীকরণের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা নতুন নতুন উন্নয়ন চালিকা শক্তির উপর যেমন- একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনস্টিটিউটস (এপিআই), কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, পাট পণ্য, তৈরি পোশাক খাতে মূল্য সংযোজন এবং হালাল পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশে আমরা সারা বছর কাজ করে এসেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে আমার পর্ষদ, ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ এবং ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকলের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা সাথে নিয়ে আমি আমার নীতি সহায়তা প্রচার ভূমিকা অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন- অর্থ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে পেরেছি।

ডিসিসিআই-এর সদস্যদের আরও অধিকতর উন্নত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, ব্যবসা করার পরিবেশ নিশ্চিতকরণে বেসরকারি খাতের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণে এবং ব্যবসায়ী মহলের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণে এ ধরনের প্রয়াস ডিসিসিআই এর ভূমিকাকে আরও প্রসারিত করেছে। ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার এ বিশেষ ক্ষণে ২০১৯ সালের কর্মকান্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। ২০১৯ সালের কর্মকান্ডের উপর আলোকপাত করার পূর্বে আমি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং বাংলাদেশের ২০১৯ সালের অর্থনীতির চালচিত্র তুলে ধরছি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

চীন-আমেরিকার চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ, ব্রেক্সিট, বৈশ্বিকীকরণ বিরোধী প্রচার, প্রযুক্তিগত অসংহতি বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। উপরন্তু, আর্থিক নীতিমালার সংকোচন, বর্ধিত সামষ্টিক অর্থনীতি এবং ভূরাজনৈতিক উদ্বেগ অনিশ্চয়তাকে আরও ঘনীভূত করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর অক্টোবর ২০১৯ সালে প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে দুর্বল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। আইএমএফ ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য অনিশ্চয়তা এবং সামষ্টিক অর্থনীতির পীড়ন এবং গঠনতান্ত্রিক সমস্যার কারণে ২০১৯ সালে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ৩ শতাংশ হারে কমে যাবে বলে উল্লেখ করেছে যা কিনা ২০০৯ সালের পর সবচেয়ে কম।

Annual Report of the Board of Directors of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the Year 2019

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

Respected Former Presidents and Business Leaders

My Colleagues in the Board of Directors-2019

All Officials and Staff of DCCI

Ladies and Gentlemen

Assalamu Alaikum and a very good afternoon.

On behalf of the Board of Directors, I am delighted to welcome all of you to the 58th Annual General Meeting (AGM) of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI).

On the occasion of 58th AGM, I am pleased to reiterate that our commitment to sustainable development of private sector and improvement of the overall business eco-system in Bangladesh has strengthened further in 2019. We continued our leadership role in promoting private sector growth in Bangladesh through advocating pro-business and investment policy reforms encompassing corporate tax, income tax, VAT, reducing cost of doing business, improving country competitiveness, promoting private investment, development of healthy financial sector, cross-border trade facilitation, energy security, improvement of ports efficiency, promoting sustainable urbanization, re-skilling, up-skilling and development of human resources and private sector health in line with the DCCI's priorities set for the year 2019. In addition, prioritising export diversification, we promoted new growth drivers such as Active Pharmaceutical Ingredients (API), Agro-processing, Jute products and RMG value addition along with developing ecosystem for halal businesses.

I have the pleasure to mention that with continued support and cooperation from honorable Board of Directors, Members and Secretariat of DCCI, I was able to strengthen policy advocacy role of DCCI deepening collaboration with Ministry of Finance, Ministry of Commerce, Ministry of Industries, Prime Minister's Office, Planning Commission, National Board of Revenue (NBR), Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Bangladesh Bank to achieve the set priorities of DCCI for the year 2019. These endeavors help expand the role of DCCI in improving its services to its distinguished members as well as raising collective voice of private sector for cultivating good business environment, addressing the challenges and concerns of the business community.

On the occasion of 58th AGM, it is my great pleasure to present the summary of activities performed and executed during the year 2019. Before highlighting summary of activities of DCCI for the year 2019, I would like to shed a light on the state of global economy and performance of Bangladesh's economy in 2019.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Global economy is facing unprecedented changes due to extended trade tension between the United States and China, Brexit, rising anti-globalization and technological disruption. Moreover, tightening financial regulations, increased macroeconomic and geopolitical concerns have contributed to heightening uncertainty. International Monetary Fund (IMF) in its latest report published in October 2019 voiced concern about the weak global economic activity. IMF has downgraded global economic growth to 3% for 2019, lowest ever since 2009 due to consequence of increasing trade uncertainty, macroeconomic stress and structural factor.

বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধিতেও এই বিষয় চিত্র প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার হিসাব মতে পণ্যভিত্তিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২০১৯ সালে কেবলমাত্র ১.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে, যা কিনা পূর্ববর্তী ২.৬ শতাংশ প্রাক্কলনের তুলনায় কম। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এ বছর আন্তর্জাতিক বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ২০১৮ সালের তুলনায় কমে ১৮ শতাংশে অর্থাৎ ১.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। আঙ্কটাডের হিসাব মতে ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ২০১৮ সালের একই সময়ের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি ছিল।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

উদ্বেগ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির নিম্ন প্রবৃদ্ধি স্বত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং আমাদের অর্থনীতি নব্য অর্থনীতির ফন্টিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সাফল্য, শিল্প, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, বিদেশি বিনিয়োগ, ক্রমবর্ধমান স্থানীয় বাজার, ভোক্তাশ্রেণির বিকাশ এবং সহিষ্ণু মুদ্রাস্ফীতির সহায়তায় ২০১৯ সালে ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১৯ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে উন্নীত হওয়ায় আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও স্বপ্নদর্শী নেতৃত্বকে স্মরণ করছি।

ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির ধারাকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের কৃষি খাত নির্ভরতা থেকে সেবা খাতে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনীতি এর গঠনশৈলি পরিবর্তন অব্যাহত রেখেছে। ২০১৯ সালে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ১.৪৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫.১৪ শতাংশে এবং জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ০.৬৩ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালের তুলনায় ১৩.৬০ শতাংশে নেমে গেছে। এটা পরিষ্কার যে গত চার বছর ধরে জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান হ্রাস পেয়ে আসছে। ২০১৯ সালে জিডিপিতে সেবাখাতের অবদান ২০১৮ সালের তুলনায় ০.৮৫ শতাংশ হারে কমে ৫১.২৬ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে।

২০১৮-১৯ সালে মোট রপ্তানি আয় ৪৬.৮৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে যার মধ্যে ৪০.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পণ্য রপ্তানি থেকে এবং ৬.৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সেবা রপ্তানি থেকে এসেছে। বিগত বছরগুলোতে পণ্য রপ্তানিতে ১০.৫৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতি ৮৪ শতাংশ রপ্তানি নিয়ে এখনও বহুলাংশে পোষাক খাতের উপর নির্ভরশীল যা অর্থনীতির জন্য মোটেই সুখকর নয়। ২০১৮-১৯ সালে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি ৬.০৬ শতাংশ হারে কমে ১.০২ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৪.৮ শতাংশ হারে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নামিয়ে এনেছে যদিও ২০১৯ সালে মোট আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৪.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৯ সালে আশানুরূপ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা কিনা বর্তমান অর্থবছরে আমাদের রপ্তানি সক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, গত বছরের এ সময়ের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর পর্যন্ত রপ্তানি ৯৩০.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কমে ১২.৭২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ পোষাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ৬.৮২ শতাংশ হ্রাস পাওয়া। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে পোষাক খাতের রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কিনা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১১.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের পক্ষ থেকে কার্যাদেশ কমে যাওয়া, আন্তর্জাতিক দর পতন, কমপ্লায়েন্স ব্যয় বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি এবং লিড টাইম বেড়ে যাওয়ায় পোষাক খাতে সক্ষমতা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৯-২০ অর্থবছরের নিধারিত ৪৪.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে।

The gloomy outlook is also visible in global trade growth. World Trade Organization (WTO) forecasts that merchandise trade volumes are expected to rise by only 1.2% in 2019, which is significantly lower than the earlier 2.6% growth forecast. We have seen that global foreign direct investment (FDI) flows slipped by 18% to USD1.3 trillion in 2018 compared to previous year. The global FDI flows is expected to recover in 2019. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) disclosed that global FDI flows were 24% higher in the first half of 2019 compared with the same period in 2018.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Amid concerns of subdued growth of global economy, Bangladesh economy remains a bright spot and globally emerges as the new economic frontier. The broad-based economic performance of Bangladesh supported by robust expansion of industry, rising export, growing private investment, record remittance, FDI, growing local market, increasing consumption and moderated inflation enabled to achieve 8.13% GDP growth in FY2019. We acknowledge the dynamic and visionary leadership of H.E. Sheikh Hasina, Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh to elevate the country as one of the fastest growing economies in the Asia-Pacific region in 2019 with the spirit of building Sonar Bangla of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

With the persuasion of this accelerated growth spirit, Bangladesh's economy continues its structural transformation, shifting from the agriculture sector to the industry and service sector. In FY2019, the contribution of industry sector to GDP ratio increased by 1.48% to 35.14% whereas the share of agriculture sector to GDP reduced by 0.63% to 13.60% compared with FY2018. It is evident that share of service sector to GDP has been reducing over the last four years. In 2019, contribution of service sector to GDP reached at 51.26% which was down by 0.85% compared with FY2018.

In FY2018-19, total export reached to USD46.87 billion, of which USD40.54 billion was contributed by goods export and USD6.34 billion was contributed by service export. Despite goods exports registered 10.55% growth over the previous year, export basket is hugely concentrated in RMG sector constituting about 84% total goods export posing vulnerability to the economy. In FY2018-19 export of leather and leather products decreased by 6.06% to USD1.02 billion. The incremental growth of export helped to reduce trade deficit by 14.8% to USD15.5 billion though total import was USD54.64 billion in FY2019

Despite healthy export growth in FY2019, some downside risks remain elevated which may slow-down the export performance for the current FY2019-20. It is evident that during July-October of FY2019-20 overall export slipped by USD930.56 million to USD12.72 billion compared with same period of the last fiscal year. The export has been witnessing downtrend due to 6.82% decline of RMG export, reaching USD10.59 billion in the first four months of the current FY2019-20 which was USD11.33 billion in same period in last year. Shrinking order from international buyers, decreasing international price, increasing compliance cost, wage hike, energy price hike and higher lead time reduce the export competitiveness of RMG. If this trend continues, we will not be able to achieve the goods export target of USD44.40 billion which is set for FY2019-20.

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ ১০.৬৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে যা কিনা ২০১০ সালের পর সবচেয়ে কম। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের শ্লথ গতি বেসরকারি বিনিয়োগ হ্রাসের অন্যতম কারণ। অথচ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক ২০১৯ সালে জিডিপিতে বেসরকারি বিনিয়োগের হার ২৫.১ শতাংশে উন্নীতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। জিডিপির অনুপাতে বেসরকারি বিনিয়োগ ২৩.৪ শতাংশে আটকে আছে যদিও ২০১৯ সালে সর্বোচ্চ ৩.৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। অন্যদিকে জিডিপির অনুপাতে সরকারি বিনিয়োগ ৮.২ শতাংশ বেড়েছে যা কিনা ২০১৯ সালে সার্বিক বিনিয়োগ-জিডিপি এর অনুপাতকে ৩১.৬ শতাংশে উন্নীত করেছে।

জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদানের অনুপাত হিসেব উৎপাদন খাতের অবদান অনেক বেশি পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান কিছুটা কম। বাজার সম্পর্কিত তথ্যের অভাব, গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য, অর্থায়ন সহজলভ্যতার সমস্যা, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বান্ধব অবকাঠামো যেমন- ডিজাইন কেন্দ্র এসএমই'র জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। এসএমই বান্ধব ব্যবসায় পরিবেশ উন্নয়নে এ বছর আমরা এ খাতের চ্যালেঞ্জসমূহকে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট উপস্থাপন করেছি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি উল্লেখযোগ্য হারে এগিয়েছে এবং ভবিষ্যৎ খুব ভাল। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ, প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বার সচিবালয়ের সকলের সহযোগিতায় ডিসিসিআই অর্থনীতির এই অগ্রগতিতে সরকারের অংশীদার হতে পেরেছে। সরকারের শক্তিশালী অংশীদার হিসেবে ডিসিসিআই সর্বদা অর্থনীতির নানমুখী চ্যালেঞ্জ অনুমান করতে পেরেছে যা কিনা পরিবর্তিত ভূ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বা অর্থনীতির গঠনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তা দেখা যেতে পারে। ২০১৯ সালের অক্টোবরের আর্থিক পর্যালোচনায় মুদ্রানীতি, সামষ্টিক অর্থনীতির বিষয়সমূহ যেমন- মূল্যস্ফীতি, বেসরকারি বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়সমূহ উঠে এসেছে। অর্থনীতির বর্তমান চালচিত্র, কৃষিখাত, শিল্পখাত যেমন- তৈরি পোশাকখাত, চামড়া, ঔষধ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত, ব্যাংকিং, পুঁজিবাজার, তথ্যপ্রযুক্তি ও বন্দরের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এই মূল্যায়ন পত্রে তুলে ধরা হয়েছে। ৯ই অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বেসরকারি খাতের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ একইসাথে ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে সুপারিশমালাও পেশ করা হয়। “বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ডিসিসিআই এর বিশ্লেষণধর্মী তথ্য-উপাত্ত অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই'র নীতি সহায়তামূলক ভূমিকাকে আরও জোরালো করেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে আসন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার স্বার্থে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করেছি-

- অবকাঠামো উন্নয়নে আরও অধিক হারে বিনিয়োগ এবং লজিস্টিক প্রতিযোগী সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- উৎপাদন খাতের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী যৌক্তিক জ্বালানী মূল্য নীতিমালা;
- সহজে ব্যবসা করার সূচকে উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিযোগী দেশসমূহের ভাল ভাল উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতি সংস্কার;
- রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৃহদাকারে কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে;
- সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি করা যেতে পারে;
- আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বলয়ে নিজের স্থানকে সমুল্লত রাখতে প্রয়াস নিতে হবে;
- প্রধান প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে জোরদার করতে হবে;

Private sector credit growth dropped to 10.66% in September 2019, lowest after 2010. The slow private sector credit growth also played a contagious impact on private investment. The 7th Five-Year Plan set target to increase private investment to GDP ratio at 25.1% in FY2019. However, private investment was stagnant to 23.4% of GDP despite highest ever FDI USD3.88 billion in FY2019. On the other hand, public investment improved to 8.2% of GDP which supported to grow overall investment-GDP ratio to 31.6% in FY2019.

Despite higher contribution of the manufacturing sector in spurring industry to GDP ratio, the share of small scale industries is comparatively low. Lack of market information, standardized quality products, access to finance, technical know-how and SME friendly infrastructure like design center are main challenges for SMEs. During the year, we took-up the issues and challenges of the SMEs to Ministry of Industries, National Board of Revenue (NBR) and Bangladesh Bank in order to facilitate better business environment for SMEs.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

I am delighted to articulate that with the contribution of honorable Board of Directors, former Presidents, Members and Secretariat, DCCI is a strong partner of the Government in the progress of the economy. As a strong partner of the Government, DCCI also charts the emerging challenges of the economy which may appear due to changing geo-economic context and structural shift of the economy. In October 2019, DCCI conducted an analytical assessment of the current economic trend of Bangladesh from the private sector perspective to sketch the strength potentials and likely challenges of private sector. The study of the DCCI on state of Bangladesh economy included performance of fiscal policy, monetary policy and macro-economic factors like inflation, private investment, international trade and employment situation. This study also included the current state and challenges of agriculture sectors, leading industrial sector like Readymade Garment, Leather, Pharmaceutical, Energy & Power sector and leading service sector like Banking, Capital Market, ICT and Sea Port situation.

For the first time ever, DCCI organized a 'Meet the Press' in 9 October 2019 highlighting the current economic state of Bangladesh, challenges of private sector, shedding a light on existing policy measures of the Government to address the challenges as well as charting the DCCI's policy recommendations in order to better deal with the emerging challenges which may cause of underperformance of the economy. The analytical findings of the DCCI study on "Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy- Private Sector Perspective" signified research based policy advocacy role of DCCI as the leading trade organization. Based on the findings of the study, we put forwarded the following key recommendations to strengthen the partnership between the public sector and the private sector in addressing the emerging challenges.

- More quality investment for infrastructure development and enhance logistics competitiveness.
- A long-term and predictable energy pricing policy for manufacturing industries.
- Focused institutional and policy reforms replicating the best practices of competing countries for improving doing business environment.
- Frame comprehensive strategy for export diversification and new market access.
- Bilateral Preferential Trade Agreement and FTA with potential countries.
- Need to expedite the process for accession in regional economic bloc.
- Strengthening Economic diplomacy to reduce Non-tariff barriers with major trade partners.

- সমুদ্র বন্দরগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে;
- খাতভিত্তিক কর্মদক্ষতা এবং পুণঃদক্ষতা বৃদ্ধি;
- তৈরি পোষাক খাত এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ যাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করা;
- এসএমই আইনের বাস্তবায়ন;
- এসএমই অর্থায়নকে সহজলভ্য করতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা;
- লজিস্টিক এবং পণ্যগারের অবকাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং কৃষি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন করা;
- শিক্ষিত যুবকদের কৃষিখাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা;
- পণ্যের অধিকতর মূল্য সংযোজনকে উৎসাহিত করা;
- কর জাল বিস্তৃতকরণ এবং এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণ উৎসাহিতকরণ;
- প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে মিল রেখে কর্পোরেট কর হার হ্রাসকরণ;
- খেলাপী ঋণ কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় একটি সুনির্দিষ্ট এমন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন যাতে, সহজেই ইচ্ছাকৃত খেলাপী ও অনিচ্ছাকৃত খেলাপী চিহ্নিত করা যায়।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

বিশ্ব ব্যাংকের সহজে ব্যবসা সূচকে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১০০ ধাপে উন্নীত করতে গত কয়েক বছর ধরে সরকার বেসরকারি খাতের সহায়তায় বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ২০টি দেশের মধ্যে অবস্থান এবং ৮ ধাপ এগিয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে ১৬৮তম স্থানে উন্নীত হওয়া বাংলাদেশের উন্নতির ধারা প্রতিফলিত হয়। একটি দেশের ব্যবসা করার পরিবেশ ও বিনিয়োগ পরিকল্পনার প্রাক্কালে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিশ্ব ব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস সূচককে বিবেচনা করে থাকে। বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে ডিসিসিআইকে অংশীদার হিসেবে পাশে রাখার জন্য আমি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে ধন্যবাদ জানাই। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ডুয়িং বিজনেস সূচকে উন্নতি করতে বেসরকারি খাত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বেসরকারি খাতের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডিসিসিআই দক্ষতা বৃদ্ধি ও ডুয়িং বিজনেস সূচকে ভাল করার নিমিত্ত সঠিক তথ্যভিত্তিক ও সংশ্লিষ্ট গবেষণালব্ধ মূল্যায়নের আলোকে সুনির্দিষ্ট নীতি সংস্কার বিষয়ক সুপারিশমালা বিভা বরাবর প্রেরণ করেছে। আমরা ইতোমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের ডুয়িং বিজনেস সূচকে ভাল করেছি। এইচএসবিসি ২০১৯ সালে বিশ্বের বিভিন্ন ৯১৩টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর এক বাণিজ্য জরিপ চালায়, যার মধ্যে বাংলাদেশি ১৩৯টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জরিপে দেখা যায় ৭৪ শতাংশ বাংলাদেশি কোম্পানি গত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে বাণিজ্য সম্ভাবনা খুব ভাল হবে বলে আশাবাদী। এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে এ সংখ্যা প্রায় ৪৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে আরও দেখা যায় ৯৭ শতাংশ বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা উর্ধ্বমুখী যেখানে বৈশ্বিক গড় হচ্ছে ৭৯ শতাংশ।

এটা আশাব্যঞ্জক যে, সরকার এক ব্যক্তি মালিকানা কোম্পানির বিধান রেখে কোম্পানি আইন-১৯৯৪ সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা ব্যবসার সার্বিক পরিবেশকে পরিপূর্ণ করবে। উপরন্তু, সরকারের প্রধান দু'টি বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেবা প্রদান শুরু করেছে যা কিনা ডুয়িং বিজনেস পরিবেশকে আরও উন্নতি করবে। বেশ কিছু বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। এ বৃহৎ প্রকল্পগুলো সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের অবকাঠামো সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তা বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে সাহায্য করবে।

- Improvement of Sea Port infrastructure and operational efficiency of port.
- Sector oriented re-skilling and up-skilling scheme.
- Incentives to adopt new technology like 4IR in the RMG sector and other priority industries.
- Enact a comprehensive SME Act.
- Establish Credit Guarantee Scheme (CGS) for improving access to finance for SMEs.
- Establish logistics & warehouse infrastructure and International standard testing lab facilities across the country to promote agro industry.
- Encourage educated youth in agriculture giving target oriented fiscal and non-fiscal incentive.
- Encourage value addition of the products.
- Expand tax net and explore non-NBR revenue to reduce the pressure on compliance tax payers.
- Reduction of corporate tax in line with competing countries.
- Develop a mechanism by the Central Bank to identify willful and unintentional defaulters which will help banks to take safeguard against NPL.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

During the last few years, the Government in collaboration with the private sector has taken focused reform efforts for improving the ranking of Bangladesh within 100 by 2021 in the World Bank's Ease of Doing Business index. The improvement is reflected as Bangladesh has been regarded as one of the top 20 reform countries in Doing Business Report 2020 as well as the ranking of Bangladesh improved by 8 points to 168th out of 190 countries. Foreign investors use the World Bank's Doing Business index as a guide to learn about the business environment of a country before making any investment plan. I would like to congratulate Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) who worked hard engaging the private sector, relevant ministries and the government agencies to improve the ranking of Bangladesh. It is worth mentioning that the private sector is essential partner of the government in improving the doing business ranking of Bangladesh. As a part of strong commitment to the private sector development, DCCI put forwarded focused policy reform proposals to BIDA for improving the regularity efficiency and ranking in the doing business index through fact-based and relevant studies.

We have already started to bear the fruit of improved position of Bangladesh in the World Bank's Doing Business index. A business confidence survey conducted by the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) in November 2019, captured business sentiment from 9,131 companies globally, including 193 Bangladeshi companies. The HSBC report shows that 74% Bangladeshi businesses are more optimistic about their business prospect in 2019 compared to previous year while the Asian average is only 43%. The report also reveals that 97% Bangladesh businesses are upbeat on growth over the next year while the global average is 79%.

It is encouraging that the Government has taken initiative for amendment of the Companies Act 1994, with a provision of forming a company by One Person Company (OPC) and amendment of the Companies Act will further refine our business ecosystem. Moreover, two major Investment Promotion Agencies (IPA) of the Government- Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) and Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) have started One Stop Services (OSS) which will ease and improve further the doing business environment. Some major mega infrastructure projects are at the development stage. Successful completion of these mega infrastructure projects will increase the infrastructure competitiveness of Bangladesh raising investors' confidence.

ওয়ান স্টপ সেবাকে কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দক্ষ ও কুশলী মানবসম্পদ দ্বারা ডিসিসিআই বিডা এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় থাকতে হবে এবং বিডা ও বেজার ওএসএস এর মধ্যে আন্ত-সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থার বিকাশ ঘটাবে এবং তারা মনে করবে যে বাংলাদেশে ব্যবসায় প্রক্রিয়া সহজতর হচ্ছে।

আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে, বিডা এবং ডিসিসিআই সম্মিলিতভাবে ডিসিসিআইতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কার্যক্রম শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ওএসএস চালু করার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা যাচাই করতে এ বিষয়ে ডিসিসিআই এবং বিডার সাথে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট ডেস্ক থেকে দক্ষ জনবল দ্বারা ডিসিসিআই থেকে ওএসএস সেবা প্রদান করা হবে। ডিসিসিআইতে স্থাপন হতে যাওয়া ওএসএস এর মাধ্যমে স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিডাতে না গিয়েই ডিসিসিআই থেকে ব্যবসা স্থাপনের সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকাণ্ডসমূহ সরকারের জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটটি বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১লা জুলাই থেকে নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ কার্যকর হয়েছে। ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব বাজেট প্রণয়নে নীতি সহায়তা প্রদানে ডিসিসিআই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে এ বছর অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করেছে। এসএমই'র স্বার্থ সংরক্ষণে এসএমই বান্ধব ভ্যাট আইন বাস্তবায়নসহ অন্যান্য সুপারিশ যেমন লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কর্পোরেট কর হার হ্রাস, ডিভিডেন্ট এর উপর ট্যাক্স প্রত্যাহার, বিদ্যমান ট্যাক্স প্রদানকারীদের উপর চাপ হ্রাস করতে কর জাল বৃদ্ধি করা, এসএমই'র জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম স্থাপন, ২০ শতাংশ সরকারি আহরণ পদ্ধতি রেখে এসএমই'র জন্য কেন্দ্রীভূত বাজার ব্যবস্থাপনা তৈরি, আবাসন খাতের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি কমানো, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আর্থিক খাতে লজিস্টিক উন্নয়ন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য শিল্প বিষয়ক সুপারিশমালা জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য পেশ করা হয়।

আমি আনন্দিত যে, ডিসিসিআই এর নীতি সহায়তামূলক ভূমিকা ইতিবাচক হিসেবে কাজ করেছে যেমন এসএমই'র জন্য ভ্যাটের চাপ কিছুটা কমেছে। পুরাতন ভ্যাট আইনের ১৫ শতাংশ একক ভ্যাট পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন ভ্যাট আইনে একাধিক ধাপের যেমন- ৫ শতাংশ, ৭.৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ এবং কিছু কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাটের বিধান রাখা হয়েছে।

ঔষধ শিল্পের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক ভ্যাট হার ২.৪ শতাংশ এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের জন্য ২ শতাংশ ভ্যাট হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ছোট ব্যবসায়ীদের যাদের বার্ষিক টার্ন ওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার সুপারিশ বিবেচনা করায় ডিসিসিআই সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। আর যে সকল এসএমইদের বার্ষিক টার্ন ওভার ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা তাদের জন্য ৪ শতাংশ হারে টার্ন ওভার ট্যাক্স প্রদানের সুযোগ রাখার সুপারিশ বিবেচনা করায় ডিসিসিআই সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এসএমই'র জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করার বিষয়ে ডিসিসিআই'র সুপারিশ সরকার বিবেচনা করেছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ এসএমই নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন করেছে যাতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম সুবিধা থাকবে যার কারণে এসএমই ব্যবসায়ীরা খুব সহজ শর্তে বন্ধক ছাড়া ঋণ নিতে পারবে। আমি আশা করি নতুন ভ্যাট আইন সহজে ব্যবসা করার পরিবেশকে আরও উন্নতি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে নতুন ভ্যাট আইন সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের সচেতন করে তোলা এবং তাঁদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির এবং নতুন ভ্যাট আইন সম্পর্কে আরও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান প্রসারের জন্য ডিসিসিআই ইতোমধ্যে ২টি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৪৭০ জন ব্যবসায়ী ও তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নতুন ভ্যাট আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has been working very closely with BIDA for effective functioning of the One Stop Service (OSS), equipping with skilled and expert human resources from all relevant service delivery agencies. Integration of the OSS with relevant government service agencies as well as interoperability between BEZA's OSS platform and BIDA's OSS platform is important. The effective functioning of the OSS will help spur the confidence of the prospective investors and give them a feel that the business process in Bangladesh is eased and simple.

I am pleased to mention that BIDA and DCCI has taken ground-breaking initiative to set up the One Stop Services (OSS) extension outlet in DCCI. In this connection, several working level meetings have been held between the BIDA and DCCI including assessing the technological readiness to start the OSS facility in DCCI. A dedicated desk equipped with skilled human resources will be deployed by DCCI to render the services. This platform will facilitate current and potential members of DCCI including local and foreign investors to avail business registration service from integrated One Stop Services at DCCI without visiting BIDA.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Policies and priorities of the Government are reflected in the National Budget. National Budget for FY2019-20 was very critical from the perspective of the private sector. The Value Added Tax (VAT) and Supplementary Duty Act 2012 has come into force from the first day of FY2019-20. I am delighted to mention that DCCI deepened its partnership and policy advocacy role with National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Finance by giving fact-based inputs to prepare a business and investment friendly national budget. Safeguarding the interest of SME businesses, DCCI was vocal to introduce SME friendly VAT Act along-with other budget proposals such as reducing corporate tax for both listed and non-listed companies, withdrawal of tax on dividend, increase the tax net reducing the pressure on existing tax payers, introduction of credit guarantee scheme for SMEs, developing a captive market for SMEs making a provision of minimum 20% government procurement from SMEs, reducing registration fees for real estate sector, export diversification, increasing investment for development of infrastructure and logistics facilities and development of financial sector along with other business and industry related recommendations to incorporate in the National Budget for FY2019-20.

I am pleased to refer that the policy advocacy roles of DCCI acted positively to bring relief for SMEs in terms of VAT. Government has introduced multiple-rate VAT- 5%, 7.5% and 10% and 15% for specific goods and services instead of 15% uniform VAT rate envisaged in the VAT and Supplementary Duty Act 2012. Preferential VAT rate was also offered for pharmaceutical (2.4%) and petroleum products (2%). I would also like to appreciate the Government to consider the DCCI's recommendation to exempt the small and marginal traders with an annual turnover up to Tk. 50 lakh to keep them out of the VAT net as well as encourage the small and medium sector (SMEs) by giving opportunity to pay turnover tax at 4% in the case of annual turnover ranging from Tk. 50 lakh to Tk. 3 crore. The government has also accepted the DCCI's proposal for introduction of Credit Guarantee Scheme (GGS) for SMEs. The SME Policy 2019, approved by Cabinet in September 2019, hinted to create a Credit Guarantee Scheme (GGS) to allow SMEs to access to finance on easy conditions and without collateral.

I believe that VAT & SD Act 2012 will play important roles in improving doing business environment and increasing government revenue collection. However, educating businesses and rising awareness across the business community about the New VAT Act is very important. In order to create awareness and disseminate knowledge to businesses on New VAT & SD Act 2012, DCCI organised two workshops where 470 participants from different businesses participated. The workshops discussed the salient features of new VAT & SD Act 2012 and participants have gained hands-on knowledge how to assess and collect VAT and submit VAT in compliance with regulations of New VAT & SD Act 2012. In addition a workshop on e-BIN registration was organized by DCCI. In order to help members of DCCI, for registering e-BIN, a dedicated 'Help Desk' was set up in DCCI.

আমরা যদি ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে বাজেটের ৬২ শতাংশ আসে এনবিআর এর সংগৃহীত কর থেকে। এনবিআর এর রাজস্ব আয়রূপের মধ্যে ভ্যাট থেকে আসবে ৩৬.৭৭ শতাংশ, আয়কর থেকে আসবে ৩৪.৭৭ শতাংশ, আমদানি শুল্ক থেকে আসবে ১৫.৪৭ শতাংশ। ২০১৯ সালে ডিসিসিআই বিদ্যমান করদাতাদের উপর করের বোঝা লাঘব করতে সারা দেশে কর জাল বৃদ্ধি করতে এনবিআরকে তাগাদা দেয়ার মাধ্যমে এর নীতি সহায়তা ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের তুলনায় কর্পোরেট করের হার কিছুটা বেশি যা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করেছে। কর্পোরেট করের ক্রমহ্রাসমান ধারা স্থানীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ভূমিকা রাখতে পারে। বেসরকারি খাতের স্বার্থ রক্ষায় প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে মিল রেখে তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত কোম্পানিসমূহের জন্য কর্পোরেট করের হার যৌক্তিককরণ করার জন্য ডিসিসিআই এনবিআর বরাবর সুপারিশ প্রদান করেছে। যদিও এখন পর্যন্ত তেমন কোন আশাব্যঞ্জক প্রতিফলন পাওয়া যায়নি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

দৃশ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক বাজারসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। পরিবহন ব্যবস্থা, বন্দর, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাংলাদেশের অবকাঠামোখাতের অন্যতম উপসর্গ আর এগুলোই অর্থনীতি, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও সেবাখাতে বিনিয়োগ আকর্ষণের মূল চালিকাশক্তি। ২০১৯ সালের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশের বিপরীতে পরিবহন খাতে প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৯৮ শতাংশ, বিদ্যুৎ খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৩৬ শতাংশ এবং গ্যাস খাতের প্রবৃদ্ধি ছিল ০.১২ শতাংশ।

একথা অনস্বীকার্য যে, ২০১৪ সালের পর থেকে জিডিপিতে অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগের হার ১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ২.০৭ শতাংশ। ডিসিসিআই বরাবরই অবকাঠামো খাতে আরও অধিক হারে বিনিয়োগের ওপর জোরারোপ করে আসছে। ডিসিসিআই এর হিসাব অনুযায়ী কাজীত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামো খাতে ৩০০ থেকে ৩২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ জিডিপির ৫-৬ শতাংশ হওয়া উচিত বলে মনে করে ডিসিসিআই। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় জিডিপিতে অবকাঠামো খাতের বিনিয়োগ হার ৩.৬১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪.৩৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

যদিও আমাদের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে, তদুপরি ২০১৯ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের আন্তর্জাতিক সক্ষমতা সূচকে ১৪১টি দেশের মধ্যে দুই ধাপ অবনমিত হয়ে ১০৫তম অবস্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অবকাঠামো সক্ষমতা সূচকে ১১৪তম অবস্থানে রয়েছে যেখানে চীন ৩৬তম, ভিয়েতনাম ৭৭তম এবং ভারত ৭০তম অবস্থানে রয়েছে। প্রতিযোগী দেশসমূহের তুলনায় অবকাঠামো প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশের সক্ষমতা হ্রাস করেছে এবং পণ্য সরবরাহের লিড টাইম বাড়িয়ে দিচ্ছে ও লজিস্টিক মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি সক্ষমতাকে সংকুচিত করে দিচ্ছে।

অবকাঠামো সূচকে ভাল করতে হলে আমাদের আরও অধিক হারে গুণগত অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ করতে হবে; একই সাথে সময়মত বৃহৎ প্রকল্পসমূহ সমাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন অধিকাংশই নির্ভর করে সরকারি বিনিয়োগের উপর। অবকাঠামো উন্নয়নকে টেকসই ও বেগবান করতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সরকার পিপিপি মডেল চালু করেছে যার সুফল আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে দেখতে পেয়েছি তবে দৃশ্যমান অবকাঠামো, বন্দর বা রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন ব্যবস্থা না থাকাই অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ খুব একটা দৃশ্যমান নয়। আর্থিক সমস্যার কারণে পিপিপি মডেলের আওতায় নির্মিত অনেক প্রকল্পকে সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে।

If we recap the national budget FY2019-20, we found that 62% of total budget came from NBR tax. Out of total NBR revenue, VAT contributes 36.77%, income tax contributes 34.77% and Import duty shares 15.47%. During 2019, DCCI played strong advocacy role to pursue NBR to increase the tax net and non-tax receipt net, reducing the tax burden from the existing taxpayers.

Corporate tax rate is high in Bangladesh compared with competing countries which demotivates investment. Gradual decrease in corporate tax will increase domestic investment and foreign direct investment (FDI). Prioritizing the interest of private sector, DCCI placed recommendation in the different high level policy making forums of the government including National Board of Revenue (NBR) for rationalization of corporate tax for publicly listed and non-listed companies in line with competing countries. However, we have not received any positive outcome on that.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Physical infrastructure plays important role in boosting economic activities in the country and linking to regional and sub-regional markets. Transport communication, ports, power & energy sectors are essential part of infrastructure in Bangladesh which play important roles to drive the economic growth, attracting private investment in multidimensional manufacturing and service oriented activities. In contrast to the 8.13% economic growth in FY2019, the transport sector grew by 10.98%, electricity sector grew by 1.36% and gas sector grew by 0.12%.

It is evident that since FY2014, infrastructure investment to GDP ratio increased by 1.4 percentage point whereas GDP grew by 2.07 percentage point. DCCI advocates for increasing infrastructure investment for developing reliable infrastructure. Given our growth projections, DCCI estimates that our economy will require USD300 billion to USD320 billion until 2030 for infrastructure development, increasing the infrastructure investment within 5% - 6% of GDP. It is encouraging that our infrastructure investment to GDP has increased to 4.33% in FY2019-20 from 3.61% in FY2018-19.

Though our infrastructure investment is increasing, Bangladesh has slipped two notches to 105th out of 141 countries in the World Economic Forum's Global Competitiveness Index 2019. In the report, Bangladesh ranks 114th in terms of infrastructure competitiveness where as China ranks 36th, Vietnam ranks 77th and India 70th position. The infrastructure bottlenecks increasing lead time and rise the logistics cost restricting export competitiveness compared to the competing countries.

In order to improve our infrastructure competitiveness, we need to invest more in quality infrastructure development and timely execution of the infrastructure projects needs to be ensured.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Our infrastructure development is heavily reliant on public sector financing under Annual Development Program (ADP). Increased participation of the private investment is crucial to accelerate and sustain infrastructure development. To increase private sector participation in infrastructure financing, government has introduced Public Private Partnership (PPP) model which has yielded positive results in power sector but not in physical infrastructure - from ports to roads. The critical reason which holds back the participation of private sector in infrastructure development is access to long-term financing. We have seen many projects conceived under PPP model are struggling to comply with financial closure due to financing problem.

অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন নিশ্চিত করতে সরকারি অর্থায়ন এবং ব্যাংকিং খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমাতে আমাদের বিকল্প দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন প্রক্রিয়া খুঁজে বের করতে হবে। স্থানীয় পুঁজিবাজারে ইকুইটি ফান্ড বা বন্ড মার্কেট স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিকল্প সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বন্ড মার্কেট স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের বিকল্প সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০১৯ সালে আমরা পুঁজি বাজারকে অবকাঠামো উন্নয়ন ও বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের অন্যতম টেকসই উৎস হিসেবে পরিগণিত করে আসছি। আমরা বন্ড মার্কেট উন্নয়নের কথা বলে আসছি যা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। বন্ড মার্কেট উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে ডিসিসিআই ইউকে ভিত্তিক কোম্পানি গ্যারেন্টকো এর সাথে “স্থানীয় পুঁজিবাজারকে ব্যবহারের মাধ্যমে অবকাঠামো অর্থায়ন” শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ. রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান ব্রেকআউট সেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কিভাবে বাংলাদেশে স্থানীয় মুদ্রার মাধ্যমে বন্ড মার্কেট স্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো অর্থায়নকে সফল করা যায়, এই সম্মেলনের মাধ্যমে ডিসিসিআই এ সংক্রান্ত বেশ কিছু সুপারিশমালা পেশ করেছে। গ্যারেন্টকো কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশের বন্ড মার্কেটের উপর একটি গবেষণাপত্র (প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ) এই সম্মেলনে প্রকাশিত হয়।

অবকাঠামো উন্নয়ন অর্থায়ন পদ্ধতির বহুমুখীকরণের জন্য আইএফসি-বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি লন্ডনের পুঁজি বাজারের সেকেন্ডারি মার্কেটে বাংলা বন্ড এবং সরকারি ট্রেজারি বন্ড ছেড়েছে যা আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে চালু হবে। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই এই মাইলফলক ঢাকা চেম্বারের দীর্ঘদিনের নীতি সহায়তারই ফসল। অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্থায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় স্থানীয় বন্ড মার্কেট স্থাপনে এই উদ্যোগ কাজে আসবে বলে আমি মনে করি। আপনারা অবগত আছেন যে, ডিসিসিআই সর্বদা সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলো পিপিপি মডেলের অধীনে করার জন্য জোরারোপ করে আসছিল। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে, সরকার নভেম্বর, ২০১৯ এ ক্যাবিনেটে “পিপিপি সংশোধন বিল ২০১৯” পাশ করেছে যা কিনা সরকারি প্রকল্পগুলোকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক মডেলে করতে সহায়তা করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

সহায়ক ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে একটি কার্যকর আর্থিক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের আর্থিক খাত বর্তমানে তারল্য সংকটে ভুগছে এবং ব্যাংকের ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। আমরা দেখেছি, এসএমই খাতের জন্য বেশির ভাগ ব্যাংক ১১-১৫ শতাংশ পর্যন্ত ঋণের উপর সুদ নিয়ে থাকে। আমরা আরও দেখেছি ক্ষুদ্র শিল্পের মেয়াদী ঋণের উপর কিছু কিছু ব্যাংক ১৬-১৭ শতাংশ হারে সুদ নিয়ে থাকে। এত উচ্চ হারে সুদের বোঝা টেনে ব্যবসায়কে টেকসই করা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

২০১৯ সালের জুন মাসে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১,১২,৪২৫ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে যা মোট ঋণের ১১.৬৬ শতাংশ। এটা সামগ্রিক অর্থনীতির জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় যে উচ্চ খেলাপি ঋণ, ঋণ পুনঃঅর্থায়ন তারল্য সংকটকে বাড়িয়ে দিচ্ছে যা সার্বিক ব্যাংকিং খাতের ঋণের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক তার সর্বশেষ মুদ্রানীতিতে উল্লেখ করেছে যে, খেলাপি ঋণের বোঝা ব্যবসায়ীদেরকে বেশি সহিতে হয় কারণ খেলাপি ঋণ সুদের হারকে প্রায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে।

২০১৯ সালে ডিসিসিআই বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এবং ঋণের সুদের হার কমিয়ে সহনীয় পর্যায়ে আনতে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, ব্যাংকিং খাতে শৃংখলা আনয়নে এবং ব্যবসার ব্যয় হ্রাসে ডিসিসিআই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নিকট বেশ কিছু সুপারিশমালা প্রেরণ করেছে। সব ধরনের ব্যবসার সুদের হার কমিয়ে আনতে নীতি সুপারিশ তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করার জন্য আমরা প্রধান প্রধান ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভা করেছি।

In order to reduce the excessive dependence on public finance and banking system finance, we need to develop alternative sources of long-term financing for infrastructure development. As an alternative source of infrastructure financing, the local capital markets in Bangladesh have huge potentials to meet the infrastructure financing requirements through both equity and bond participation.

In 2019, we promoted capital market as the long-term financing source for infrastructure development and large industrial projects. We emphasized on the development of bond market which is currently at nascent stage. In order to promote the bond market, DCCI formed partnership with GuarantCo UK, part of the Private Infrastructure Development Group (PIDG) funded by five G12 governments, and organized a Conference on 'Local Capital Market Infrastructure Financing'. Mr. Salman F. Rahman, MP, Hon'ble Adviser to the Prime Minister on Private Sector Industry and Investment, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh, graced the opening plenary of the international Conference on 'Local Capital Market Infrastructure Financing' as the Chief Guest and Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the 'Breakout Session 1- Infrastructure Policy' of the International Conference as the session chair. In this conference, DCCI charted the policy recommendations for development of bond market and demonstrated how long-term and local currency infrastructure financing can be successful in Bangladesh. In this conference, a study of Bangladesh Bond Market was unveiled which encompassed policy prescription of bond market development in Bangladesh.

I am glad to share you that in order to diversify the infrastructure financing mix, the IFC- private sector arm of the World Bank Group floated a Taka Bond— Bangla Bond on the London Stock Exchange (LSE) and Government treasury bonds are expected to be traded in secondary market in December 2019 as a result of continuous policy advocacy on it from DCCI since long. Considering the financing appetite of Bangladesh for infrastructure development and private industrial projects, it will be a ground-breaking move in developing local bond market too. You are aware that DCCI underscored the importance of implementation of G2G (Government to Government) infrastructure projects under Public Private Partnership (PPP) model. I am delighted to mention that in November 2019, Cabinet approved a draft bill titled "Bangladesh Public Private Partnership (PPP amendment) Bill" 2019 which paves the way to implement G2G projects under PPP.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

A well-functioning financial sector is a pre-condition for enabling business environment. It is evident that the financial sector is currently facing a liquidity problem and bank lending rate is high. We found that most of the banks charged within 11% to 15% interest rate on term-loan for Small Industry. We also found that 16% to 17% interest rate are being charged by the few banks on term-loan for Small Industry. It is really a huge challenge for small and medium businesses to sustain business borrowing at such a higher interest rate.

On the other hand, non-performing loans (NPL) of the banking sector reached a sky-rocketing Tk.1,16,288 crore in September 2019, which is 11.197% of total outstanding loan. This is a big concern for the entire economy as high NPL, slow credit recycling push the liquidity shortage and impact the creditworthiness of overall banking industry. Bangladesh Bank in its Monetary Policy Statement (MPS) for H2, FY2018-19, also mentioned that the burden of the NPL is borne by the businesses as NPL increases the lending rate by 1%.

During 2019, DCCI undertook many focuses initiatives and placed a set of recommendations to the Hon'ble Governor of the Bangladesh Bank to bring down the lending rate to affordable level, improve governance and discipline in the banking sector and reduce the cost of doing business. We have also organized consultation meetings with leading bankers of the country to chart a policy menu for submitting to the Government to reduce the lending rate for all type of businesses.

আমি আনন্দিত যে সরকার ঋণের সুদের হার কমিয়ে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করছে যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। আমি আনন্দের সাথে বলতে চাই যে, ডিসিসিআই'র সুপারিশের সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকিং কোম্পানি আইন সংশোধন, মার্জার অ্যান্ড লিকুইডেশন নীতিমালা প্রণয়ন, খেলাপী ঋণ আদায়ে "পাবলিক এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি" স্থাপন, ঋণ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার স্থাপনে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ ব্যবসার সার্বিক পরিবেশ এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসন আনতে সাহায্য করবে।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, সরকার সম্প্রতি একটি রুগ্ম আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবলুপ্ত করেছে। অবলোপন একটি সর্বশেষ পদক্ষেপ এবং এ ধরনের উদ্যোগ আর্থিক খাত, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসার জন্য ভাল নয়। ডিসিসিআই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান যে এ জটিল বিষয়টিকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতে কি করে এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনার প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তার উপায় বের করার চেষ্টা করেছে। "পুনঃগঠন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবলোপন এবং স্টেকহোল্ডারদের উপর এর প্রভাব" শীর্ষক একটি সেমিনার ডিসিসিআই অক্টোবর মাসে আয়োজন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দুর্বল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক সতর্কতা সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থায় খেলাপী ঋণের মাত্রা নির্ধারণ এবং উচ্চ সুদে আমানত সংগ্রহ না করতে ডিসিসিআই সুপারিশ প্রদান করে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদন দাড়িয়েছে ২২,৫৬২ মেগাওয়াটে যার জন্য সরকারকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। তারপরও আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমরা শিল্পের প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা মেটাতে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি। বর্তমানে গ্যাসের দৈনন্দিন চাহিদা ৩,৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট যার বিপরীতে সরবরাহ হচ্ছে ২,৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ প্রতিদিন আমাদের গ্যাসের সরবরাহ ঘাটতি প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট। উপরন্তু, অপরিপূর্ণ গ্যাস উত্তোলনের অভাবে অভ্যন্তরীণ গ্যাসের মজুদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে যা আমাদের শিল্প প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগী সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।

দ্রুত এগিয়ে যাওয়া অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে হলে শিল্পে পর্যাপ্ত এবং আস্থাযোগ্য গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। সরবরাহ সমস্যা ও ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অপেক্ষাকৃত দামী এলএনজি আমদানী করা হয়েছে। জাতীয় গ্রিডে আমদানিকৃত এলএনজি যোগ হওয়ার পর বাংলাদেশ জ্বালানী নিয়ন্ত্রণ কমিশন নতুন গ্যাসের মূল্য বাড়িয়েছে যা পহেলা জুলাই ২০১৯ থেকে কার্যকর হয়েছে। আবাসিকসহ প্রায় সব খাতের জন্য যেমন- শিল্প, সিএনজি স্টেশন, বাণিজ্যিক ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদন, চা শিল্প, সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় ৩২.৮ শতাংশ হারে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্যাপটিভে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৪৩.৯ শতাংশ, শিল্পে ৩৭.৮৯ শতাংশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৪০.৮২ শতাংশ, সার উৎপাদনে ৬৪.২১ শতাংশ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি জ্বালানী নির্ভর উৎপাদন খাত যেমন বয়ন শিল্প, সিরামিক, স্টিল, ক্রোকারিজ অন্যান্য খুচরা, পাইকারি ব্যবসার ব্যয় বৃদ্ধিতে নানামুখী প্রভাব ফেলবে।

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। "জ্বালানীর মূল্যঃ শিল্পে এর প্রভাব" শীর্ষক একটি সেমিনার আমরা ১১ এপ্রিল ২০১৯ সালে আয়োজন করেছি। জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, মাননীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আমরা দেখিয়েছি যে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে ৯৩.৭ শতাংশ, স্টিল রি-রোলিং এ ১১.৪২ শতাংশ, বয়ন শিল্পে ২২ শতাংশ এবং সিমেন্টে ৪ শতাংশ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। উক্ত সেমিনারে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হয়

- আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে বাপেক্সকে নিয়মিত গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া;
- এক লাফে না বাড়িয়ে ধাপে ধাপে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানীর বাজারে প্রতিযোগিতার সূচনা করা;
- বার্ষিক মূল্যক্ষীতির সাথে সমন্বয় রেখে শিল্পের জন্য ৩-৫ বছর মেয়াদি গ্যাসের মূল্য নীতিমালা প্রস্তুত করা;
- সকল শিল্পে ইলেক্ট্রনিক ভলিউম কারেক্টর (ইভিসি) মিটার স্থাপন;
- গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব বেসরকারি খাতের উপর ন্যস্ত করা এতে করে সিস্টেম লস অনেকাংশে কমে আসবে।

I am delighted to mention that Government is trying to implement single digit lending rate which is encouraging. I am also glad to mention that the Government has already started working on the DCCI's proposals on amendment of Banking Companies Act and Mergers and Acquisitions (M&A) regulations, formation a Public Asset Management Company (PAMC) to recover NPL and Central database containing information on collaterals used against all type of loans. Implementation of these initiatives will ease the business ecosystem in the country improving health of the banking sector.

You all are aware that Bangladesh Bank has taken a move for liquidation of an underperforming non-bank financial institution. Liquidation is the extreme measure and it has a contagious negative impact on financial sector, depositors and businesses. DCCI is the first organization in the country to address this complex issue as well as to chart measures to prevent recurrence of such kind of problem in future. DCCI organized a seminar on "Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders" in October 2019. Dr. Mashiur Rahman, Hon'ble Economic Affairs Adviser to the Prime Minister, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present in that seminar as the Chief Guest. DCCI stressed on developing early warning system to improve the financial health of weak financial institutions, standard benchmark of NPL across the financial sector and restriction of deposit collection of high NPL making concern.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

We appreciate the Government's bold strategies to improve the power generation situation in the country, increasing electricity generation capacity to 22,562 Megawatt. However, we still face many challenges in meeting the primary energy demand of the industry to support accelerated growth that we want to achieve. Currently, daily gas supply is 2,650 MMCFD against our daily gas demand 3,650 MMCFD, increasing daily supply deficiency to 1000 MMCFD. Moreover, due to inadequate gas exploration, the domestic natural gas reserve is gradually depleting which poses challenges to our desired industrial growth and competitiveness.

Adequate and reliable supply of gas to industry is of paramount importance to sustain our accelerated economic growth. Taking into account the supply constraint and growing demand for gas, expensive liquefied natural gas (LNG) has been imported. Due to inclusion of imported LNG to the national grid, Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) revealed new gas tariff hike which has been in force from 1 July 2019. New gas tariff hike is on average by 32.8% for all sectors including domestic use, Industry and CNG station, Commercial, Power generation, Captive Power, Tea Estate and Fertilizer production. It is worth mentioning that increase in gas price for Captive Power by 43.9%, Industry by 37.89%, Power 40.82% and Fertilizer 64.21% will have manifold impacts on the cost-of-doing business of wide-ranging sectors including energy intensive manufacturing industry such as Textile, Ceramics, Steel, Cement, Crockerries and other retail, wholesale business across the Country.

DCCI addressed the concern of increasing gas price. We organized a seminar on "Energy Pricing: Impact on Industries" on 11 April 2019. Mr. Nasrul Hamid, MP, Honorable State Minister, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh, was present in the seminar as the Chief Guest. In the seminar, we highlighted that the cost of production in gas fired power plant may increase by 93.7%, 11.42% for steel re-rolling, 22% for textile and 4% for cement. We placed following important recommendations to the State Minister to ensure energy security for Industry.

- Prioritizing capacity building of BAPEX to conduct own exploration with frequency keeping global standards.
- Introducing competition in the energy market within the public sector and suggested gradual increase in energy prices instead of a steep one.
- 3-5 year long gas price policy for industry with the provision of adjusting the gas price with annual inflation.
- Install Electronic Volume Corrector (EVC) meters in all industries.
- Private sector should be tasked with the job of gas transmission and distribution that will effectively squeeze the system loss in the gas sector.

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

আমেরিকা ও চীনের মধ্যে বিদ্যমান শুল্ক বিরোধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে হ্রাস করেছে এবং বাংলাদেশের জন্য সাবধান বার্তা প্রেরণ করেছে কেন না আমাদের শিল্প ভিত্তি অনেকাংশেই পোষাক শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আমাদের রপ্তানি পণ্যের সম্ভারকে বহুমুখী করতে হবে একই সাথে নতুন বাজারও অনুসন্ধান করতে হবে। হালাল খাদ্য, কসমেটিক, হসপিটালিটি, পর্যটন, ঔষধ, গৃহপালিত খামার, আর্থিক সেবা, সংরক্ষণাগার, মোড়ক, জাহাজ এবং টয়লেট্রিজ শিল্পের বিশাল বাজার রয়েছে। হালাল পণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে এক অপার সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত করেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামিক অর্থনীতি ২০১৮-১৯ এর থমসন রয়টার্স এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্যের বাজারের পরিমান প্রায় ২.১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের মোট খরচের ১১.৯ শতাংশ। হালাল পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের গুণগতমান ও স্ট্যান্ডার্ড উন্নত করতে হবে যদিও হালাল শিল্পের সার্বিক পরিবেশ বর্তমানে বাংলাদেশে নেই।

বাংলাদেশে হালাল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য ডিসিসিআই সম্প্রতি "নিরাপদ ও হালাল খাদ্য: বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয় প্রয়াস" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। সেমিনারে নীতি নির্ধারক, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

হালাল বাজার সম্পর্কে জানার জন্য ডিসিসিআই আন্তর্জাতিক স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ ড. সামিয়া আপেল লতিফ, কনফারমিটি পরিচালক, আরএসিএস, দুবাই, আরব আমিরাতে কে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য। আমরা আন্তর্জাতিক হালাল পণ্যের বাজারে কিভাবে প্রবেশ করা যায় তার উপর অবিরাম কাজ করে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশে কিভাবে হালাল এ্যাক্রেডিটেশন কর্তৃপক্ষ স্থাপন করা যায় তার উপর নীতি সুপারিশ তৈরি করেছি।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

২০১৯ সালে ডিসিসিআই চামড়া শিল্প, ঔষধ শিল্প, একটিভ ফার্মাসিউটিকাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই), পাট এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এটা আশাব্যঞ্জক যে, বাংলাদেশের ঔষধ প্রস্তুতকারকগণ এখন অনেক কমপ্লায়েন্ট এবং শৃংখল এমনকি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানতো ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ প্রশাসন এবং ইউকে মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরি এজেন্সি থেকে সনদ প্রাপ্ত। এ ধরনের অর্জন আমাদের ঔষধ শিল্পের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে যার কারণে আমরা ২০১৯ সালে ঔষধ রপ্তানি থেকে ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছি যা কিনা বিগত বছরের তুলনায় রেকর্ড ২৫.৬০ শতাংশ বেশি। চিন্তার বিষয় এটাই যে, স্থানীয় এপিআই শিল্প না থাকায় বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প অধিকাংশই আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান ঔষধ শিল্পকে সহায়তা করার জন্য আমাদের বড় আকারে কাঁচামাল আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে হবে এবং স্থানীয়ভাবে এপিআই উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ২০১৯ সালে ডিসিসিআই এপিআই শিল্পের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা কিনা দেশের শক্তিশালী ঔষধ শিল্পের প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডিসিসিআই'র সুপারিশকে বিবেচনায় নিয়ে এনবিআর এপিআই উৎপাদনের জন্য ২০২৫ সাল পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানির উপর ভ্যাত প্রত্যাহার করেছে যা কিনা বাংলাদেশে এপিআই শিল্প প্রসারে সহায়তা করবে।

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ ও ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক হাবের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশ বিশ্বে একটি আকর্ষণীয় 'রিলোকেশন হটস্পট' হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। বিদ্যমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যুদ্ধ, বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, আমেরিকা, জার্মানি, ইউকে এবং জাপানের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা স্থানান্তরের বিষয়ে আকৃষ্ট করেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ দিন দিন বাড়ছে।

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

The on-going tariff dispute between USA and China and slow-down in the global trade is the cautionary signal for Bangladesh as our industrial base is highly concentrated in RMG sector. We need to diversify our product basket promoting new driver of growth as well as exploring new export markets. Halal products certified with Halal Standards has a huge market covering food, cosmetic, hospitality, tourism, pharmaceuticals products, livestock farming, financial services, storage, packaging, shipping and toiletries. Increasing consumption of Halal products and services offer an immense opportunity for Bangladesh to diversify its export basket and increase its export earnings. According to Global Islamic Economy 2018-19 report of Thomson Reuters, the Global Islamic market is around USD2.1 trillion. To expand the export volume of halal products, we need to ensure quality and standard of our food products. However, halal ecosystem is absent in Bangladesh.

In order to facilitate the Halal ecosystem in Bangladesh, DCCI organized seminar on “Ensuring Safe & Halal Food: present context & necessary measures” bringing concerned policy makers and stakeholders under a single platform. In order to share the cross-country experience, DCCI invited internationally recognized expert Dr. Samia Abdel latif, Conformity Director, RACS, Dubai, United Arab Emirates to share her knowledge with policy makers and stakeholders of Bangladesh.

We are relentlessly working to explore opportunities in the global Halal market. We have also conducted policy advocacy campaign for establishing HALAL Accreditation Authority in Bangladesh in collaboration with internationally recognized certification agency.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

During 2019, DCCI also promoted leather sector, pharmaceutical, Active Pharmaceutical Ingredients (API), Jute and ICT as the next growth drivers of Bangladesh.

It is encouraging to mention that Bangladeshi pharmaceutical producers are now compliant and regulated as some companies gained US Food and Drug Administration and UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency certification. This achievement gave an impetus to increase our pharmaceutical export to USD130 million in FY2019, recording 25.60% growth compared with previous year. One of the major concerns is that pharmaceutical industry of Bangladesh is largely dependent on imported raw materials in the absence of local Active Pharmaceuticals Ingredients (API). We need to reduce reliance on large-scale raw materials import and need to produce APIs locally to support our growing pharmaceutical sector. In 2019, DCCI sets priority to facilitate enabling policy for developing dedicated backward linkage API industry which will enable pharmaceutical industry to be more competitive and able in earning more foreign currency. It is encouraging to mention that National Board of Revenue (NBR) has accepted the recommendation of DCCI to exempt raw materials of API production from VAT until 2025 which, in turn, will rise the prospects of import substitute Active Pharmaceutical Ingredients in Bangladesh.

Distinguished Colleagues and Members of DCCI

Due to close proximity to the global trade and financial hubs, Bangladesh has emerged as an attractive ‘Relocation Hotspot’ for economies around the world. The current global trade-war has also generated additional attraction to entrepreneurs from China, South Korea, USA, Germany, UK and Japan to relocate their investment and industry in Bangladesh. We have already witnessed that the pace of Chinese investment in Bangladesh is increasing. Moreover, interest of Indian investors is also expanding in Bangladesh.

ডিসিসিআই বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং চীন, ভারত, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, সৌদি আরব এবং আরব আমিরাতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালে চীন ও ভারতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সফরে ডিসিসিআই সফরসঙ্গী হয়েছে। আমরা চীন ও ভারতের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছি। ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ডিসিসিআই এর পক্ষ থেকে ভারতের অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিনিধিদলে ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অংশগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে ভারতের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন, বন্ধুত্ব ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বছরের অক্টোবর মাসে ডিসিসিআই এর আরও একটি ১৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ভারতের গোহাটিতে দুই দিন ব্যাপী স্টেকহোল্ডার মিট এ অংশগ্রহণ করে। ডিসিসিআই প্রতিনিধিদল আসামের শিল্পমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের সেভেন সিস্টার্স এর সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়ে ডিসিসিআই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতগণের সাথে, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফিলিপাইন, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড এবং সৌদিআরবের প্রতিনিধিদলের সাথে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক সভা করেছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে ডিসিসিআই ব্যবসা, শিল্প, বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতি সহায়তামূলক সুপারিশমালা পেশ করেছে এবং একই সাথে নীতিমালা সংস্কারের প্রস্তাব প্রদান করে। ডিসিসিআই জাতীয় অটো উৎপাদন উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অটোমোবাইল শিল্পের অমিত সম্ভাবনার কারণে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১২ সালে ১০ বছর মেয়াদী “বাংলাদেশ অটোমোবাইল সেক্টর রোডম্যাপ ২০১২-২২” প্রণয়ন করেছে।

ডিসিসিআই শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শীর্ষস্থানীয় অটোমোটিভ ব্যবসায়ীদের সাথে নিয়ে অটোমোবাইল খাতের উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ডিসিসিআই এসএমই নীতিমালা ২০১৯, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ এবং বাংলাদেশ-ভারত সিইও ফোরাম গঠনে গবেষণালব্ধ নীতি সহায়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম একটি উদ্যোগ ট্রেড ডিসকাউন্টিং কে ডিসিসিআই সহযোগিতা করে আসছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

২০১৯ সালে আমরা সদস্যদের সেবার মান উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। চীন, ফিলিপাইন, ভারত থেকে আগত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের সাথে ম্যাচ-মেকিং ও বিনিয়োগ সংযোগের জন্য আমরা একটি ভিত্তি তৈরি করতে পেরেছি। এ জন্য আমরা বেশ কয়েকটি বিটুবি সভার আয়োজন করেছি ডিসিসিআই এর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে। ব্যবসার সংযোগ বৃদ্ধি এবং ডিসিসিআই এর ৪০০০ সদস্যদের মাঝে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য ৯ অক্টোবর ২০১৯ সালে মেম্বার্স নাইট আয়োজন করা হয়। উপরন্তু সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ২০১৯ সালে আমি নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছি-

- ফোন ফলোআপ টিম গঠন করেছি। এই দলটি সেই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফলো আপ করেছে যারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের সদস্যপদ আপডেট বা রিনিউ করেনি;
- ডিসিসিআই সদস্যদের ডাটাবেইজ তৈরি ও বিটুবি পোর্টাল তৈরির কাজ চলছে;
- সদস্যদের জমাকৃত দলিলাদি ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- ইলেক্ট্রনিক ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (ইডিএমএস) বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিসিসিআই সচিবালয়কে একটি কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

I am pleased to mention that DCCI sets importance on attracting foreign investment and promoting trade with China, India, Japan, UK, Philippines, KSA and UAE along with other countries. In 2019, DCCI joined High Profile Bangladesh Business Delegation led by H.E. Sheikh Hasina, Hon'ble Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, while visited China and India. We invited the businesses of China and India to grow their presence in Bangladesh. Moreover, a 30-member business delegation of DCCI participated at CWBTA Eastern India Trade Summit-2019 in July 2019. The delegation, comprising of leading entrepreneurs, exporters and importers of Bangladesh, seeks to strengthen the friendship, business, investment and economic relation between South and Southeast Asian Countries, particularly with India. In October 2019, a 14-member DCCI delegation joined in the '2-day-long Stakeholders Meet' in North East India. DCCI delegation also met with H.E. Chandra Mohan Patowary, Industry Minister of Assam, H.E. Sarbananda Sonowal, Hon'ble Chief Minister of Assam and H.E Biplob Kumar Dev, Hon'ble Chief Minister of Tripura. Government of India. DCCI focused on establishment of business relations with seven sister states of India as well as build multimodal connectivity to access to North eastern India and South East Asian countries.

Setting priority on bilateral trade and investment promotion, DCCI organised meetings with Hon'ble ambassadors of different countries located in Bangladesh and high profile business delegations of UK, China, Philippines, Austria, Poland and KSA in order to explore the markets for Bangladeshi products and services.

Distinguished Members

In order to create enabling business environment, DCCI puts forward its policy recommendations on National Policies on trade, industry and investment as well as give reform proposals to ease the policy ecosystem. I am pleased to mention that DCCI has been playing an important role in framing National Auto-manufacturing Development Policy. Considering the potential of the Automobile Industry, Ministry of Industries formulated a 10-year long roadmap in 2012 titled 'Bangladesh Automobile Sector Roadmap 2012-22'. DCCI, in coordination of Ministry of Industries, leading automotive businesses in Bangladesh, is working to frame a comprehensive National Policy for development of Automobile Industry in Bangladesh.

DCCI also provided research-based policy inputs in the SME Policy 2019, Leather and Leather Good Development Policy 2019 and formation of Bangladesh-India CEOs forum. DCCI is also supporting an initiative of Bangladesh Bank for forming trade discounting platform to improve access to finance for MSMEs.

Distinguished Members

In 2019, we devoted our best endeavors to improve our membership services. We offered excellent platforms to our members for business matchmaking and investment collaboration with businesses from China, Philippines and India. In this connection, we organized several effective B2B meetings engaging relevant businesses of DCCI. In order to expand business networking, business to business contacts and strengthening fraternity of 4000 members of DCCI, we organized DCCI's members' Night on 10 October 2019. Moreover, I would like to mention that we have undertaken the following initiatives in 2019 for improving the membership services:

- Formed a phone follow-up team. This team made phone call to all active and dormant members of DCCI to update/renew their membership status.
- DCCI membership data base has been updated and an online based B2B portal development is underway.
- Initiative has been taken to digitalize the membership documentation procedure.
- Promoting the concept of paperless office, initiative has been taken to digitise the office management by implementing EDMS (Electronic Document Management Software).

- ডিসিসিআই নতুন সদস্যদের এখন থেকে তাঁদের সদস্য সনদটি সুন্দর ফ্রেমবন্দী অবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে;
- ৬ষ্ঠ তলার অডিটোরিয়ামটিকে আধুনিক ডিজাইনে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য-চিত্র উপস্থাপন করার সুবিধার্থে এলইডি বসানো হয়েছে যা অডিটোরিয়ামে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখার সুবিধার্থে আরও চারটি প্রজেক্টর স্ক্রিন বসানো হয়েছে;
- মুসল্লিদের নামাজের সুবিধার্থে ৬ষ্ঠ তলায় একটি নামাজ ঘরও তৈরি করা হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

আপনার জানেন যে, এ বছর ১৫টি স্ট্যাডিং কমিটি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অর্থনৈতিক খাতের উপর কাজ করেছে। এ সকল স্ট্যাডিং কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বেসরকারি খাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে ডিসিসিআই এ বছর বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্স, গোল টেবিল বৈঠক ও নীতি নির্ধারকদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ সমস্ত অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে ডিসিসিআই অর্থনীতির প্রধান প্রধান উন্নয়ন স্তম্ভ যেমন ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নয়ন, প্রতিযোগী সক্ষমতা উন্নয়ন, পুঁজি বাজার, দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য বড় মার্কেট উন্নয়ন, আর্থিক খাতের সংস্কার, ভ্যাট আইন ২০১২ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, এসএমইদের জন্য সহজলভ্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিতকরণ, লজিস্টিক সক্ষমতা অর্জন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, টেকসই পোষাক খাত, জ্বালানী নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক হালাল মার্কেটের সম্ভাবনা অনুসন্ধান, ঔষধ শিল্পের জন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে।

ব্যবসায় সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণে আলোচনার জন্য এ বছর আমরা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা, মূখ্য সচিব, মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনবিআর চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। বৈঠকগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার কিছু সুপারিশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- কার্যকর সমন্বিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস;
- বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদন খাত এবং শিল্প খাতের প্রকল্পগুলোর জন্য জাতীয় কৌশল নির্ধারণ করা জরুরি;
- শিল্প নীতিমালা, রপ্তানি নীতিমালা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা, আমদানি নীতিমালা এবং অন্যান্য সরকারি কৌশলপত্রের সাথে সংগতি রেখে জাতীয় বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ কৌশলপত্র প্রণয়ন;
- বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ আকর্ষণে বেজা, পিপিপি অফিস এবং বিডার মধ্যকার ত্রিপাক্ষিক সমন্বয় স্থাপন;
- অন্যান্য দেশের রপ্তা শিল্পকে এ দেশে আকর্ষণের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি;
- আমদানি, রপ্তানি নীতিমালা, বিনিয়োগ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে সমন্বিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়নের উপর গবেষণা করা;
- ব্যবসা বান্ধব কর নীতিমালা এবং কর্পোরেট করের হার হ্রাসকরণ;
- কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর সংশোধন;
- ডুইং বিজনেস সূচকে ভাল করার জন্য প্রতিযোগী দেশসমূহের সেরা উদাহরণগুলোকে অনুসরণ করা যেতে পারে।

- Acknowledging distinguished members, the DCCI membership certificate is given in a well-designed frame instead of previous paper certificate.
- DCCI Auditorium at 6th floor has been renovated with state-of-the-art facilities. Seminars and events are organized in that renovated Auditorium at DCCI building. In order to easing vision and presentation, dynamic LED screen has been installed along with four hanging projector screens.
- Initiative has also been taken to construct a 'Namaz Ghar' on the 5th floor for convenience of DCCI members and visitors.

Distinguished Members

You are aware that 15 Standing Committees of DCCI covering important avenues of the economy have worked in 2019. Following the recommendations of these Standing Committees, DCCI organized a number of important and timely events including conference, seminars, roundtable discussions and call-on meetings with policy makers with the objectives of enabling environment for private sector. While organizing the events in 2019, we focused on core areas of growth pillars of the economy such as improving doing business environment, competitiveness of Bangladesh, capital market and bond market development as an alternative source of financing, financial sector reform, awareness on VAT & SD Act 2012, access to finance for SMEs, logistics competitiveness, export diversification, sustainability of RMG, energy security, exploration of global Halal market potential, development of backward linkage of pharmaceutical industry, promoting trade and investment and developing skilled human resources.

During this year, we called on Hon'ble Commerce Minister, Hon'ble Industry Minister, Hon'ble Planning Minister, Hon'ble Adviser of Prime Minister on Private Sector Industry and Investment, Hon'ble Principal Secretary of PMO Office, Hon'ble Housing & Public Work Minister, Hon'ble Executive Chairman of BIDA, Hon'ble Chairman of NBR, and Hon'ble Governor of Bangladesh Bank with a view to facilitating improved business environment. Some of the important issues discussed during the call on meetings are noted below:

DCCI's Key Policy Recommendations for Ease of Doing Business

- Effectively introduce integrated One Stop Service system.
- A national strategy prioritizing the issue of manufacturing and industrial projects needs to be developed for FDI promotion.
- National FDI strategy aligning with the Industrial Policy, Export Policy, Foreign Exchange Regulations, Import Policy and other Government strategies.
- Expand tripartite coordination among BEZA, PPP office and BIDA for expediting development of SEZs and attract investors.
- Develop a roadmap to grab investment from sun set industries of the region.
- Conduct a cross-country policy effectiveness study and accordingly, integrated trade policy combining export and import policy and investment policies.
- Business friendly tax policy and reduction of corporate tax rate.
- Amendment of the Companies Act 1994.
- Best practices of competing countries can be replicated in doing business ranking improvement.

এসএমই'র উন্নয়নের জন্য প্রধান প্রধান নীতি সুপারিশ

- ব্যাংগুলোর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ঋণের সুদের হার কমিয়ে একক ডিজিটে নিয়ে আসা;
- এসএমই নীতিমালা কার্যকর করতে একটি আলাদা এসএমই আইন প্রণয়ন জরুরি;
- সহজে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালু করা;
- লজিস্টিক এবং সংরক্ষণাগার অবকাঠামোর উন্নয়ন;
- কৃষি খাত এবং কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজনের জন্য খাতভিত্তিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা;
- ইপিবি এর অধীনে এসএমই রপ্তানি উন্নয়ন ডেস্ক স্থাপন।

রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য সুপারিশমালা

- এলডিসি থেকে উত্তরণের পর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৌশল নির্ধারণ;
- একটি সমন্বিত বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক বাজারে সক্ষমতা অর্জনে বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন করা;
- সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করা;
- প্রধান প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের সাথে অশুল্ক বাঁধা দূর করতে অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদার করা;
- রপ্তানি বৃদ্ধিতে অন্যান্য খাতে পোষাক খাতের সাফল্যকে অনুসরণ করা যেতে পারে;
- পণ্য উৎপাদনে আরও মনযোগী হওয়া এবং নতুন নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজে বের করা;
- বাংলাদেশে হালাল শিল্পের উন্নয়নে একটি সমন্বিত রোড-ম্যাপ তৈরি করা।

শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ

- সাধারণ বিমা প্রতিষ্ঠান এবং জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান যাতে করে অবকাঠামো খাতের অর্থায়ন ব্যবস্থা করতে পারে তার জন্য সহায়ক নীতিমালা তৈরি করা;
- একটি কার্যকর বন্ড মার্কেট স্থাপনে কাঠামো, পণ্য, বাজার মধ্যস্থতাকারী, নূন্যতম মূল্য নির্ধারণ, সভরিন বন্ড, ডলার ও টাকা বন্ড এর প্রচলন করা;
- বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বৃদ্ধি / গ্যারান্টি মেকানিজম, ক্রেডিট গ্যারান্টি কোম্পানি চালু করা;
- বড় বড় অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে। ফলে বন্ড মার্কেট উন্নয়ন করতে হবে অথবা জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও নজরদারী উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ (নিডমা) তৈরি করা যেতে পারে;
- সবুজ অবকাঠামো প্রকল্পসমূহকে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন জোগাড় করার সুযোগ দেয়া।

শিল্প সংক্রান্ত সুপারিশমালা

- রপ্তানি বহুমুখীকরণে সফল পোষাক শিল্প কারখানার মডেলকে অনুকরণ করা, চামড়া ও পাদুকা শিল্পে, জাহাজ নির্মাণ, পাট ও পাট পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, হালকা শিল্প এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অগ্রাধিকার কর সুবিধা, আর্থিক ও অর্থ-বহির্ভূত প্রণোদনা প্রদান করা;
- শিল্পে যৌক্তিক দামে নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানী সরবরাহ;
- বার্ষিক মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয়ের সুবিধা রেখে শিল্প খাতের জন্য তিন বছর মেয়াদি গ্যাসের মূল্য নীতিমালা প্রণয়ন;

Key Policy Recommendations for Development of SMEs

- Implementation of the promise of banks to lower the interest rate to single digit.
- A separate SME Act needs to be formulated for ensuring implementation of the SME policy.
- Introduce Credit Guarantee Scheme (CGS) for easy access to finance.
- Development of logistics and warehouse infrastructure.
- Prepare sector wise testing lab for agriculture sector and Agro product value addition.
- SME export development desk under EPB.

Key Policy Recommendations for Export Diversification

- Prepare a transition strategy to meet the challenges during post LDC era.
- Prepare a comprehensive trade policy.
- Infrastructure including port infrastructure needs to be substantially improved to remain competitive in the international market.
- FTA with potential countries.
- Economic diplomacy needs to be strengthened to reduce Non-tariff barriers with major trade partners.
- Replicate the RMG model in other priority sector to boost export.
- Concentration on product development and exploring new markets to grab market share.
- Develop a comprehensive “Road Map” for development of the Halal industry in Bangladesh.

Key Policy Recommendations for Developing Alternative Financing Source for infrastructure and Industry

- Frame a policy so that Life Insurance Company and General Insurance Company can mobilize fund for infrastructure financing.
- Development of bond market encompassing framework, products, market intermediaries, benchmark pricing, sovereign bond, Dollar and Taka bond (taka bond market to finance receivable of the project) for development of bond market.
- Create policy for introducing institutional credit enhancement/ guarantee mechanism/ credit Guarantee Company to de-risk infrastructure projects at early development stage.
- Infrastructure projects can raise fund reducing dependency on banking system. And, Infrastructure Bond i.e. National Infrastructure Development & Monitoring Advisory Authority (NIDMAA) Bond can be introduced.
- Allow green field infrastructure projects to raise fund from capital market.

Key Policy Recommendations on Industry

- Replicate the ‘Success Model of RMG’ encompassing preferential tax benefit, fiscal and non-fiscal incentives to leather & footwear, shipbuilding, jute & jute goods, agro processing, light engineering and ICT sectors.
- Uninterrupted energy supply at affordable price.
- 3-5 year long gas price policy for industry with provision of adjusting the gas price with annual inflation.

- তৈরি পোষাক খাতকে টেকসই করতে তিন বছরের জন্য এ খাতের ব্যবসায়ীদের ৩ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করা;
- খাত ভিত্তিক পুনঃদক্ষতা উন্নয়ন, অধিকতর দক্ষতা উন্নয়ন স্কিম এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা যাতে করে পোষাক খাতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা যায়;
- সাভার ট্যানারি শিল্প পার্কে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার প্লান্ট নির্মাণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবিলম্বে সমাপ্ত করা;
- ঔষধ শিল্পের উন্নতির জন্য দ্রুত এপিআই পার্ক স্থাপন।

শিল্প দক্ষতা উন্নয়নে সুপারিশমালা

- বিশ্বের পেশার ধরণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের স্বার্থে কারিগরি শিক্ষার সুব্যবস্থা রেখে সকল শিক্ষান্তরের পাঠ্যক্রমকে আধুনিকায়ন ও যুগোপযুগি করতে হবে;
- কোন কোন দেশগুলোতে আমাদের অর্থনৈতিক ও শ্রমবাজারের সম্ভাবনা রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃক্ষকে তা পরীক্ষা নীরক্ষা করে দেখতে হবে।

আর্থিক খাত উন্নয়নে সুপারিশমালা

- ব্যাংকিং নীতিমালা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহ প্রয়োজনের তাগিদে সংস্কার করা;
- বৃহৎ ঋণগুলোকে তদারকি করার জন্য সকল প্রকার বন্ধকের তথ্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যবাতায়নে রাখতে হবে;
- খেলাপী ঋণকে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে;
- সু-শাসন, কঠোর অধ্যাবসায় ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে হবে;
- খেলাপী ঋণ আটকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত খেলাপী ও অনীচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী চিহ্নিত করার একটি আলাদা কৌশল হাতে নেয়া যেতে পারে;
- কর জাল বৃদ্ধি করতে পারলে সরকারের যেমনি রাজস্ব বাড়বে তেমনি ব্যাংকিং খাত থেকে সরকারি ঋণ গ্রহণও কমে আসবে।

অবকাঠামো ও জ্বালানি বিষয়ক সুপারিশমালা

- নতুন নতুন অফশোর ও অনশোর গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে বাপেক্সকে শক্তিশালী করা;
- অফশোর ও অনশোর গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে ভূকম্পিয় জরিপ অব্যাহত রাখা;
- বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা;
- বন্দর সংক্রান্ত সকল অবকাঠামো প্রকল্পগুলো দ্রুত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা;
- 'জাতীয় মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি' নামে একটি একক বন্দর উন্নয়ন তদারকি সংস্থা স্থাপন করা;
- অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা।

শহরায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ

- অবকাঠামো, যাতায়াত ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা ও রাজধানীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে বড় বড় শহরগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে;
- রাজধানীর আশেপাশে পরিকল্পিত স্যাটেলাইট শহর তৈরি করে রাজধানীর উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা;
- সামর্থ্য অনুযায়ী আবাসনের ব্যবস্থায় ও পিপিপি মডেলের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়ার জন্য সরকার ও আবাসন ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটি সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে;
- আবাসন খাতে এপার্টমেন্ট রেজিষ্ট্রেশন ফি কমানো।

- 3% cash incentive may be extended for next 3 years across the board to make the RMG sector sustainable.
- Sector oriented re-skilling, up-skilling scheme and incentives to adopt new technology like 4IR in the RMG sector need to be ensured.
- Establishment of Central Effluent Treatment Plant (CETP) and waste management facilities in Savar Tannery Industrial Estate need to be expedited.
- Quicker completion of the API Park to help pharmaceutical companies to start production.

Policy Recommendations on Industrial Skills Development

- Course curricula at all education levels need to be updated with a special concentration on technical education and should have orientation to the changing dynamics of real world professions and entrepreneurship.
- Need to examine the economic and labor market demand of destination countries by the relevant authorities.

Key Policy Recommendations on Financial Sector Development

- Banking Act and other relevant regulations needs to be amended.
- A central database containing information on collaterals used against all types of loans needs to be maintained in order to monitoring large loans.
- Control of Non-performing loan (NPL).
- Good governance in terms of due diligence and compliance needs to be ensured.
- A separate mechanism can be developed by the Central Bank to identify willful and unintentional defaulters which will help banks to take safeguard against NPL.
- Expanding tax net will increase government's revenue thereby reducing the public sector bank borrowing.

Key Policy Recommendations on Infrastructure & Energy

- Strengthen BAPEX to explore new off-shore and on-shore gas fields.
- Seismic survey and extensive exploration for new gas field both on-shore and off-shore should continue.
- Master plan for port development including short, medium and long-term planning for the port infrastructure development.
- Infrastructure projects related to port development need to be implemented within projected time.
- Establishment of single port development and oversight authority titled "National Maritime and Port Authority".
- Increase investment for infrastructure development.

Urbanization and Decentralization

- Decentralization process of megacities needs to be enhanced with strong infrastructure, communication, and transportation system and reduce excessive dependency on the capital city.
- Develop more satellite cities around the capital and on its outskirts for reducing the density of population in the capital.
- Need coordination between the government and the real estate sector for affordable housing and using the government land under PPP modalities for shared development.
- Reduce the property registration fees.

ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

২০১৯ সালে যাদের আমরা হারিয়েছি, ডিসিসিআই পরিবারের পক্ষ থেকে আমি তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক মিসেস সাফিনা রহমানের মাতা রোজি শরিফ, ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর সদস্য ড. মিজানুর রহমান শেলী, ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খানের বড় বোন মিসেস সাহারা বারী প্রমুখের মৃত্যুতে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে চকবাজার এবং বনানীর এফআর টাওয়ারে ঘটে যাওয়ার অগ্নিকাণ্ডে নিহত ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লাকি আকন্দ, বরেন্দ্র শিল্পী সুবির নন্দী ও শাহনাজ রহমতউল্লাহ, ন্যাপ-এর সভাপতি প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র সাদেক হোসেন খোকা, মুক্তিযোদ্ধা ও সংসদ সদস্য মইনুদ্দিন খান বাদল এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক মোবারক হোসেন খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি ডিসিসিআই'র উচ্চমান সহকারী শেখ মোঃ আব্দুল ওয়াসেকের বাবা শেখ মোঃ আব্দুল ওহাবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। ডিসিসিআই সকল শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট শোক প্রকাশ করেছে এবং গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

সবিস্তারে বর্ণনার পূর্বে আমি চেম্বারের ২০১৯ সালের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ও প্রাপ্তি সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করতে চাই।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং নলেজ সেন্টার-এর কার্যক্রম

২০১৯ সালে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) বিষয় ভিত্তিক বেশকিছু প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে। ডিসিসিআই 'ফ্লিস ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যাডিং কমিটির সুপারিশ ও পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এবছরের শুরুতেই ডিবিআই একটি বাৎসরিক ট্রেনিং ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি অন্যান্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এবছর ডিবিআই সার্টিফিকেট, এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-এর সহায়তায় মডুলার ল্যানিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম)^(১) বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা এবং পরীক্ষা নিয়েছে। ডিবিআই পরিচালক এ ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি বেসরকারিখাতকে সহায়তার লক্ষ্যে এবছর ডিবিআই ৪৬টি স্বল্পমেয়াদী এবং ৪৬টি দীর্ঘমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করেছে।

২০১৯ সালে ডিবিআই-এর উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম

১. আইটিসি, জেনেভার অধীন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট-এর উপর ডিপ্লোমা এবং এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স

২০১৯ সালে এমএলএস-এসসিএম কোর্সের ২৫তম (জানুয়ারি-জুন ২০১৯) এবং ২৬তম (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) ব্যাচে যথাক্রমে ৪৮ এবং ২৪জন প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এছাড়াও চলতি বছরে এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা কোর্সে যথাক্রমে ১৮ ও ২৩ জন প্রশিক্ষার্থী নিবন্ধন করেছেন। বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসগুলোতে কর্মরত ব্যক্তিদের সুবিধার্থে উক্ত কোর্সের ক্লাসগুলো সাধারণ ছুটির দিনে (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরে এমএলএসএসসিএম কোর্সের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ১২৯ মডুলের পরীক্ষায় ৭২জন, জুলাইতে অনুষ্ঠিত ১৯৫ মডুলের পরীক্ষায় ১০০ জন এবং অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ১৯০ মডুলের পরীক্ষায় ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) প্রবর্তিত নিয়মাবলী উক্ত পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে পালন করায় আইটিসি ডিবিআই'র উপর সম্মতি প্রকাশ করেছে।

Ladies and Gentlemen

Let me pay solemn condolence and homage, on behalf of DCCI family, to the departed souls who have left us in 2019 and sympathy to their all grieved and shocked family members.

DCCI expressed deep shock at the demise of Mr. Ramij Uddin Fakir, former Vice President, DCCI, Ms. Rosy Sharif, mother of DCCI's former Director Ms. Safina Rahman, Chairman of DCCI Review Advisory Board and Members of DCCI Foundation, Dr. Mizanur Rahman Shelley, Ms. Shahara Bari, elder sister of DCCI's former Director Mr. AKD Khair Mohammad Khan. And, I also extend respect to departed souls those who lost their lives in the devastating fire incidents at Nimtoli, Chawkbazar and FR Tower, veteran freedom fighter and eminent singers Lucky Akhand, Subir Nandi, Shahnaj Rahmatullah, President of NAP Professor Muzaffar Ahmed and former Mayor of Dhaka City Corporation Sadeque Hossain Khoka, Freedom Fighter and Member of Parliament Moinuddin Khan Badal and Former Director General of Shilpokola Academy Mobarak Hossain Khan.

Besides, DCCI deeply mourned at the sad demise of Sheikh Md. Abdul Wahab father of DCCI's Senior Office Assistant Sheikh Md. Abdul Wasik. Members of the Board of Directors of DCCI shared their heartfelt solidarity for the members of the bereaved families who lost their beloved ones.

Distinguished Members

I would like to share some of the institutional activities and achievements of the Chamber held in 2019.

Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre (KC)

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2019. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI "Skills Development" Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on "Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCMP)", in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition, it has also implemented forty six (46) short training courses and forty six (46) day long workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in the private sector in Bangladesh.

The main activities of DBI in the year 2019 are narrated below:

1. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management under MLS-SCM^(P) Programme of ITC, Geneva:

During 2019, 25th batch (January-June, 2019) and 26th batch (July-December, 2019) of Certificate Course successfully started with forty eight (48) and twenty four (24) participants respectively. In addition, 18 and 23 participants have registered for Advanced Certificate and Diploma courses respectively in 2019. Classes are held on Friday so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in February, July and October 2019 successfully. Total 72 examinees participated in 129 modules in February 2019, 100 examinees participated in 195 modules in July 2019 and 70 examinees were participated in 190 modules in October 2019. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত সার্টিফিকেট কোর্সে ১০২৩ জন, এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্সে ৫১৭ জন এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ৩৫৯ জন অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ২৮৬ জন ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট, ১২৯ জন আন্তর্জাতিক এ্যাডভান্স সার্টিফিকেট এবং ১০৬ জন এমএলএস-এসসিএম এর উপর আন্তর্জাতিক ডিপ্লোমা গ্রহণ করেছেন। ২০১৯ সালে ৭২ জন অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য ভর্তি হয়েছে। এদের অনেকেই বিভিন্ন স্বনামধ্য প্রতিষ্ঠানে ক্রয় ও সাপ্লাই চেইন বিভাগে প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। এনজিও, বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, কোস্ট গার্ড, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অংশগ্রহণকারীগণ এ কোর্সে প্রতিবছর ভর্তি হন।

২. পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স

ডিবিআই ৬ মাস ব্যাপী ৩ টি নতুন পিজিডি কোর্স পরিচালনা করেছে সেগুলো হলো: ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট, কাস্টম অ্যান্ড ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট এবং ইনকার্ম ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট, কাস্টম অ্যান্ড ভ্যাট ম্যানেজমেন্ট পিজিডি কোর্সের ১ম ব্যাচের ক্লাস ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ২য় ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৩. স্বল্পমেয়াদী ট্রেনিং কোর্স এবং ওয়ার্কশপ

২০১৮ সালের অক্টোবর হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ডিবিআই ১৭টি স্বল্পমেয়াদী কোর্স পরিচালনা করেছে এবং এ কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১৯৭জন। স্বল্পমেয়াদী পরিচালিত কোর্স সমূহ হলো : 1. Logistics, Inventory and Store Management; 2. Guide to Export, Import & Indenting Business; 3. Procurement Management; 4. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 5. Human Resource Management (HRM); 6. Logistics, Inventory and Store Management; 7. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 8. Guide to Export, Import & Indenting Business; 9. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 10. Inventory Management & Storekeeping; 11. Office Management and Filing System; 12. Professional English Language Course; 13. Professional Bangla Language Course; 14. Rules & Procedures of VAT & Income Tax, 15. Development of Managerial Leadership Skills; 16. Guide to Export, Import & Indenting Business; 17. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation.

ওয়ার্কশপ : ডিবিআই ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ভিত্তিক ২৪টি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেছে, ৩২৪জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। পরিচালিত ওয়ার্কশপসমূহ হলো: 1. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 2. Income Tax and VAT Management; 3. Agile HRM for Organizational Growth and Profit; 4. Importance of Financial Analysis for Decision Making; 5. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 6. Customer Behaviour and Excellent Customer Services; 7. Effective Communication and Presentation Skills; 8. Documentation for Export and Import Business; 9. Material and Inventory Management; 10. Procurement Strategies for Competitiveness; 11. Effective Warehousing and Distribution Management; 12. VAT and Customs Procedures for Import & Export; 13. Procurement Management; 14. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 15. Disciplinary Action, Domestic Enquiry & Amended Labour Laws-2013 & 2018; 16. Finance for Business Leaders; 17. Corporate Income Tax Planning and Management; 18. Effective Communication and Presentation Skills; 19. Customer Relationship Management (CRM); 20. Front Desk Management; 21. VAT & Income Tax Management; 22. Development of Employee Efficiency & Productivity; 23. Strategic Procurement Skills; 24. How to Become a Dynamic Leader.

Up to July 2019, 1023 participants participated in Certificate, 517 in Advanced Certificate and 359 in Diploma courses of DBI. Out of them, 286 have already received International Certificates, 129 received International Advanced Certificates and 106 received International Diplomas on MLS-SCM(P). In 2019, 72 participants have been admitted for the certificate course. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

2. Post Graduate Diploma Courses:

DBI opened up 3 new PGD Courses (6 months long) namely International Trade (Import & Export) Management, Custom and VAT Management and Income Tax Management. First batch of PGD in International Trade (Export & Import) Management and VAT & Customs Management have already started. Admission process of the said courses at 2nd batch is in progress.

3. Short-term Training Courses and Workshops:

Training Courses: DBI organized 17 short training courses from October 2018 to September 2019. Total participants in these courses were one hundred & ninety seven (197). Topics of the courses were as follows: 1. Logistics, Inventory and Store Management; 2. Guide to Export, Import & Indenting Business; 3. Procurement Management; 4. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 5. Human Resource Management (HRM); 6. Logistics, Inventory and Store Management; 7. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 8. Guide to Export, Import & Indenting Business; 9. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 10. Inventory Management & Storekeeping; 11. Office Management and Filing System; 12. Professional English Language Course; 13. Professional Bangla Language Course; 14. Rules & Procedures of VAT & Income Tax, 15. Development of Managerial Leadership Skills; 16. Guide to Export, Import & Indenting Business; 17. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation.

Workshops: DBI also organized 24 workshops with 328 participants in the said period. Topics of the workshops were as follows: 1. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 2. Income Tax and VAT Management; 3. Agile HRM for Organizational Growth and Profit; 4. Importance of Financial Analysis for Decision Making; 5. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 6. Customer Behaviour and Excellent Customer Services; 7. Effective Communication and Presentation Skills; 8. Documentation for Export and Import Business; 9. Material and Inventory Management; 10. Procurement Strategies for Competitiveness; 11. Effective Warehousing and Distribution Management; 12. VAT and Customs Procedures for Import & Export; 13. Procurement Management; 14. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 15. Disciplinary Action, Domestic Enquiry & Amended Labour Laws-2013 & 2018; 16. Finance for Business Leaders; 17. Corporate Income Tax Planning and Management; 18. Effective Communication and Presentation Skills; 19. Customer Relationship Management (CRM); 20. Front Desk Management; 21. VAT & Income Tax Management; 22. Development of Employee Efficiency & Productivity; 23. Strategic Procurement Skills; 24. How to Become a Dynamic Leader.

৪. কর্পোরেট ট্রেনিং প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি লিমিটেড-এর জন্য ডিবিআই ‘ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্টোরকিপার’, ‘অফিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ফাইলিং সিস্টেম’ এবং ‘সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি মেজার্স এন্ড ওয়ার্কপ্লেস’ বিষয়ে ৩টি কর্পোরেট ট্রেনিং পোথামের আয়োজন করে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে ডিবিআই’র সমন্বয়

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবং ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা বাড়াতে এবং একযোগে কাজ করতে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ প্রভৃতি আয়োজন, নিজেদের লোগো ও প্রশিক্ষক ব্যবহার এবং চাকুরি মেলা আয়োজনে সম্মত হয়েছে।

৬. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা

ক) গত ১৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) ‘ক্যারিয়ার অপারচুনিটি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

খ) গত ১৯ জুন, ২০১৯ তারিখে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) ‘ক্যারিয়ার অপারচুনিটি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

গ) গত ২৬ জুন, ২০১৯ তারিখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) ‘ক্যারিয়ার অপারচুনিটি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে।

৭. লেকচার সিরিজ

ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবছর ‘লিডারশিপ এট দি টপ অফ কর্পোরেট হাউস’ শিরোনামে একটি লেকচার সিরিজ আয়োজন করে, যেখানে রবি আজিয়াটা লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও জনাব মাহতাব উদ্দিন আহমেদ গেস্ট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৮. ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার

সাউথ-এশিয়া ইন্টারগ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ফেসিলিটি (এসইডিএফ)-এর সহযোগিতায় ২০০৪ সালে ঢাকা চেম্বার ‘ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার’ স্থাপন করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০০৮ সালের সমঝোতা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে ‘ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার’ ডিবিআই’র সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কাজ করে আসছে। ‘ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার’-এর মূল লক্ষ্য হলোঃ মানসম্মত ও অধিকহারে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও সেবা প্রদান, বিশেষ করে এসএমই উদ্যোক্তাদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক অধিকতর সেবা প্রদান এবং স্থানীয় এসএমই উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং ব্যবসায়ীদের ‘ওয়ান-স্টপ নলেজ সার্ভিস’ প্রদান। এছাড়াও ডিবিআই পরিচালিত এমএলএস-এসসিএম কোর্সের অনলাইন পরীক্ষা ডিসিসিআই নলেজ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়, পাশাপাশি ডিবিআই কলেজের প্রফেশনাল বিবিএ কোর্সের শিক্ষার্থীবৃন্দ কম্পিউটার ল্যাব হিসেবে ‘ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার’ কে ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন সেবা যেমন: মেম্বারশিপ রেজিস্ট্রেশন, ইন্টারনেট ব্যবহার, প্রিন্ট, ফটোকপি, সিডি-রম, এবং স্ক্যানিং প্রভৃতি প্রদানের মাধ্যমে ‘ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার’ কিছু আয় করে থাকে।

4. Corporate Training Programme:

Three corporate training courses were organized for Bangladesh Machine Tools Factory Ltd. titled on 'Inventory Management & Storekeeping', 'Office Management and Filing System' and 'Safety and Security Measures at Workplace', respectively.

5. Collaboration with different Universities:

Initially, DCCI Business Institute (DBI) and United International University (UIU) have found mutually beneficial to have a formal understanding between them for implementing activities which include organizing training programs jointly, sharing logo, sharing signatory of certificate, sharing resource persons, organizing job fair, seminars, workshops, business conference, etc. The final MoU will be signed soon.

6. University Campaigning:

- i) A seminar titled "Career Opportunity in Supply Chain Management" Organized by DCCI Business Institute (DBI) in cooperation Southeast University" was held at Southeast University, Banani Campus on April 15, 2019.
- ii) A seminar titled "Career Opportunity in Supply Chain Management" organized by DCCI Business Institute (DBI) in cooperation with American International University-Bangladesh (AIUB)" was held at AIUB Campus on June 19, 2019.
- iii) A seminar titled "Career Opportunity in Supply Chain Management organized by DCCI Business Institute (DBI), in cooperation with North South University" was held at NSU Campus on June 26, 2019.

7. Lecture Series:

DCCI Business Institute (DBI) organized a lecture Series on "Leadership at the top of Corporate Houses" at DCCI on 4th May, 2019. Managing Director and CEO of Robi Axiata Ltd. Mahtab Uddin Ahmed was present as the Guest Speaker on the occasion.

8. DCCI Knowledge Centre (KC):

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After expiry of the MoU with them in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as online examination hall of MLS-SCM(p) participants and the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University. The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services (v) Sale of Services. It includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc.

ডিবিআই কলেজ-এর কার্যক্রম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যারিকুলাম ও সিলেবাসের আতণায় ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই কলেজ) বিবিএ পোথ্রাম চালু করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর থেকে, গভার্নিং বডি, স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের আলোকে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই কলেজ)-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

ডিবিআই কলেজ পরিচালিত ৪বছর মেয়াদী বিবিএ পোথ্রামে ৮টি সেমিস্টারে কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে একাউন্টিং, ফিন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে পাঠদান করা হয়ে থাকে। ডিবিআই কলেজ পরিচালিত বিবিএ প্রফেশনাল কোর্সের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দিয়েছে।

যদিও পাঠদান, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এক্সট্রা কারিকুলাম কার্যক্রম এবং ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দের সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে ডিবিআই কলেজ ইতোমধ্যে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। কলেজের কাউন্সিলিং কমিটি প্রতিনিয়ত পাঠ্যক্রম বিষয়ক সমস্যা নিরসন ও নৈতিক শিক্ষা বিকাশে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিনিয়ত ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এর ফলে কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস ও একাত্মতার উল্লেখজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিবিআই কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের ইন্টারনশিপ প্রবর্তন করেছে এবং ইতোমধ্যে ৫জন শিক্ষার্থী ঢাকা চেম্বারের সদস্যবৃন্দের প্রতিষ্ঠানসমূহে ইন্টারশিপ সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও ডিবিআই কলেজ হতে ৫জন শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্টারশিপ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি যেমন: স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড, মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এবং উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড প্রভৃতি মত বেশকিছু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ইন্টারশিপের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিবিআই কলেজের ২য় ব্যাচের ছাত্র জনাব সৈয়দ বিল্লাল হোসেন এবং মিস আলিভা সালমিন তাফানা ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করেছে।

এছাড়াও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সসমূহে ডিবিআই কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ নিয়মিত যোগদান করে থাকে।

ডিসিসিআই এবং ডিবিআই লাইব্রেরির কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বারের একটি সুসংগঠিত ও বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি রয়েছে, যেটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে মোট ৭৮০০টি রেফারেন্স বই, ডিরেক্টরি এবং বিবিএ কোর্স সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। লাইব্রেরিটি ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দ, ডিবিআই কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দের গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে তথ্যসেবা প্রদানে করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি বছরে লাইব্রেরিতে 'লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' চালু করা হয়েছে, যার ফলে এই সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সকল ধরনের সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ঢাকা চেম্বারের লাইব্রেরির সদস্যদের চাহিদা মোতাবেক নিয়মিত আন্তর্জাতিক দরপত্র সংগ্রহ ও সেবাপ্রদান করে থাকে। এছাড়াও লাইব্রেরির আর্কাইভ শাখায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ব্যবসায়িক জার্নাল সংরক্ষিত রয়েছে যা লাইব্রেরিকে অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী করেছে। প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০জন সদস্যবৃন্দ লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

এ বছর লাইব্রেরিতে ১২০টি বিবিএ কোর্সের টেক্স বই, ৬০০টি রেফারেন্স বই, ৪৭২টি টেন্ডার ডকুমেন্ট, ১৮টি ট্রেনিং ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষিত করা হয়েছে। ডিসিসিআই স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশের আলোকে একটি মাল্টি লেভেল স্ক্যান ক্রয়ের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ডিসিসিআই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ডকুমেন্টসমূহের আধুনিকায়ন ও পাঠকদের আরো উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সার্কুলার প্রদান প্রক্রিয়াকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (লেন) স্থাপন এবং তথ্য-ডকুমেন্ট সংগ্রহে আরো দক্ষতা আনয়ন ও উন্নত সেবা প্রদান।

Activities of DBI College

DCCI Business Institute (DBI) College introduced BBA program under the syllabus and curriculum of National University. With joint collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.

DBI College offers 4-year BBA Program under National University, which is divided into 8 semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and Management information system. National University of Bangladesh has recognized the huge potential of DBI College which could be manifested in the implementation of BBA (Professional) Program.

Hence, praiseworthy success has been achieved in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. Under the counseling Committee, students are counseled regularly to resolve their issues regarding academic and morality. As a result, their self-motivation processes have been improved. Results of the public exams have been satisfactory.

DCCI and its member enterprises arrange internship placement supports for the students of DBI College. Five students successfully completed their internship program from DCCI. Five students from the college were selected as Interns at Bangladesh Bank. Besides, other students also got opportunity to work as Interns in various renowned organizations, such as- Standard Chartered Bank Ltd., Modhumoti Bank Ltd., Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd. and so on. Two students from the 2nd batch from DBI College Mr. Sayed Billal Hossain and Mr. Aliva Salmin Tafana worked in DCCI Library after their graduation from DBI College.

Students of DBI College along with Principal and Faculties of the college are enthusiastically participating in different programs like seminar, workshop and conference arranged by DCCI which enable them to gain knowledge on industry, business, entrepreneurship, innovation as well as economy of the country.

Activities of DCCI and DBI College Library

DCCI library was established in 1969. DCCI has a well-equipped library with collection of 7,800 books, journals, magazines and others publications. It will enhance knowledge of DBI college students, faculty members, DCCI members and DCCI officials. DCCI Library has introduced Library Management Software this year. As a result, all library services are provided through Library Management Software. DCCI members use it particularly for international tenders and consulting International Business Directories. It has also an enriched archive section with rare collection of government & non-government publications, national & international business and commercial publications with study space. On an average, 60-70 users visit and use the library every day.

In 2019, 120 text books of BBA, 600 reference books (Directories, Magazines and Journals), 427 local and international tender circulars and 18 training materials were collected for members. A process is underway to purchase a much-needed scanner for DCCI Library which was recommended and approved by DCCI Skill Development Committee.

DCCI library, undertook several major initiatives to upgrade and modernize its collection building programs, reader services, and conservation of library material. The major activities completed during the period were automation of the circulation system in the lending section, setting up of local area network (LAN), improved services and more efficient collection management.

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিসিসিআই) এর যৌথ উদ্যোগের প্রয়াস হলো বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)। বিল্ড একটি পাবলিক-প্রাইভেট ডায়ালগ (প্ল্যাটফর্ম) যা সরকারি এবং বেসরকারি খাতের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রতিবন্ধকতা এবং বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য এগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। বিল্ড ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ইন্ডাস্ট্রির পরিবেশের উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রক্রিয়া সংস্কারমূলক পদক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

ট্যাক্সেশন, এসএমই উন্নয়ন, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং টেকসই ও সবুজ উন্নয়ন মূলত ৫টি বিষয়ের উপর বিল্ড সরকার ও বেসরকারিখাতের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে ডায়ালগের আয়োজন করে। বাংলাদেশের বেসরকারিখাতের উন্নয়নে নীতি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিল্ড সুনির্দিষ্ট বিষয়াবলীর উপর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ডায়ালগের আয়োজন করে থাকে।

২০১১ সাল হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি) এর স্ট্যাটেজিক পার্টনার ও সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বিল্ড। পিএসডিপিসিসি হলো বাংলাদেশে সরকারি খাতে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম, যেটি বেসরকারিখাতের খাতভিত্তিক নীতিমালা পর্যবেক্ষণ, সমন্বয়, বিনিয়োগে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, এবং সরকার ও বেসরকারিখাতের সহযোগিতা আরো বাড়ানোর উপর কাজ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয়ও পিএসডিপিসিসি-এর সভায় যোগদান করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বেসরকারিখাতের উন্নয়নে সহায়ক নীতিমালার সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারিখাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সরকার ও বেসরকারিখাতের মধ্যকার সমন্বয় আরো বৃদ্ধিই প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি)-এর মূল লক্ষ্য।

২০১১ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বিল্ড প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন কমিটি (পিএসডিপিসিসি) কমিটিতে ৭৮৫টি সংস্কারমূলক প্রস্তাবনা পেশ করেছে, যার মধ্যে ৩৭৬টি প্রস্তাবনা গৃহীত হয়েছে এবং ৩৭৬টি প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

ডিসিসিআই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন- বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ইউএনডিপি, ইউএসএআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আইটিসি, এসক্যাপ, জিটিজেড, জেডডিএইচ, এপিও, জাইকা, জেট্রো, কইকা সাইপ, এসইডিএফ, ডর্রিউসিসি, সিসিপিআইপি প্রভৃতি-এর সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার সাথে সাথে দেশে একটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। চলতি বছরে ডিসিসিআই নিম্নোক্ত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে-

১. ইউএসএআইডি'র গ্রহীকালচারাল ভ্যালু চেইন (এভিসি) প্রোজেক্ট

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বহু দশক ধরে কৃষিই ছিল বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মূল উৎস। শিল্পখাতের ক্রমবর্ধিষ্ণুতার কারণে বিগত কয়েক দশকে জিডিপিতে অবদানের প্রেক্ষিতে শিল্পের থেকে পিছিয়ে গেছে কৃষিখাত।

Activities of Business Initiative Leading Development (BUILD)

Business Initiative Leading Development (BUILD) is a joint initiative of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and Chittagong Chamber of Commerce and Industry (CCCI). As a Public-Private Dialogue (PPD) platform, it is a unique example in the country and probably in the region for raising a coordinated voice of the private sector to the highest level of bureaucracy and providing policy inputs to the Government for a balanced policy prescription for the private sector development and creating a level playing field for business.

BUILD features public private dialogue on five thematic areas – Taxation, SME Development, Financial Sector Development and Trade & Investment and Sustainability & Green Growth. It undertakes much of the policy analysis and advocacy to support the dialogue process, and assists in ensuring that BUILD develops specific, reckonable and results-based policy recommendations for the Government to implement for eradicating policy hurdles toward private sector development in Bangladesh.

BUILD has been the strategic partner and secretariat of the Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC) at the Prime Minister's Office since 2011. PSDPCC is the only strategic public sector platform in Bangladesh for private sector-related policy review, coordination, identification of investment barriers and fostering public-private cooperation. The Committee is chaired by the Principal Secretary to the Prime Minister. Presently Adviser to the Hon'ble Prime Minister in charge of Private Industry and Investment also puts guidance to the committee having his presence in the meeting. Objectives of the committee involve improving enabling policy environment for private sector development, achieving the strategic goals as determined in 7th FYP for private sector development, helping to create an investment friendly environment to attract more FDI, coordinating both public and private sectors for better business etc.

Between 2011 and 2019, BUILD has proposed 785 reform recommendations in the Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC). Among the reform proposals, 376 have been approved and 241 have been implemented till 2019.

Distinguished Members

DCCI has been actively cooperating with various international agencies like World Bank, ADB, UNDP, USAID, EU, ITC, ESCAP, GTZ, ZDH, APO, JICA, IFC, JETRO, KOICA, CIPE, SEDF, WCC, CCPIT etc. in carrying out various joint project activities for creation of a favorable investment climate and promotion of trade and industry. DCCI has implemented the following projects during this year:

1. USAID's Agricultural Value Chains (AVC) Project:

Bangladesh is an agrarian economy. Agriculture was the main source of GDP growth and employment for many decades in Bangladesh. Over the decades, against the incremental industry contribution to GDP, agriculture is losing its share to industry in terms of contribution to GDP.

জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে গেলেও, শিল্পায়নের প্রাথমিক ধাপে কৃষির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ; বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য নির্ভরশীল দ্রব্যাদি প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষিখাতেই জোগায়। কৃষিজাত পণ্য প্রস্তুতকরণের শিল্পখাতের প্রয়োজন স্বল্প মূলধন এবং চলনসই মানের প্রযুক্তি। এসএমই খাত কিংবা নব্য উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পের এই খাতটি বেশ উপযোগী।

ডিসিসিআই এগ্রিকালচার ভ্যালুচেইন প্রকল্পের অধীন ও আর্থিক সহায়তায় 'ফিউ ডি ফিউচার বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ভ্যালু চেইন এক্টিভিটি (এভিসি)' সমঝোতার ভিত্তিতে কৃষি খাতে বিপণন, বাণিজ্যিকীকরণ, বিনিয়োগ এবং কৃষি উৎপাদনে গ্লোবাল-গ্যাপের প্রভাবে ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 'এভিসি প্রোজেক্ট' ফেজ-১ ও ২ ডিসিসিআই এরই মধ্যে সাফল্যের সাথে শেষ করেছে।

২. মেটাবিল্ড প্রকল্প

মেটাবিল্ড একটি ৪ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০২০) প্রোজেক্ট যা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) সহায়তায় এবং সুইচ এশিয়া প্রোগ্রামের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এসএমই খাতে টেকসই ব্যয় ও উৎপাদনের বিষয়ে এই এই প্রোগ্রাম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্যগুলো হচ্ছে, বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলংকার ভবন এবং নির্মাণ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের (যেমন স্ট্রাকচারাল স্টিল) উন্নতমানের উৎপাদন প্রক্রিয়া তৈরি করা।

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকার নির্মাণখাতের জন্য প্রয়োজনীয় লোহাজাতীয় উপকরণের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতমান নিশ্চিত করা; কাজ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য একটি যথাযথ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন যা উপকরণের সর্বোচ্চ সদ্যবহার এবং অপচয় নিশ্চিত করে। ২০১৫ সালে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং TERI, India ৬টি দেশের (অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ) মধ্যে একটি কনসোর্টিয়াম সমঝোতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাকে দক্ষিণ এশিয়ার ভবন/নির্মাণ খাতে ব্যবহৃত লোহাজাত দ্রব্যের জন্য উদ্দিষ্ট রিসোর্স এফিশিয়েন্ট সাপ্লাই চেইন (মেটাবিল্ড) হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের তরফ থেকে কেবলমাত্র ডিসিসিআই এই প্রকল্পের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এবং এই প্রকল্প ২০২০ সাল পর্যন্ত চলবে। চলতি বছরে প্রোজেক্ট টেকনিক্যাল টিম ৩১৭টি কোম্পানির সাথে RECP assessment এর জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১৭টি সেক্টরের ২৪২টি কোম্পানির ওপর এই RECP assessment পরিচালনা করেছে। এর মাধ্যমে মোট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের (এমওইউ) সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩১৭ তে এবং মোট ১৯০টি কোম্পানির ওপর এই RECP assessment সাফল্যজনকভাবে পরিচালিত হয়েছে। চলতি বছরে, এই প্রকল্পের আওতায় সফলভাবে ২দিন ব্যাপী 'ইন্টারন্যাশনাল ক্লিন এনার্জি ফেয়ার ২০১৯' এর আয়োজন করেছে এবং ৩টি প্রশিক্ষণ (টিওটি), RECP assessment এর উপর ৩টি কর্মশালা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাউজ ওয়ার্কারদের নিয়ে ১২২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়েছে।

৩. ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর রপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ইন্ট্রা-রিজিওনাল ট্রেড প্রোজেক্টের জন্য এশিয়ান এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য গৃহীত ডিসিসিআই-আইটিসি প্রোজেক্টের অর্থায়নে রয়েছে আইটিসি। এর লক্ষ্য বাংলাদেশ ও এশিয়ার ছয়টি এলডিসিভুক্ত দেশের এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে চীনে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ এবং সম্ভাবনাময় আমদানি বাজারটির সদ্যবহার করা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও প্রসার ঘটবে। চলতি বছরে এই প্রকল্পের সহায়তার আওতায় (কস্ট শেয়ারিং অ্যারেঞ্জমেন্ট) ৫টি কোম্পানি চীনের বাজারে রপ্তানির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত 'চায়না ইন্টারন্যাশনাল ইমপোর্ট এক্সপো (সিআইআইই)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করেছে।

Despite reduced share of agriculture to GDP, the importance of agriculture is crucial in primary industrialization, providing raw materials to many agro-processing based manufacturing activities. As agro-processing sector requires comparatively low capital and moderate technology, it is most suitable segment to invest by the small and medium enterprises (SMEs) or new entrepreneurs.

DCCI has entered into an Adaptive Market Actor Agreement with Feed the Future Bangladesh Agriculture Value Chain Activity (AVC) under which DCCI received a fixed award grant to implement activities that will help to engage public and private partners in key agricultural sectors such as agricultural marketing and commercialization, investment in agriculture, and assessing the impact of Global G.A.P. and other compliance certifications as promotional tools and tactics. DCCI has successfully completed the Phase-1 and 2 of DCCI's AVC Project. Under this project, DCCI organized an "International Flower Exhibition & Conference" and around 65 companies from home and abroad participated in this international event.

2. METABUILD Project:

METABUILD is a 4-year long project for the period of year 2016-2020, supported by the European Union (EU) under the SWITCH Asia Programme. This programme emphasizes sustainable consumption and production in Small and medium enterprises (SMEs).

The objectives of the project are improved production process in metal components of building sector in Bangladesh, India, Nepal, Sri Lanka, improved working and living condition through emission reduction and resource efficiency throughout entire supply chain management process focusing metal components. European Commission and TERI, India entered into the consortium agreement of six countries (Austria, Germany, India, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh) called Resource Efficient Supply Chain for Metal Products in Building Sector in South Asia (METABUILD) in 2015. DCCI inked the project agreement as the only partner of Bangladesh and project will continue till 2020. During 2019, project technical team inked MoU with 317 companies for RECP assessment and conducted RECP assessment in 242 companies converging 17 sectors, both Dhaka and Chittagong. During this year, a 2-day-long Technology Fair, 3 training (including ToT) programme, 3 workshops on "RECP Financing", and 122 in house workers training in different industries were organized under the project.

3. Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade Project:

DCCI-ITC Project for Enhancing Export Capacities of Asian LDCs for Intra-regional Trade is funded by ITC, aims at increasing exports of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from Bangladesh including 6 Asian LDCs to China to take advantage of Asia's largest and most dynamic import market, as a stimulus to boost intra-regional trade. During this year, under this project support (cost sharing arrangement), five (5) companies, who have received online training on building export capacity in exporting to Chinese market, participated international fair 'China International Import Expo (CIIE)' held in Shanghai, China.

৪. ২০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি (ই টু কে) প্রোজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যৌথ উদ্যোগে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সারাদেশ জুড়ে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বৃহৎ পরিসরের প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার নাম 'ক্রিয়েশন অব ২০০০ নিউ এন্ট্রাপ্রেনার্স (ই টু কে)'। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৩ সালে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিভাবকত্ব/দিকনির্দেশনা নিয়ে ডিসিসিআই এই প্রকল্পটি পরিচালনা করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ডিসিসিআই একটি ২০১৪ সালের মে মাসে 'ডিসিসিআই এন্ট্রাপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো' শিরোনামের একটি মেগা-এক্সপোর আয়োজন করেছে। ই টু কে প্রোজেক্টের লক্ষ্যমাত্রা ও নেটওয়ার্ক কার্যকর করার জন্য ঢাকা চেম্বারের অন্যান্য প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৫. শিট্রেডস প্রজেক্ট

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরির উদ্দেশ্যে শিট্রেডস প্রজেক্ট কাজ করছে। এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের 'ট্রেড ইমপ্যাক্ট ফর গুড' এর আওতায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে দি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) কাজ করছে। সারা পৃথিবীব্যাপী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ক্ষমতায় বাড়ানোর জন্যও প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের আওতায়, আইসিটি বেশকিছু বিজনেস সাপোর্ট অর্গানাইজেশনস (বিএসও)-এর সাথে কাজ করছে, যার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নত সেবা প্রদানে সহায়তা করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে নারী উদ্যোক্তাদের প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত প্রকল্পের কর্মসূচির আওতায় ঢাকা চেম্বারের সদস্য এবং কর্মকর্তাবৃন্দ ৩টি ওয়ার্কশপ এবং অনলাইন ভিত্তিক বেশকিছু প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগদান করে।

৬. টেকলিং চাইল্ডকেয়ার বাংলাদেশ

এ নতুন উদ্যোগের আওতায়, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) একটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সহযোগিতা প্রদানে গবেষণা পরিচালনা করবে। এ গবেষণা কার্যক্রমে ই-সার্ভে পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, যার মাধ্যমে কর্মীদের সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে মালিকদের ইচ্ছা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

আইএফসি এবং অন্যান্য সহযোগী পার্টনার প্রতিষ্ঠান যেমনঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বিএসিসিও, বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ, বিজেএমইএ, বিএইচপিটিএ, বিএলএফসিএ, বিআরএসি-আইইডি, বিল্ড, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, পালকি, ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ইউএস গ্লোবাল কমপ্যাক্ট বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাংক এর সহায়তায় প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠান, ৭৫জন অভিভাবক ও ৪০টি স্টেকহোল্ডার, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিনিয়োগকারীদের উপর জরিপ পরিচালনা করা হয়।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

দেশের প্রথম আইএসও সনদপ্রাপ্ত বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বারের দেশীয় ও বিদেশি উদ্যোক্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে সদা সচেষ্ট। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা চেম্বার কে একটি স্বনামধন্য ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সামনের দিনগুলোতে ঢাকা চেম্বার এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বদ্ধ পরিকর এবং এবিষয়ে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য।

4. Creating 2000 New Entrepreneurs (E2K) Project & Innovation Expo:

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in cooperation with Bangladesh Bank has taken up an ambitious and a Mega Project namely “Creation of 2000 New Entrepreneurs (E2K)” across the country. The activity of the project has started since 2013 and the project is being operated by DCCI under the guidance of Bangladesh Bank. Under this project, DCCI has organized a mega-expo namely “DCCI Entrepreneurship and Innovation Expo” in Dhaka in May 2014. To operationalize the E2K objectives and its network in 2019, the activities of E2K is being linked with DCCI's other Projects as well.

5. SheTrades Project:

The SheTrade in the Commonwealth project aims to increase economic growth and job creation in Commonwealth countries by enabling increased participation of women-owned businesses in international trade. The International Trade Centre (ITC) works towards creating “trade impact for good” by fostering women entrepreneurship through inclusive and sustainable development of small and medium-sized enterprises (SMEs). ITC's SheTrades initiative works with partners around the world to unleash the economic power of women.

As a part of the project, ITC worked with partner Business Support Organizations (BSOs) to support them to provide better services for women entrepreneurs. To achieve this objective, ITC has delivered a number of capacity building activities to equip BSOs to design, develop and deliver more inclusive business support services. As a part of the activities, DCCI officials and members have participated in 3 different workshops and several online training under this project.

6. Tackling Childcare Bangladesh:

Under this new initiative, IFC conducted market research on employer supported childcare in Bangladesh. This included an e-survey to gauge the perspectives and readiness of employers in terms of offering or facilitating childcare and other family friendly solutions for their employees.

IFC, in partnership with LightCastle Partners as well as Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI), BACCO, Better Work Bangladesh, BGMEA, BHTPA, BLFCA, BRAC-IED, BUILD, Ministry of Women and Children Affairs (MoWCA)'s Bangladesh Shishu Academy, Phulki, UNICEF Bangladesh, UN Global Compact Bangladesh and the World Bank, has surveyed more than 300 companies and interviewed more than 75 parents and 40 stakeholders, including care providers, government representatives, and investors, to better understand the benefits, challenges, and opportunities associated with offering childcare as an employer in Bangladesh.

Distinguished Members

As a first ISO Certified Chamber of the country, DCCI maintains its high quality of services to its esteemed members as well as business community both at home and abroad. Today, the DCCI has been recognized as one of the most active and reputed trade organizations both in national and international arena. The Chamber would like to maintain the same standard in future also which will not be possible without your whole-hearted support and cooperation.

২০১৯ সালে ডিসিসিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ

১. ‘ব্যবসা পরিচালনার সূচকে উন্নয়নে ভারতে অভিজ্ঞতা বিনিময়’ শীর্ষক ডায়ালগ
২. এমএলএসএসসিএম ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্বোধন
৩. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্যদের সংবাদ সম্মেলন
৪. বেসরকারি খাতে মুদ্রানীতির প্রভাব’ বিষয়ক সেমিনার
৫. “পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনার
৬. “নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা : চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি” শীর্ষক মত বিনিময় সভা
৭. “জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ : শিল্পখাতে এর প্রভাব” শীর্ষক সেমিনার
৮. স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন
৯. পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় ও পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভা
১০. “বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের টেকসই উন্নয়ন” প্রেক্ষিত কনক্লেভ
১১. “নগরায়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আবাসন খাতের প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনার
১২. ডিসিসিআই এবং ডিবিআই কলেজের ইফতার মাহফিল
১৩. বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৯ উপলক্ষে “এ্যাক্রেডিটেশন : সাপ্লাই চেইনে মূল্য সংযোজন করে” শীর্ষক আলোচনা সভা
১৪. ডিসিসিআই’র তাৎক্ষণিক বাজেট প্রতিক্রিয়া
১৫. ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভা
১৬. ঢাকাইয়্যা বার-বি-কিউ নাইট
১৭. “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লোমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালা
১৮. ‘টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ’ বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপ
১৯. ‘বাংলাদেশ-ফিলিপাইন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনার
২০. চীনের লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র চেয়ারম্যান বাও ইয়ানকিং-এর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের বিশিষ্ট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা ও বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশন
২১. ডিসিসিআই সংস্কারকৃত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন
২২. “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লোমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালা
২৩. ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট ২০১৯
২৪. ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনঃসংস্কার ও ব্যবসা গুটিয়ে নেয়া এবং স্টেকহোল্ডারদের উপর এর প্রভাব’ শীর্ষক সেমিনার
২৫. ‘নিরাপদ ও হালাল খাদ্য নিশ্চিতকরণ : বর্তমান প্রেক্ষিত ও করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক সেমিনার
২৬. ‘বাংলাদেশে এপিআই খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনার
২৭. “বেসরকারিখাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন
২৮. ই-বিন রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক কর্মশালা
২৯. জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ এ আর্থিক খাত বিষয়ক আলোচনা সভা
৩০. ‘কান্ডি কম্পিটিটিভনেস অব বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ বিষয়ক সেমিনার
৩১. ফিউচার ফিলস রিকোয়ার্ড ফর বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

DCCI Events During 2019

1. Dialogue on “Experience & Lessons from India's Business Reforms”
2. Inauguration of MLSSCM Diploma course at DCCI
3. Press Conference 2019
4. Seminar on “Monetary Policy: Implication on Private Sector”
5. Seminar on Diversification of “Jute Products for the Development of Jute Industry”
6. Discussion Meeting on “Safe Chemical Management System: Post Chawkbazar Preparations”
7. Seminar on “Energy Pricing: Impact on Industries”
8. International Conference “Local Capital Market Infrastructure Financing “
9. Discussion meeting on keeping price of essential commodities stable in the month of Ramadan
10. DCCI Conclave on “Sustainability of RMG Sector in Bangladesh”
11. Seminar on Challenges of Real Estate in Urbanization and Decentralization
12. Iftar Mahfil both of DCCI and DBI College
13. Seminar on World Accreditation Day 2019
14. Initial budget reaction from the Chamber
15. Joint Coordination meeting of the Directors, Convenors and Joint Conveners
16. Dhakayia Bar-B-Q Night organized by DCCI
17. Awareness Raising Workshop on “Value Added Tax and Supplementary Duty Act-2012” organized by DCCI
18. Interactive Dialogue titled “Environmental Sustainability & Certification” organized by DCCI
19. Seminar on “Promoting Bilateral Trade and Investment between Bangladesh & Philippines” and B2B Matchmaking
20. Interactive Business meeting with the delegation from Liaoning Federation of Industry and Commerce, China and B2B Matchmaking
21. Opening Ceremony of newly refurbished Auditorium of DCCI at its 5th floor
22. Second Workshop on “Value Added Tax and Supplementary Duty ACT 2012” organized by DCCI
23. DCCI Members' Night-2019
24. Seminar on “Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders” organized by DCCI
25. Seminar on “Ensuring Safe & Halal Food: present context & necessary measures” organized by DCCI
26. Seminar on “Prospects & Challenges of API (Active Pharmaceutical Ingredients) Industry in Bangladesh organized by DCCI
27. Meet the Press on “Current State and Future Outlook of Bangladesh Economy-Private Sector Perspective” organized by DCCI
28. Awareness programme on e-BIN registration
29. Brainstorming session on "Financial Sector in National Budget - 2019-20"
30. Seminar on "Country Competitiveness of Bangladesh: Challenges and Way Forward"
31. Seminar on "Future Skills Required for Bangladesh"

ডিসিসিআই সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১. বাংলাদেশ ও চীনের উদ্যোক্তাদের ফ্রেন্ডশিপ রিসেপশন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান
২. ই-জেনারেশন আয়োজিত ‘৪র্থ শিল্প বিপ্লব’ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান
৩. ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ‘গ্লোবাল এন্টারপ্রেনিউরশিপ ট্রেন্ড : বাংলাদেশ’ শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান
৪. অর্থমন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টার কার্যালয় যৌথভাবে আয়োজিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয় সভায় যোগদান
৫. ইরানের ৪০তম বিপ্লব দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে ইরান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান
৬. বিজিএমই কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান
৭. এমসিসিআইতে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ বিজনসে ডায়ালগে আলোচক হিসেবে যোগদান
৮. পুরোনো ঢাকার চুরিহট্টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের দেখতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর
৯. আইসিসি’র চেয়ারম্যান পল পোলম্যান-এর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান
১০. সেন্টার ফর এনআরবি আয়োজিত ‘ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ’-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ
১১. ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস কনফারেন্স ২০১৯-এ বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ
১২. ‘মাই ইও ওমেন সামিট’-এ যোগদান
১৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু-ক্যামব্রিজ পলিসি ইনোভেশন’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় যোগদান
১৪. বিন্ড ও জেট্রো যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল ভিহাইক্যাল খাতের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা’ শীর্ষক ডায়ালগে বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ
১৫. এনবিআর এবং আইসিসি বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত ‘এটিএ কারনেট সিস্টেম’ জাতীয় কর্মশালায় যোগদান
১৬. বেসিস আয়োজিত ‘টেকনোলোজি রিডিনেস ফর প্রসপারাস বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান
১৭. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান
১৮. এফবিসিসিআই’র নির্বাচনে শেখ ফজলে ফাহিম-এর প্যানেল পরিচিতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
১৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর সাক্ষাৎ পূর্বক ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনা পেশ
২০. গ্যারান্টো-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যোগদান
২১. এফবিসিসিআই’র নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ ফজলে ফাহিমের সাথে সাক্ষাৎ
২২. এফসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় পরামর্শক কমিটির ৪০তম সভায় যোগদান
২৩. ফিলিপাইনের ১২১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশে ফিলিপাইন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে যোগদান
২৪. বিমস্টেক-এর ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান
২৫. বিন্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ড সভায় যোগদান

Meeting Attended by the President, DCCI

1. Friendship Reception for Chinese and Bangladeshi Industrial and Commercial Community as Special Guest organized by China Embassy at Radisson Blu Hotel.
2. Roundtable Discussion on “4th Industrial Revolution” organized by e-Generation as Special Guest BRAC Inn Auditorium
3. Round table discussion on "Connecting Bangladesh to the Global Entrepreneurship Ecosystem" organized by Daffodil International University
4. Coordination meeting with the business community organized by Ministry of Finance and Office of the Adviser to the Prime Minister on Private Sector Industry and Investment at NEC Conference Room
5. 40th year of celebration of Islamic revolution in Iran
6. Reception to those members of BGMEA who are representing in the National Parliament by BGMEA
7. Austria-Bangladesh Business Dialogue held at MCCI
8. Visited Churhatta, Old Dhaka after the devastating fire incident
9. Reception to Chairman of International Chamber of Commerce Mr. Paul Polman hosted by ICC, B
10. Attended the World Conference Series of Centre for NRB as Special Guest
11. Attended the International Skills Conference 2019 as Special Guest
12. "My EO Women Summit" held at Radisson Hotel
13. Workshop on Bangabandhu-Cambridge Policy innovation organized by Ministry of Foreign Affairs
14. Attended the Dialogue on ‘prospects and challenges of electric vehicles’ as Special Guest.
15. Attended the National Workshop on ATA Carnet System organized by ICC,B as Panel Discussant
16. Attended the Business Leadership Meet on the occasion of BASIS Softexpo-2019 as Panel Speaker
17. Attended the reception ceremony and greeted the newly elected Mayor of Dhaka North City Corporation Mr. Atiqul Islam hosted by the former Presidents of BGMEA at Radisson Hotel.
18. Attended the panel declaration ceremony hosted by Mr. Fazle Fahim, Senior Vice President, FBCCI on 24 March, 2019
19. Members of the Board of Directors called on Chairman of NBR Mr. Md. Mosharraf Hossain, ndc to place budget recommendations for 2019-20
20. Dinner reception in honour of the visiting delegation from GurantCo, UK at Bristo-E
21. Greeted Mr. Sheikh Fazle Fahim, the newly elected President of FBCCI
22. Attended the 40th meeting of National Consultative Committee of NBR arranged by FBCCI as Speaker at BICC
23. Attended the function arranged on the occasion of 121st anniversary of the Philippines Independence
24. Attended the programme arranged on the occasion of 22 years of BIMSTEC Day
25. Attended the Trustee Board meeting of BUILD at DCCI Gulshan Centre

২৬. এফবিসিসিআই আয়োজিত জাতীয় বাজেট এবং অর্থবিল ২০১৯-২০ শীর্ষক অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে যোগদান
২৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে চীন সফর এবং বাংলাদেশ-চীন বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ
২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিয়ারশিপ সেন্টার-এর নির্বাহী কমিটির সভায় অংশগ্রহণ
২৯. দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে এফবিসিসিআই আয়োজিত নৈশ ভোজ এবং কোরিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ
৩০. মারিকো বাংলাদেশ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ
৩১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে এফবিসিসিআই আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
৩২. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘টেকসই আর্থিক খাত এবং আর্থিক খাতের বিরোধ নিষ্পত্তিতে এডিআর-এর কার্যকর ব্যবহার’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত
৩৩. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এডিবি এবং বিডা যৌথভাবে আয়োজিত ‘নর্থইস্ট বাংলাদেশ ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান
৩৪. বিচার, আইন এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত খসড়া কোম্পানি আইন বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর যোগদান
৩৫. স্থানীয় সরকার অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশে স্যানিটারি মার্কেট ব্যবস্থা উন্নয়ন’ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে যোগদান
৩৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত তরুণ উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের সম্মেলনে অংশগ্রহণ
৩৭. বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচিতি সভায় অংশগ্রহণ
৩৮. মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান
৩৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত বিজনেস ফোরামে অংশগ্রহণ
৪০. আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচেম)-এর মধ্যাহ্নভোজ সভায় যোগদান
৪১. ডটফাইভ-এর ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান
৪২. বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লিকুপারস-এর বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
৪৩. বাংলাদেশস্থ সুইডেনের দূতাবাস আয়োজিত তৈরি পোষাক এবং টেক্সটাইল খাতের পানি সংরক্ষণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান
৪৪. বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ
৪৫. ঢাকা চেম্বার এবং এনপিও-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান
৪৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের বিদায়ী রাষ্ট্রদূত হর্ষ বর্ধন শিংলা-এর সম্মানে আয়োজিত বিদায়ী নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ

26. attended the FBCCI ERP (Engage, Reflect and Plan of Action) proposed National Budget & Finance Bill 2019-20 as Speaker at Sonargaon Hotel
27. Visited China as a member of Honourable Prime Minister's entourage and attended Bangladesh-China Business Forum
28. Attended the Executive Board meeting of Innovation, Creativity and Entrepreneurship Centre of University of Dhaka
29. Attended a Dinner hosted by FBCCI on the occasion of visiting President of South Korea followed by Korea-Bangladesh business forum.
30. Attended the 20th anniversary of Marico Bangladesh Limited and its AGM
31. Attended a programme "In Memoriam of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" at FBCCI
32. Attended BIAC's 8th Anniversary Seminar on "Effective ADR Process to Resolve Financial Disputes for a Sustainable Financial Sector" as a Panel Discussant.
33. Acting President Mr. Waqar Ahmad Choudhury attended the Workshop on "Northeast Bangladesh Economic Corridor Development" organized by ADB & BIDA
34. Acting President Mr. Waqar Ahmad Choudhury attended a meeting on Companies Act at Legislative Division
35. Acting President Mr. Waqar Ahmad Choudhury attended the National Sanitation Industry Consultations for Encouraging Sanitation Market System Development in Bangladesh jointly organized by Local Government Division and UNICEF
36. Attended a programme of young innovators and entrepreneurs at Dhaka University
37. Attended the installation ceremony of Bangladesh China Chamber of Commerce
38. Attended the function of 6th anniversary of Modhumoti Bank Ltd.
39. Visited India as member of Honourable Prime Minister's entourage and attended India Bangladesh Business Forum
40. Attended a function of AmCham at the Westin, Dhaka.
41. Attended a function of Dot 5 on the occasion of its 10th anniversary
42. Attended the outlet opening ceremony of Lee Coopers- an international shoe brand as Special Guest
43. Attended a Roundtable Discussion on "Developing actionable roadmap for water conservation in apparel & textile industry" jointly organized by the Swedish Embassy and Bangladesh Apparel Exchange (BAE)
44. Attended a meeting on "Exchanging views regarding Development of Investment Climate" organized by BIDA
45. Attended the MoU signing ceremony between DCCI and NPO
46. Farewell to H.E. Mr. Harsh Vardhan Shringla, High Commissioner of India to Bangladesh, organized by Ministry of Foreign Affairs at State Guest House Padma.

৪৭. ঢাকা চেম্বার এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত ‘ব্যবসা পরিচালনার সূচকে উন্নয়নে ভারতে অভিজ্ঞতা বিনিময়’ শীর্ষক ডায়ালগে যোগদান
৪৮. ডিবিআই আয়োজিত এমএলএস-এসসিএম কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান
৪৯. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইজ অব ডুইং বিজনেস বিষয়ক সভায় যোগদান।
৫০. বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান
৫১. আইসিসি-বাংলাদেশ নির্বাহী কমিটির ৭৬তম সভায় যোগদান
৫২. আর্জেন্টিনার এথো ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব লুইস মিগুئل এর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ
৫৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সভায় যোগদান
৫৪. বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে চীনের দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ
৫৫. চীনের ৯২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চীন দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান
৫৬. এমসিসিআই’র নতুন কার্যালয় উদ্বোধন বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান
৫৭. আইসিসি বাংলাদেশ-এর ২৪তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান
৫৮. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৩০তম পর্ব সভায় যোগদান
৫৯. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর প্রথম বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান
৬০. বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান
৬১. ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার ৭৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান
৬২. ফরেন ইনভেস্টরস্ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি)-এর মধ্যাহ্নভোজ সভায় অংশগ্রহণ
৬৩. ফিলিপাইন বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশ ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ
৬৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বু ইকোনোমি মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান
৬৫. বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকান দূতাবাস আয়োজিত শ্রীলংকা বিজনেস কনক্লুভ-এ অংশগ্রহণ
৬৬. ন্যাশনাল অটোমোবাইল পলিসি বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ
৬৭. এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর ‘ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ স্ট্যাডি ট্রিপ টু সিঙ্গাপুর ফর লিডার্স’ শীর্ষক প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে সিঙ্গাপুর গমন
৬৮. ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী কোম্পানি এ্যাক্ট ২০১৯-এর পুনঃমূল্যায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান

47. "Discussion session on Experiences & Lessons from India's Business Reforms" jointly organized by DCCI & BUILD at DCCI.
48. MLS-SCM Course inauguration organized by DBI at DCCI
49. Meeting on "Ease of Doing Business meeting" at the Prime Minister's Office
50. Farewell lunch in honour of H.E. Ms. Nur Ashikin Binti Mohd Taib, High Commissioner of Malaysia to Bangladesh organized by ICC Bangladesh at Meghna Room, Pan Pacific Sonargaon Hotel.
51. 76th meeting of the Executive Board of ICC Bangladesh at National Secretariat, Dhaka
52. Dinner reception in honour of visiting Mr. Luis Miguel Etchevehere, Government Secretary (Minister) for Agro Industry of Argentina Republic hosted by Mr. Asif A. Chowdhury, former Director, DCCI
53. Meeting on the issues of Quality assurance and inspection of the locally manufactured products at Prime Minister's Office.
54. Attended Farewell Reception for H.E. Mr. Zhang Zuo, Chinese Ambassador and MadamMs. Yang Yuanchun at the Chinese Embassy
55. Attended the 92nd Anniversary of the Founding of the Chinese People's Liberation Army Defence Attache of the People's Republic of China at Chinese Embassy
56. Attended the opening ceremony of MCCI's new branch office at Police Plaza, Gulshan 1.
57. Attended the 24th Annual Council meeting of ICC Bangladesh at Six Seasons Hotel
58. Attended the 30th Board Meeting of Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC).
59. Attended the 1st Extraordinary General Meeting of BIAC.
60. Attended the 16th Annual General Meeting of BIAC.
61. Attended the 74th Anniversary of the Proclamation of Independence of Indonesia at Radisson Hotel.
62. Attended the Luncheon Meeting hosted by FICCI at The Westin Dhaka.
63. Attended a dinner in honour of the visiting trade delegation from department of Trade and Industry, Republic of Philippines organized by BPCCI.
64. Attended the inaugural ceremony of the "3rd Indian Ocean Rim Association (IORA) Blue Economy Ministerial Conference" organized by Ministry of Foreign Affairs.
65. Attended Sri Lanka Business Conclave organized by Sri Lankan High Commission at Hotel InterContinental.
66. Attended a meeting on the issues of "National Automobile Policy" at DCCI Gulshan Centre.
67. DCCI President Mr. Osama Taseer attended "Industry 4.0 Study Trip to Singapore for Leaders" organized by a2i Programme, ICT Division in Singapore.
68. Acting President Mr. Waqar Ahmad Choudhury attended a Discussion meeting on Revision of Company Act 2019 at the Bangladesh Secretariat.

৬৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিই-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ‘জার্নি অফ ইনোভেটরস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনরস’ বিষয়ক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান
৭০. বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এফবিসিসিআই আয়োজিতব্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান
৭১. বাংলাদেশে জাপানের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় অংশগ্রহণ
৭২. আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী কমিটির ৭৭তম সভায় যোগদান
৭৩. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আয়োজিত ‘এক্সটেনশন অফ ফিল্ড অফ মিউচুয়াল কো-অপারেশন’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান
৭৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরশীপ সেন্টারের নির্বাহী পর্ষদের ২য় সভায় যোগদান
৭৫. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন আয়োজিত ১৫তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে যোগদান
৭৬. বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সম্মানে সুইজারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
৭৭. বিল্ড-এর ১৯তম ট্রাস্টি বোর্ড সভায় যোগদান
৭৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পিএসডিপিসিসি-এর ১৩তম সভায় যোগদান
৭৯. ৩৩তম সিএসিসিআই সম্মেলনের এসএমই উন্নয়ন বিষয়ক সেশনে আলোচক হিসেবে যোগদান
৮০. ইউএনডিপি আয়োজিত ইন-গভ সম্মেলনে যোগদান।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার সমূহ

১. মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি-এর সাথে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত।
২. প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত
৩. ঢাকা চেম্বারের সভাপতির সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব কামরুল ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।
৪. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে ভূটানের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
৫. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে চীনের সাংহাই স্টক এক্সচেঞ্জে হতে আগত প্রতিনিধিদল এবং ডিএসই’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব কে এম মাজেদুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।
৬. ঢাকা চেম্বারের সভাপতি’র সাথে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিসেস আবিদা ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।
৭. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৮. মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মল্লান, এমপি-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত।
৯. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র পরিচালনা পর্ষদের সাথে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত শারলট স্লাইটার এবং বাংলাদেশস্থ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি ইসট্রাপ পিটারসেন সাক্ষাৎ করেন।
১০. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১১. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র পরিচালনা পর্ষদের সাথে ভারতে নিযুক্ত বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত ফ্রাসোয়া ডেলহাই সাক্ষাৎ করেন।

69. Attended ICE Anniversary Special Talk on "Journey of Innovators and Entrepreneurs" as Special Guest at the University of Dhaka.
70. Attended a preparatory meeting on Bangabandhu's Centennial Event in 2020 organized by FBCCI.
71. Attended a farewell reception of Mr. Hiroyasu Izumi, Ambassador of Japan organized by Japan Embassy in Dhaka.
72. Attended the 77th Executive Board meeting of ICC Bangladesh.
73. Attended a Workshop on Extension of field of mutual cooperation organized by Prime Minister's Office.
74. Attended the 2nd Meeting of the "Executive Board" of the Innovation, Creativity and Entrepreneurship Center (ICE) Center, University of Dhaka.
75. Attended the "15th International Conference on Inclusive Insurance Coping with Climate Risk" organized by Bangladesh Insurance Association (BIA).
76. Attended a reception in honour of the "Business Community of Bangladesh" organized by Switzerland Embassy in Dhaka.
77. Attended the 19th Trustee Board meeting of BUILD held at MCCI.
78. Attended the 13th meeting of Private Sector Development Policy Coordination Committee (PSDPCC)
79. Attended at the Breakout Session: Promoting SME Development of the 33rd CACCI conference.
80. Attended a discussion session on Date for Improving Governance of In-Gov Conference of UNDP.

DCCI President/ Board of Directors Called on

1. Members of the Board of Directors called on Hon'ble Commerce Minister Mr. Tipu Munshi, M.P. at Ministry of Commerce, Bangladesh Secretariat.
2. The Officer Bearers called on Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary of the Prime Minister's Office.
3. Meeting with Mr. Kamrul Ahsan, Acting Secretary, Ministry of Foreign Affairs.
4. Members of the Board of Directors had a meeting with the delegation from Bhutan
5. A Chinese delegation from Shenzhen Stock Exchange along with Mr. KM Majedur Rahman, Managing Director of DSE had a courtesy meeting with the Board of Directors.
6. Meeting with the Ambassador of Bangladesh in Seoul, South Korea H.E. Ms. Abida Islam
7. Members of the Board of Directors of DCCI called on Executive Chairman of BIDA Mr. M. Aminul Islam.
8. Members of the Board of Directors called Honourable Planning Minister Mr. M A Mannan, MP.
9. Members of the Board of Directors met Ambassador of Denmark H.E. Ms. Winnie Estrup Petersen and Ambassador of Sweden H.E. Ms. Charlotta Schlyter.
10. Members of the Board of Directors called on Honourable Adviser to the Prime Minister on Private Industry and Investment Mr. Salman F. Rahman, MP.
11. Ambassador of Belgium H.E. Mr. Francois Delhayé called on the Officer Bearers of DCCI.

১২. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত জ্যাং জো সাক্ষাৎ করেন।
১৩. চীনের দি ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স অফ ইউনান প্রভিন্স এর বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ইউয়ান লিন-এর নেতৃত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১৪. ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, এমপি এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
১৫. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে ইউকে বাংলাদেশে ক্যাটালিস্টস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ওবিই ডিবিএ এবং প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
১৬. আর্জেন্টিনার সরকারের কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব লুইস মিগুয়েল-এর সাথে সাক্ষাৎ।
১৭. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে পুরোনো ঢাকার বিশেষায়িত সমিতির ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
১৮. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে চীনের লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র চেয়ারম্যান ব্যাও ইয়ানকিং সাক্ষাৎ করেন।
১৯. বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোহাম্মদ আল-মুহাইরি-এর সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এবং পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী সাক্ষাৎ করেন।
২০. ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২১. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী সাথে বাংলাদেশস্থ তুরস্ক দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব কিনান কেলাইসি সাক্ষাৎ করেন।
২২. ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে ফিজির মন্ত্রী জনাব আইয়াজ সাইয়েদ কাইয়ুম সাক্ষাৎ করেন।
২৩. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৪সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী সর্বাঙ্গ সোনোয়াল-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
২৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃনিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. আখতারুজ্জামানের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাক্ষাৎকার ও বৈঠক অনুষ্ঠিত।
২৫. ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে জাইকার প্রতিনিধি (টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রজেক্ট) ইয়াসুকি মুরি সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক সেমিনার, আলোচনা সভা ও ওয়ার্কশপে যোগদান

১. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এভিসি-ডাই প্রকল্পের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে যোগদান করেন।
২. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

12. Ambassador of China H.E. Mr. Zhang Zuo called on the members of the Board of Directors.
13. Mr. Yuan Lin, Deputy Director, Department of Foreign Trade, Yunnan Province, China and the delegation called the members of the Board of Directors of DCCI.
14. Members of the Board of Directors called on Honourable Industries Minister Mr. Nurul Mazid Mahmud Humayun, MP.
15. Mr. Iqbal Ahmed, OBE, Chairman of UKBCCI, England and the visiting delegation called on the members of the Board of Directors of DCCI.
16. Meeting with the visiting Mr. Luis Miguel Etchevehere, Government Secretary (Minister) for Agro Industry of Argentina Republic.
17. Representatives of different sector specific associations of Old Dhaka called on Mr. Waqar Ahmed Choudhury, Senior Vice President, DCCI.
18. Visiting Liaoning trade delegation from China called on Acting President of DCCI Mr. Waqar Ahmad Choudhury and members of the Board of Directors.
19. The Office Bearers of DCCI called on H.E. Mr. Saed Mohammed Al-Muhairi, Ambassador of UAE in Dhaka.
20. Members of the Board of Directors of DCCI called on newly appointed Executive Chairman of BIDA Mr. Md. Sirajul Islam.
21. Commercial Counsellor of Turkish Embassy in Dhaka Mr. Kenan Kelayci called on Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI.
22. Meeting with the visiting Fijian Minister Mr. Aiyaz Sayed Khaiyum.
23. DCCI delegation led by Senior Vice President Mr. Waqar Ahmad Choudhury called on Hon'ble Chief Minister of Assam, India Shri Sharbananda Sonowal at CM's office, Guwahati, Assam, India during India-Bangladesh Stakeholders' Meet 2019.
24. Meeting with the newly appointed Vice Chancellor of University of Dhaka Professor Dr. Md. Akhtarruzzaman and felicitated him for being re-appointed as the Vice Chancellor of DU
25. Acting President, DCCI Mr. Imran Ahmad met Mr. Yusuke Mori, JICA Technical Education Project.

Activity Report of the Members of the Board

1. Mr. Waqar Ahmed Chowdhury, Senior Vice president and Mr. Imran Ahmed, Vice President, attended a meeting with the AVC DAI Project team.
2. Mr. Hossain A Sikder, Director, attended a meeting on Leather and Leather Products Development Policy-2019 at Ministry of Industries.
3. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President and Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI were present during the call on meeting with Principal Secretary, PMO.

৪. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিকিউটিভ কমিটি'- সভায় যোগদান করেন।
৫. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বিয়াক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভূটানের প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।
৬. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সাথে চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
৭. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সাথে নাইজেরিয়ার ইউমুহিয়া চেম্বার সেক্রেটারিয়েট-এর ডেপুটি প্রেসিডেন্ট জনাব চিদি নিকেম আরুমা বৈঠক করেন।
৮. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং গ্রামীণ ফোন লিমিটেড-এর চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসারের বৈঠক অনুষ্ঠিত।
৯. অর্থ মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টার কার্যালয় যৌথভাবে আয়োজিত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ও সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ সাক্ষাৎ করেন।
১০. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ বিইআরসি আয়োজিত লাইসেন্স রেগুলেটরি ২০১৯ শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
১১. ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি-এর নিকট থেকে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ-এর ক্রেস্ট গ্রহণ।
১২. ঢাকা চেম্বারের আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের যোগদান।
১৩. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান, ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, জনাব আশরাফ আহমেদ এবং জনাব শামস মাহমুদ গ্যারান্টো ইভেন্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় যোগদান করেন।
১৪. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার 'এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার্স কনক্রেভ ২০১৯'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৫. ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে আইএফসি'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
১৬. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
১৭. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান গ্যারান্টকো ইভেন্ট-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
১৮. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বিডা আয়োজিত বাংলাদেশ-সৌদি আরব বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৯-এ যোগদান করেন।
১৯. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বাণিজ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীদের সাথে মতবিনিময় করেন।
২০. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে বাংলাদেশ শুল্ক বেলজিয়াম রাষ্ট্রদূত এবং ইকোনোমিক কাউন্সিলর সাক্ষাৎ করেন।
২১. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সাথে দৈনিক সমকালের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

4. Mr. Rashedul Karim Munna, Director attended a meeting of 'National Productivity Executive Committee' at Ministry of Industries.
5. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a meeting with the Bhutanese delegation at BIAC.
6. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a meeting with the representatives from Schengen Stock Exchange, China.
7. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a meeting with Mr. Chidi Nkem-Aruoma, Deputy President, UMUAHIA Chamber Secretariat, Naigeria at DCCI.
8. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a meeting with CFO, Grameen phone Ltd.
9. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President and Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended a meeting with the business community hosted by Hon'ble Finance Minister and Hon'ble Adviser to the Prime Minister on Private Sector Industry and Investment at NEC Conference Room, Ministry of Planning.
10. Mr. Shams Mahmud, Director, DCCI attended a Focus Group Discussion on BERC License Regulations-2019.
11. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI received a Crest from the Hon'ble Commerce Minister, GoB Mr. Tipu Munshi at the Closing Ceremony of 24th DITF.
12. Members of the Board of Directors attended the Press Conference of DCCI
13. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, Directors, Mr. Nuher Latif Khan, Mr. Akbar Hakim, Mr. Ashraf Ahmed and Mr. Shams Mahmud attended a Joint Co-ordination meeting with GurrantCo, UK.
14. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice president DCCI and Mr. Hossain A Sikder, Director attended the inaugural ceremony of the Convention of NRB Engineers (CONE) 2019 jointly organized by ERD and a2i Programme.
15. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended a meeting with Ms. Rubaba Zehra Nasir and Ms. Roshika Singh, IFC's Tackling Child care Team.
16. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended a programme of National Jute Day-2019 organized by Ministry of Textiles and Jute.
17. Mr. Nuher Latif Khan, Director, DCCI attended a meeting with GurrantCo, UK
18. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended Bangladesh- Saudi Arabia Business and Investment Forum 2019 organized by BIDA.
19. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a Brainstorming Session with Banker Associations at DCCI.
20. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President and Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended a meeting with H. E. Mr. Francois Delhay, Ambassador-Designate of Belgium to Bangladesh, Mr. Guillaume Choquet, Counsellor (Economic Affairs) and Mr. Hubert Goffinet, Trade & Investment Commissioner for Wallonia and Brussels at DCCI.
21. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI attended a meeting with the Daily Samakal.

২২. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাংলাদেশ ট্যারফ কমিশন আয়োজিত বাংলাদেশি পণ্যের উপর এন্টি ডাম্পিং ডিউটি আরোপ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
২৩. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ বাংলাদেশস্থ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দূতাবাস আয়োজিত ‘ইউএই-বাংলাদেশ ব্যবসায়িক মেলবন্ধন : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা’ শীর্ষক নেটওয়ার্কিং সেশনে আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
২৪. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
২৫. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘৪র্থ ফুড অ্যান্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
২৬. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান কাস্টম হাউসে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট কন্টেইনার স্থাপন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৭. ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ বেনাপল বন্দর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
২৮. ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৯. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৩০. ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে সেমস্ গ্লোবাল এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
৩১. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান ‘বাংলাদেশে বন্ড মার্কেট উন্নয়ন এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
৩২. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ও পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ফজলে কবির এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
৩৩. ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ও পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত।
৩৪. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন এর নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় যোগদান করেন।
৩৫. ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩৬. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘স্ট্যাপলেড ফিন্যান্সিং প্রডাক্ট অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩৭. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার চাইনিজ ম্যানুফেকচার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশনে যোগদান করেন।
৩৮. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পাট জেডিপিসি-এর স্টিয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
৩৯. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এনপিও এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

22. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended a Seminar on "Anti-dumping duty imposed on Bangladeshi products review of findings and way forward" held at Bangladesh Tariff Commission.
23. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended as a Guest Speaker at the Business Conference and Networking Session on "UAE-Bangladesh Business Ties: Present Status and Future Opportunities" Jointly Organize by UAE Embassy and Intraco Group.
24. Mr. Mohammad Bashiruddin, Director attended a discussion meeting on "Keeping Prices of Essentials stable during the month of Holy Ramadan" at Ministry of Commerce
25. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended the inaugural ceremony of 4th Food and Agro Bangladesh International Expo - 2019 as Special Guest organized by CEMS Global.
26. Mr. Nuher Latif Khan, Director, DCCI attended the 1st meeting at Custom House regarding establishing Private Container Depot/Off Dock.
27. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI led a delegation to Benapol Land Port to attend meeting with the Benapol Port Authority and local businessmen.
28. Mr. Deen Mohammad, Director, DCCI attended a meeting on Law and Order issues at the DC Office, Dhaka
29. Mr. Nuher Latiff Khan, Director, DCCI attended a meeting with Mr. Salman F. Rahman regarding Local Capital Market Infrastructure Financing Conference with GurantCo
30. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended a meeting with CEMS Global at DCCI.
31. Mr. Nuher Latiff Khan, Director, DCCI attended a Workshop on "Long Term Finance and Bond market Development in Bangladesh".
32. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President and Mr. Nuher Latiff Khan, Director, DCCI attended a meeting with the Governor of Bangladesh
33. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President and Mr. Nuher Latiff Khan, Director, DCCI attended a meeting with Bangladesh Security Exchange Commission.
34. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the 16th Executive Committee Meeting of National Productivity Organization at Ministry of Industry.
35. Mr. Deen Mohammad, Director, DCCI attended a meeting on the issue of law and order situation at District Magistrate's Office
36. Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI attended a meeting on "Stapled Financing Product and Infrastructure Fund" at the Prime Minister's Office.
37. Mr. Hossain A Sikder, Director, DCCI attended the B2B Matchmaking session with the Chinese Manufacturer's Association (CMA).
38. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended a meeting of JDPC Steering Committee at JDPC.
39. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended a meeting on NPO Excellence Award at Ministry of Industries.

৪০. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও স্যানিটারি এগ্রিমেন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৪১. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ইউকে-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।
৪২. ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৪৩. ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে বাণিজ্য আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
৪৪. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ইমরান আহমেদ ইউএসএইড ডাই প্রকল্পের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।
৪৫. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।
৪৬. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ 'ইন্টারন্যাশনাল ক্লিন টেকনোলোজি ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
৪৭. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এপিও আয়োজিত 'ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড ২০১৮' বাছাই কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
৪৮. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বাংলাদেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন' বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
৪৯. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ পিকেএসএফ আয়োজিত 'ন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্রাটেজি : বাংলাদেশ' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫০. ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সাথে মিস ক্যাট কোলি এবং মিস মেগান গিলিস সাক্ষাৎ করেন।
৫১. ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি এবং জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক এর সাথে আর্জেন্টিনার এগ্রো ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধি জনাব জিসাস সিলভিয়া সাক্ষাৎ করেন।
৫২. ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'রেজিস্টার্ড এক্সপোর্টার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এম ও ইউ)

- ১। কোরিয়া এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট এসোসিয়েশন এবং কোরিয়া ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এসোসিয়েশন-এর সাথে ঢাকা চেম্বারের-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ২। লিউনিং ফেডারেশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৩। ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং ঢাকা চেম্বারের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৪। বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল (বিটিপি) এবং ডিসিসিআই-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৫। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ওয়ার্ল্ড বিজনেস এনজেলস্ ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম (ডব্লিউবিএএফ) এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।
- ৬। ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

40. Mr. Enamul Haque Patwary, Director, DCCI attended a meeting on “WTO: Sanitary and Phyto-sanitary (SPS) Agreement” at Ministry of Commerce.
41. Members of the Board of Directors attended the Welcome Reception and Dinner in honour of the UKBCCI Trade Mission.
42. Mr. Deen Mohammad, Director, DCCI attended a meeting on the issue of Law and Order at District Magistrate’s Office.
43. Members of the Board of Directors attended the business meeting with the delegation from UK Bangladesh Catalysts Commerce and Industry at DCCI.
44. Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI attended the meeting with USAID DAI Project team.
45. Mr. Enamul Haque Patwary, Director DCCI attended a meeting at BIDA.
46. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President DCCI attended “International Clean Technology Fair” organized by DCCI METABUILD Project.
47. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the 2nd Assessment Committee Meeting of National Productivity and Quality Excellence Award 2018”organized by NPO.
48. Mr. Rashedul Karim Munna, Director, DCCI attended the discussion meeting on “Access to Finance for SMEs in Bangladesh” at Ministry of Industries.
49. Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI attended the meeting on the issues of National Financial Inclusion Strategy: Bangladesh (NFIS-B) at PKSF.
50. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President DCCI attended a meeting with Ms. Kat Cooley and Ms. Meghan Gillis
51. Mr. Enamul Haque Patwary and Mr. KMN Monjurul Haque Director DCCI attended a meeting with Mr. Jesus Silveyra, Under-Secretary of Agricultural Markets, Ministry of Agro Industry, Argentina.
52. Engr. Akber Hakim, Director, DCCI attended the workshop on finalizing policy on “Registered Exporter System (REX) in Bangladesh” at Ministry of Commerce.

MoU Signing

1. MoU signed with Korea Export & Import Association (KOEXIMA) and Korea Trade & Investment Promotion Association (KOTIPA) for promoting bilateral trade and exchanging information.
2. MoU signed with Liaoning Federation of Industry and Commerce (LFIC) for promoting trade, investment and exchanging information.
3. MoU signed with World Business Angels Investment Forum (WBAF) to foster entrepreneurship and economic development through angel investment, smart finance and innovation.
4. MoU signed with National Productivity Organisation (NPO), Ministry of Industries, Govt. of The People’s Republic of Bangladesh
5. MoU signed with Bangladesh Trade Portal (BTP), Ministry of Commerce, Government of Bangladesh, as a party of BTP.
6. MoU signed between DCCI Business Institute and American International University Bangladesh.

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন

- ১। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে চীন সফর করেন।
- ২। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ভারত সফর করেন।
- ৩। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী আসামের গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ২দিনব্যাপী ‘ইন্ডিয়া বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার্স মিট’-এ যোগদান করেন।
- ৪। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ কলকাতায় অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী ‘সিডব্লিউবিটিএ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ট্রেড সামিট ২০১৯’ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় নীতিমালা ও বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ডিসিসিআই’র সুপারিশমালা

জাতীয় নীতি ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের নিকট গঠনমূলক মতামত/সুপারিশমালা প্রেরণ ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের অন্যতম একটি অংশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডিসিসিআই সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে প্রেরণ করেছে যার তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

- ১। ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০ তে অন্তর্ভুক্তির জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- ২। এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।
- ৩। খসড়া চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯ এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।
- ৪। প্রস্তাবিত ন্যাশনাল অটো-ম্যানুফেকচারিং ডেভেলপমেন্ট নীতিমালার উপর সুপারিশ প্রেরণ।
- ৫। খসড়া বয়লার নীতি ২০১৯ এর উপর সুপারিশ প্রেরণ।
- ৬। এমএসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সমস্যা নিরসনে ট্রেড ডিসকাউন্টিং এক্সচেঞ্জ প্রণয়নে সুপারিশমালা প্রেরণ।
- ৭। প্রস্তাবিত ভ্যাট এবং এসডি অ্যান্ড ২০১২ এর উপর সুপারিশমালা প্রেরণ।
- ৮। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া সিইও ফোরামে টার্মস অফ রেফারেন্স (টিওআর) প্রণয়নে সুপারিশমালা প্রেরণ।
- ৯। খসড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি নীতিমালা ২০১৯ এর উপর সুপারিশমালা প্রেরণ।
- ১০। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রস্তাবিত বেসরকারিখাতের উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সুপারিশমালা প্রণয়ন।
- ১১। বিডা প্রস্তাবিত স্ট্যাটজিক ইনভেস্টমেন্ট কনসেপট পেপার এর উপর মতামত প্রদান।
- ১২। ব্যবসা পরিচালনায় পরিবেশ উন্নয়নে নীতিমালা ও আইনের উপর মতামত প্রদান।

২০১৯ সালে প্রকাশনা সমূহ

ডিসিসিআই’র গবেষণা শাখার সহযোগিতায় জনসংযোগ শাখা এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো :

- DCCI Tax Guide FY2019-20
- Annual Report 2019
- DCCI Monthly Review
- Booklet for DCCI trade delegation
- Genesis of DCCI (2nd Edition)

DCCI Trade Delegation Abroad

- DCCI President Mr. Osama Taseer, representing business community visited China as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh.
- DCCI President Mr. Osama Taseer representing business community visited India as an entourage of Hon'ble Prime Minister of Bangladesh
- DCCI delegation led by Senior Vice President Mr. Waqar Ahmad Choudhury attended India-Bangladesh Stakeholder Meet 2019, held in Guwahati, Assam, India.
- DCCI delegation led by Vice President Mr. Imran Ahmed attended CWBTA Eastern India Trade Summit 2019 held in Kolkata, India.

DCCI Recommendations on National Policy

- DCCI National Budget Proposal for FY2019-20 placed to National Board of Revenue (NBR) and Ministry of Finance.
- Recommendations on SME Policy 2019.
- Recommendations on draft Leather and Leather Goods Development Policy 2019.
- Recommendations on the Proposed National Auto-manufacturing Development Policy.
- Comments on draft Boiler Act 2019.
- Recommendations on forming Trade Discounting Exchange (TReDX) to ease MSMEs financing.
- Amendment proposals on VAT and SD Act 2012.
- Comments on draft ToR for forming Bangladesh-India CEOs forum.
- Comments on draft Industrial Biotechnology Policy Guidelines 2019.
- Comments on sectors for formulating a comprehensive private sector development policy by BIDA.
- Observations on Concept Paper on Strategic Investment of BIDA
- Comments on business related policies and acts for improving doing business environment.

Publication in the year 2019

DCCI has prepared the following publications in 2019.

- DCCI Tax Guide FY2019-20
- Annual Report 2019
- DCCI Monthly Review
- Booklet for DCCI trade delegation
- Genesis of DCCI (2nd Edition)

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রতিটিতে একজন করে পরিচালকের নেতৃত্বে সারা বছর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১৯ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬০টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহ্বায়ক ও সহ-আহ্বায়কদের অংশগ্রহণে একটি সমন্বয় সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বিশদ কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর আলাদা এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং সহ-আহ্বায়কগণকে বছরব্যাপী তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশেষ কমিটি এবছর কাজ করেছে, সেগুলো হলোঃ

- ম্যানেজমেন্ট কমিটি-ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস;
- প্রজেক্ট মনিটরিং বিশেষ কমিটি;
- স্পেশাল কমিটি অন কস্টিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর;
- ডিসিসিআই ক্রয় কমিটি;
- পিএফ ট্রাস্টি বোর্ড;
- ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড।

ডিসিসিআইতে এ বছর এগার (১১)টি বোর্ড সভা ও একটি (১)টি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো কার্যকরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৯ সালে ডিসিসিআই নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিল। এ বছর ডিসিসিআই'র সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে এ বছর ডিসিসিআই ১৩,৭২,৯১১ টাকার কম্বল নীলফামারি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, দিনাজপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, কুড়িগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, লালমনিরহাট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রতিনিধিদের কাছে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করে এবং ঢাকা ও এর আশেপাশের মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবের জন্য আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম, ঢাকা মহানগর সমিতি (ঢাকা সমিতি), ঢাকা শিল্পনগরী শিল্প মালিক বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, মেসবাহউল উম্মা এবং ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর প্রতিনিধিদের নিকটও শীত বস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়াও ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিকে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ডিসিসিআই'র সদস্যপদ

ডিসিসিআই'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আমাদানী, রপ্তানি, ম্যানুফেকচারিং, ব্যাংকিং, ইস্যুরেন্স, জাহাজ নির্মাণ, রিয়েল এস্টেট এবং এসএমই খাতের সাথে সম্পৃক্ত। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা চেম্বারের এ অর্থবছরে ৬৭৭ জন নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন, ২০৭ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং ৩২৮২ জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেছেন; যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এবছর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ডিসিসিআই-এর আর্থিক অবস্থার হিসাব

আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর চলতি অর্থবছরের (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। বার্ষিক প্রতিবেদনের শেষাংশে আর্থিক প্রতিবেদন সংযুক্ত রয়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, ২০১৯ সালে ঢাকা চেম্বারের আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নয়ন হয়েছে। চলতি বছরে ব্যয়তিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ১০,৫৭,৩৮,২৩৯ টাকা, ২০১৮ সালের যার পরিমাণ ছিল ৮,৭৫,৩৩,২৭০ টাকা। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০১৯ সালে ব্যয়তিরিক্ত আয় ১,৮২,০৪,৯৬৯ টাকা বা ২০.৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

Standing Committee activities and Board Meetings

A total of 15 Standing Committees each committee is headed by a Director who acted as 'Coordinating Director' of the committee throughout the year. In 2019, about 60 meetings of these Standing Committees were held, where lot of important policy recommendations were made for development of the private sector and support desired economic growth. A meeting with the newly assigned Convenors and Joint Convenors of all the Standing Committees of DCCI was also held. The details of the activities of the Standing Committees have been included in a separate chapter of this annual report. I would like to take the privilege to thank all Coordinating Directors, Convenors, Joint Convenors and members of all the Standing Committees for their whole-hearted cooperation and efforts throughout the year.

Apart from the 15 standing committees several special committees also worked in 2019. These were:

- Management Committee – DCCI Finance & Accounts
- Special Committee – Project Monitoring
- Special Committee on Constitution & Membership and Administration & HR
- DCCI Purchase Committee
- PF Trustee Board
- DCCI Review Advisory Board

Eleven (11) Board meetings and One (01) emergency meeting of the Board of Directors, DCCI were held to discuss managerial & financial issues along with suggesting policy issues to improve management efficiency of the Chamber.

Social Welfare Activities

During the year 2019, DCCI foundation has donated blanket amounting Tk. 13,73,911 to the distressed people and Tk. 2,00,000 was donated to the Dhaka Mohanagar Samity for aiding distressed people during Ramadan as CSR activities to the community. DCCI donated warm cloths to Chambers of Commerce of Neelphamari, Dinajpur, Kurigram, Rangpur, Lalmonirhat, Anjuman Mofidul Islam, Dhaka Mohanagar Samity, Dhaka Shilpo Nogori Shilpo Malik Samity, Mejbah ul Ummah etc.

Membership Enrollment

DCCI has been supported by a large number of members engaged in business in the area of export, import, manufacturing, banking, insurance, shipping, services, real estate and SMEs. I am delighted to mention that during the financial this year, 677 new members were enrolled, 207 companies revived their membership and 3282 members have renewed their membership which shows a significant increase in membership of the Chamber.

DCCI Accounts

I am glad to highlight the salient features of the financial performance for the year ended 30 September 2019. The audited financial statement has incorporated in the latter part of this annual report.

I am delighted to mention that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2019. We have achieved Tk. 10,57,38,239 as the Excess of Income over Expenditure in 2019 whereas it was Tk.8,75,33,270 in 2018. Excess of Income over Expenditure has increased by Tk. 1,82,04,969 or 20.80% in 2019 compared to the previous year.

এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায়, এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১,৪১,৪৬,৬৮০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৬,৯৪,০১,৪৪২ টাকা, অর্থাৎ ২০১৯ সালে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪,৪৭,৪৫,২৩৮ টাকা বা ২৬.৪১%। এ আয় মূলতঃ সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, এফডিআর এর সুদ এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৯ সালে মোট খরচ হয়েছে ১০,৮৪,০৮,৪৪১ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮,১৮,৬৮,১৭২ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২,৬৫,৪০,২৬৯ টাকা বা ৩২.৪২%।

চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৫৯,৮৮,৬৭,৪৯৪ টাকা থেকে ৭,৩৮,১৫,৩০৫ টাকা অর্থাৎ ১২.৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৬৭,২৬,৮২,৭৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৯ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি বলতে চাই, ২০১৯ সালটি ঢাকা চেম্বার একটি কর্মচঞ্চল ও সফল বছর হিসেবে পার করেছে। বেসরকারিখাতের শক্তিশালী ও কার্যকর কণ্ঠস্বর হিসেবে ঢাকা চেম্বারকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ‘বাংলাদেশ গড়ছে বাংলাদেশ’ এই মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সরকারের একান্ত সহযোগি হিসেবে কাজ করার নিমিত্তে নিরলসভাবে কাজ করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে ডিসিসিআই’র পরিচালনা পর্ষদ, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ ২০১৯ সালে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। বেসরকারি খাতের উন্নয়নে, বিশেষ করে এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য ডিসিসিআই যে প্রচেষ্টা রেখেছে তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ডিসিসিআই’র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

আমি ধন্যবাদ জানাই পর্ষদের সকল সদস্য এবং ডিসিসিআই’র সদস্যদের আন্তরিক অবদানের জন্য, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এবং ২০১৯ সালে আমাকে ডিসিসিআই’র নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ ও সম্মান প্রদানের জন্য।

আমি আমার সকল পূর্বসূরীদের ও উত্তরসূরীদের প্রতি গভীর আস্থা জানাচ্ছি। নবনির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং সহ-সভাপতি এবং পরিচালকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি প্রত্যাশা রাখি, ডিসিসিআই’র এই নতুন নেতৃত্ব আরও গতিশীলতা নিয়ে আসবে এবং ডিসিসিআইকে আরও উচ্চতর মর্যাদায় নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। দেশের বেসরকারিখাতের উন্নয়নে আমি সর্বদা ঢাকা চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত থাকব।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সর্বোপরি নতুন বোর্ডকে আমি স্বাগত জানাই।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৫৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উপস্থিত হবার জন্য আমি আবাবো আপনাদের সবাইকে আন্তরিক অভিবাदन জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

ওসামা তাসীর

সভাপতি, ডিসিসিআই

ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯

Membership subscription, building rent, interest on FDR, training and project are the key income generating sources of the Chamber. Total income of the Chamber has reached Tk. 21,41,46,680 in 2019 as against Tk. 16,94,01,442 in 2018. Income for the chamber in 2019 has increased by Tk. 4,47,45,238 or 26.41% compared to previous year. Total expenditure has reached Tk. 10,84,08,441 in 2019 whereas it was Tk. 8,18,68,172 in 2018. On the other hand, total expenditure has increased by Tk. 2,65,40,269 or 32.42 % in 2019 compared to 2018.

The total savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposits increased to Tk. 67,26,82,799 in 2019 from Tk. 59,88,67,494 in 2018, registering 12.33 % growth, which is equivalent to Tk. 7,38,15,305.

Distinguished Members

In summing up, I would like to reiterate that DCCI has marked a vibrant and successful year in 2019. We put our best endeavor to portrait DCCI as a leading voice for the private sector as well as a strong partner of the Government in the progress of the nation, promoting the slogan of DCCI- 'Bangladesh is Building Bangladesh'.

I am delighted to mention that relentless efforts and sincerity of the board of directors, conveners, joint conveners and members of the standing committees and all officials of the Secretariat enabled DCCI to perform well and to achieve the set priorities of DCCI in 2019. We have strengthened the role of DCCI to facilitate a better business condition for private sector, particularly for SMEs, which immensely contributed to uphold the image of the Chamber in home and abroad.

It is my great honour and privilege to lead DCCI as the President. I would like to thank all members of Board, former Presidents and DCCI members for their wonderful contribution and keeping trust on me to lead the DCCI in 2019.

I would like to extend my deep appreciation to all of my predecessors and successors. I would also like to congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI for the year 2020. I hope the new leadership in DCCI will bring in more dynamism and value to glorify and elevate DCCI into a new height. I would like to promise to the new leadership of DCCI that I will always remain in touch with DCCI and engage my experience and knowledge for continuous development of the private sector.

Before concluding, I would like to once again congratulate the newly elected President, Senior Vice President, Vice President and Directors of DCCI.

I thank you all once again for your kind presence in the 58th Annual General Meeting (AGM) of DCCI and to grace this occasion.

Allah Hafiz

Osama Taseer

President, DCCI

Date: 23 December, 2019



Ramiz Uddin Fakir
(1935-2019)

We Mourn

Mr. Ramiz Uddin Fakir, Former Vice President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry and Proprietor, Lucky Trading Agency breathed his last on Thursday, October 24, 2019 at the age of 84. *(Inna lillahe wa inna ilaihe rajiun)*.

He was born in November 5, 1935 in a respected Muslim family in Narsingdi District. He was also the former President of Narsingdi Chamber of Commerce & Industry and Director of Gazipur Chamber of Commerce & Industry.

His death is a great loss to his family and associates. We in Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) are deeply shocked and grieved at his sad and sudden demise and express our heartfelt condolence and sympathy to the members of his bereaved family.

We pray to the Almighty Allah to grant the departed soul eternal peace in Jannah. Ameen.

On behalf of the
President, Board of Directors
and all Members of
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং (৮ পৌষ, ১৪২৫ বাংলা) শনিবার, বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়ামে (ঢাকা চেম্বার ভবন, ৬৫-৬৬ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০) অনুষ্ঠিত হয়।

৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিস গার্মেন্টস
২।	জনাব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
৩।	জনাব মোহাম্মদ সিয়াম আল-দ্বীন মালিক	-	মেসার্স সিয়াম এন্টারপ্রাইজ
৪।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৫।	জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস
৬।	জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী	-	মেসার্স সনি লুব্রিকেন্টস সেন্টার
৭।	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স টিকেডি এন্টারপ্রাইজ অব বিডি
৮।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৯।	জনাব এ এইচ এম জাকারিয়া	-	মেসার্স আজিজ পাইপস লিঃ
১০।	জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
১১।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন অ্যান্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১২।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট অ্যান্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
১৩।	জনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাকটিং কর্পোরেশন
১৪।	জনাব আফতাব-উল-ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স আইওই (বাংলাদেশ) লিমিটেড
১৫।	জনাব মোহাম্মদ ওসমান গণি	-	মেসার্স হাইপো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কোম্পানি
১৬।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়ার এন্ড মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ
১৭।	জনাব এম এ মোমেন	-	মেসার্স টোকা ইনক (বাংলাদেশ) লিঃ
১৮।	জনাব এম এ সান্তার	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিমিটেড
১৯।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কানেকশন (প্রাঃ) লিঃ
২০।	জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ক্যাপিটাল প্লাস্টিক এন্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
২১।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস.এস. ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাঃ) লিঃ
২২।	জনাব আবু বাকার মোঃ সিদ্দিক	-	মেসার্স অল-টেক মেশিনারি
২৩।	জনাব বেনজির আহমেদ	-	মেসার্স এল. এ. ফ্যাশন (প্রাঃ) লিঃ
২৪।	জনাব এম এ হামিদ	-	মেসার্স দিগন্ত এডভান্সড ইঞ্জিনিয়ারিং
২৫।	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	-	মেসার্স ফেডারেল ইন্সপেকশন সার্ভিসেস লিঃ
২৬।	জনাব মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন তালুকদার	-	মেসার্স লিংকন ইন্সপেক্স ওভারসীজ
২৭।	জনাব হোসেন আখতার	-	মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোং
২৮।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস
২৯।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	মেসার্স দয়াল এন্টারপ্রাইজ
৩০।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স এ. কে. খান টেলিকম লিমিটেড
৩১।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স রয়ানকম ট্রেডিং (প্রাঃ) লিঃ
৩২।	জনাব ইমরান আহমেদ	-	মেসার্স নবাব অ্যান্ড সন্স
৩৩।	জনাব খন্দকার রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
৩৪।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এএমএ মেডিক্যাল লিমিটেড
৩৫।	জনাব এম এ রশিদ শাহ সম্রাট	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৩৬।	জনাব মোঃ হোসেন খান মিলন	-	মেসার্স মিলন অটো ইন্টারন্যাশনাল
৩৭।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
৩৮।	জনাব এস.এম. জিলুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ ট্রেড লিংক
৩৯।	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম	-	মেসার্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৪০।	জনাব নূহের লতিফ খান	-	মেসার্স জুলস পাওয়ার লিঃ
৪১।	জনাব আন্দালিহ হাসান	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
৪২।	জনাব ওসামা তাসীর	-	মেসার্স ফোর উইংস লিমিটেড
৪৩।	জনাব এম আবু হোয়ায়রাহ	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
৪৪।	জনাব আশফাকুর রহমান	-	মেসার্স সানটেক রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৪৫।	মিসেস লিলি হক	-	মেসার্স চয়ন প্রকাশন
৪৬।	জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	-	মেসার্স এলাইড এন্টারপ্রাইজ
৪৭।	জনাব এএসএম নজরুল ইসলাম	-	মেসার্স মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিঃ
৪৮।	জনাব মোঃ শামীম ভূইয়া	-	মেসার্স হার্ট ইন্টারন্যাশনাল
৪৯।	জনাব মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
৫০।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান	-	মেসার্স এ ওয়ান ট্রেডিং কোং
৫১।	জনাব এ কে মিজানুর রহমান, এফসিএ	-	মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড অগাস্টিন
৫২।	জনাব মোঃ শাহীন হোসেন	-	মেসার্স ট্রাম্প ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৫৩।	জনাব মোঃ ওমর গণি	-	মেসার্স আনোয়ার পাল্ল লিমিটেড
৫৪।	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	-	মেসার্স সিটি জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৫৫।	মিস্ শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
৫৬।	জনাব মোঃ সামিউদ্দিন মিয়া	-	মেসার্স আনোয়ার ইন্টিগ্রেটেড স্টীল প্ল্যান্ট লিঃ
৫৭।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
৫৮।	জনাব নুরে আলম	-	মেসার্স ইরেকটর ইন্টারন্যাশনাল
৫৯।	জনাব দীপ্ত পাল	-	মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং
৬০।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
৬১।	জনাব আনিসুর রহমান	-	মেসার্স বেঙ্গল ট্রেডার্স
৬২।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৬৩।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৬৪।	মিসেস তাসলিমা সিদ্দিকী রত্না	-	মেসার্স ইত্যাদি হ্যান্ডিক্রাফট
৬৫।	জনাব মোঃ আতাউল গনি	-	মেসার্স সেভেন সার্কেল ডেভেলপার্স লিমিটেড
৬৬।	জনাব আলহাজ্ব মোঃ এহসানুল হক (এহসান)	-	মেসার্স আপন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৬৭।	জনাব হাফিজ ইউ বিপ্লব	-	মেসার্স ইউনাইটেড কন্টিনেন্টাল লিঃ
৬৮।	জনাব এ.কে.এম. সাদেক হোসেন	-	মেসার্স এইচ. বি. ট্রেডিং কর্পোরেশন
৬৯।	জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ	-	মেসার্স জিনজিয়ান রেস্টুরেন্ট
৭০।	জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স টরি ক্রেডিট রিপোর্টস এন্ড কালেকশনস লিঃ
৭১।	জনাব মামুন উর রহমান	-	মেসার্স এক্সপোথ্রো
৭২।	জনাব সেলিম আকতার খান	-	মেসার্স এ্যাসেট ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড
৭৩।	জনাব নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	মেসার্স ইনোভা ইন্টারন্যাশনাল
৭৪।	ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আল আমিন	-	মেসার্স প্যারাডাইজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশনস লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
৭৫।	জনাব জাকির হোসেন	-	মেসার্স ভি-ওয়াটার এন্টারপ্রাইজ
৭৬।	জনাব মোহাম্মদ শারফুদ্দিন	-	মেসার্স আদর এন্টারপ্রাইজ
৭৭।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ডেফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
৭৮।	জনাব নূর হোসেন	-	মেসার্স এঞ্জেল কর্পোরেশন
৭৯।	জনাব নীব উল্লাহ বাবু	-	মেসার্স শুভ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৮০।	জনাব এম সালিম সোলায়মান	-	মেসার্স মাসকো ইন্টারন্যাশনাল
৮১।	জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
৮২।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
৮৩।	জনাব রাজিব এইচ চৌধুরী	-	মেসার্স ডিফেন্স ডায়নামিক এন্টারপ্রাইজ
৮৪।	জনাব আশরাফ আহমেদ	-	মেসার্স রিভারস্টোন ক্যাপিটাল লিমিটেড
৮৫।	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন	-	মেসার্স নাইস পাওয়ার এন্ড আইটি সলিউশন লিঃ
৮৬।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
৮৭।	জনাব রিয়াদ হোসেন	-	মেসার্স আর এইচ ইন্টারন্যাশনাল
৮৮।	জনাব হুমায়ুন রশিদ	-	মেসার্স এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড
৮৯।	জনাব মোঃ সাহিদ হোসেন	-	মেসার্স এস বি ডিস্ট্রিবিউশন
৯০।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিমিটেড
৯১।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান দিপু	-	মেসার্স দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯২।	জনাব আলমগীর হোসেন	-	মেসার্স কমার্শিয়াল আর্ট প্রেস
৯৩।	জনাব এম. এ. মালেক	-	মেসার্স পেডরোলো এনকে লিমিটেড
৯৪।	জনাব নাসিরুদ্দিন এ ফেরদৌস	-	মেসার্স ধানমন্ডি ডেল অ্যান্ড কোম্পানি
৯৫।	জনাব সাইদুর রহমান	-	মেসার্স ডিজিটাল হাব সলিউশনস লিঃ
৯৬।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৯৭।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল
৯৮।	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান	-	মেসার্স জেনেসিস ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল
৯৯।	জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	-	মেসার্স ইমেক্স কর্পোরেশন
১০০।	জনাব এবিএম মুস্তাক হোসেন	-	মেসার্স ইউনিয়ন কেমিক্যালস
১০১।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স মাহাবুব অ্যান্ড এসোসিয়েটস
১০২।	জনাব রুহুল আমিন চৌধুরী	-	মেসার্স ন্যাপকো ফার্মা লিঃ
১০৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
১০৪।	জনাব মোঃ মজিব উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স মডার্ন ডায়গনস্টিক সেন্টার
১০৫।	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	-	মেসার্স মডার্ন হসপিটাল লিঃ
১০৬।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নিপা ইন্টারন্যাশনাল
১০৭।	জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ	-	মেসার্স ফার্নক গার্মেন্টস
১০৮।	জনাব গোলাম জিলানী	-	মেসার্স গেটওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
১০৯।	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান সাইফ	-	মেসার্স ফেয়ার এন্ড এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি লিঃ
১১০।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহবুবা খন্দকার
১১১।	জনাব আকতার সালিম	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট সীট লিঃ
১১২।	জনাব মোতাহার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
১১৩।	জনাব মোহাম্মদ জুবায়ের ইসলাম	-	মেসার্স আনোয়ার গ্যালভানাইজিং লিঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১১৪।	জনাব আহমেদ সাগর	-	মেসার্স আনোয়ার সিক্স মিলস লিঃ
১১৫।	জনাব শাকিল আহমেদ	-	মেসার্স আনোয়ার ইম্পাত লিমিটেড
১১৬।	জনাব আল মামুন কবির	-	মেসার্স বাংলাদেশ ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিঃ
১১৭।	জনাব মোঃ বাদল হোসেন	-	মেসার্স ফজল ময়জান এন্টারপ্রাইজ
১১৮।	জনাব খায়ের উদ্দিন	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১১৯।	জনাব পারভেজ আহমেদ	-	মেসার্স রিহান কর্পোরেশন
১২০।	জনাব নাসির আকতার	-	মেসার্স এ্যাথিনা'স ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকর
১২১।	জনাব এসএম মুসফিকুর রহমান	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
১২২।	জনাব বরকত উল্লাহ	-	মেসার্স এস. ডি. ইন্টারন্যাশনাল
১২৩।	জনাব আবু শোয়েব মিয়া	-	মেসার্স এস এ ট্রেডার্স এন্ড কোং
১২৪।	জনাব নূপেন চন্দ্র সাহা	-	মেসার্স কাবা ট্রেডিং কোং
১২৫।	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানি
১২৬।	জনাব বি. এম. আসলাম হোসেন (তুহিন)	-	মেসার্স বিশ্বাস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১২৭।	জনাব শেখ মোঃ শরফরাজ হোসেন	-	মেসার্স ফাষ্ট ফাইন্যান্স লিমিটেড
১২৮।	জনাব খ. আতিক-ই-রাব্বানী, এফসিএ	-	মেসার্স দি কম্পিউটারস লিমিটেড
১২৯।	জনাব মোঃ ফরহাদ-উদ-জামান	-	মেসার্স আইডিয়াল কৃষিবিদ প্লাস লিমিটেড
১৩০।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	মেসার্স সুরাইয়া ফ্যাশন
১৩১।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	মেসার্স আহমেদ খান অ্যান্ড কোং
১৩২।	জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ	-	মেসার্স যমুনা ব্যাংক লিঃ
১৩৩।	জনাব এম মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স এডভান্স অফিস টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস
১৩৪।	জনাব মোঃ এনামুল হক সুজন	-	মেসার্স গেটস্কীল
১৩৫।	জনাব আবু নাসিম রিপন	-	মেসার্স লাকি টেডিং এজেন্সি
১৩৬।	আলহাজ্ব মোঃ জাকির হোসেন	-	মেসার্স প্রিয়াংকা কমিউনিটি সেন্টার
১৩৭।	জনাব আব্দুল মালেক	-	মেসার্স আব্দুল মালেক
১৩৮।	জনাব মাসুক হোসেন	-	মেসার্স মাসুক হোসেন
১৩৯।	জনাব মনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং
১৪০।	জনাব কাজী আব্দুল কাইয়ুম	-	মেসার্স আওয়াল গার্মেন্টস
১৪১।	জনাব আরাফাত আনসারী	-	মেসার্স ইউরো ভিজিল (প্রাঃ) লিমিটেড
১৪২।	জনাব নাজির হোসেন	-	মেসার্স এন এইচ ইন্টারন্যাশনাল
১৪৩।	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল মোমিন	-	মেসার্স মোমিন এন্টারপ্রাইজ
১৪৪।	জনাব কামরুল ইসলাম তুহিন	-	মেসার্স আইকিউ ইন্টারন্যাশনাল
১৪৫।	জনাব মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া	-	মেসার্স শাহিল এন্টারপ্রাইজ
১৪৬।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স ক্রাউন মেলামাইন ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১৪৭।	জনাব মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
১৪৮।	জনাব ফজল আহমেদ	-	মেসার্স ফাইনেস ইন্টারন্যাশনাল
১৪৯।	জনাব আবু জাফর মোঃ ছাদেক	-	মেসার্স হামদার্ড ল্যাবরেটরিস (ওয়াকফ) বাংলাদেশ
১৫০।	জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী	-	মেসার্স মারস্ ইন্টারন্যাশনাল
১৫১।	জনাব সৈয়দ তাজুল বাশার তপু	-	মেসার্স কনসার্টেড সলিউশন
১৫২।	মিসেস পারভীন হোসেন	-	মেসার্স অবনী এন্টারপ্রাইজ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১৫৩।	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	-	মেসার্স এস.এম. ইলেক্ট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স
১৫৪।	জনাব কে. এইচ সেলিম	-	মেসার্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৫৫।	জনাব নিখিল চন্দ্র	-	মেসার্স মনির ট্রেডিং কর্পোরেশন
১৫৬।	ইঞ্জিঃ কাজী মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স ম্যাক্রো হান্টস লিমিটেড
১৫৭।	জনাব মিজানুর রহমান	-	মেসার্স ক্রিসেন্ট লাইটিং লিমিটেড
১৫৮।	জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার আলম	-	মেসার্স ওয়াইজি গ্লোবাল সলিউশনস
১৫৯।	জনাব সৈয়দ নাবিউর রহমান	-	মেসার্স আরমান হক ডেনিমস লিমিটেড
১৬০।	জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
১৬১।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স হোমটেক ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিঃ
১৬২।	জনাব মোঃ মাহফুজ খান	-	মেসার্স ডট-৫ প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৩।	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	-	মেসার্স ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিঃ
১৬৪।	জনাব শামস মাহমুদ	-	মেসার্স শাশা ডেনিম
১৬৫।	জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন	-	মেসার্স ক্যাপিটাল বিস্কুট কোং
১৬৬।	জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	-	মেসার্স মোনার্ক ট্রেডিং কর্পোরেশন

সভার শুরুতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মহাসচিব, জনাব এএইচএম রেজাউল কবির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানান। নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তিনি চেম্বারের সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে মঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান এবং সবাই আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলাওয়াত করেন।

অতঃপর ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাশেম খানের সভাপতিত্বে ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করেন। তিনি ২০১৮ সালে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইন্তেকাল করেছেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়া ইল্লা ইলাইহে রাজেউন) ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ তৌফিক আলী; ডিসিসিআই মাসিক 'রিভিউ'-এর সম্পাদক জনাব রহমান জাহাঙ্গীর; ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক-এর বড় ভাই, জনাব আশরাফউদ্দিন মালিক; ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ-এর ভগ্নিপতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সৈয়দ ফজলে রহিম; ডিসিসিআই'র ঢাকা ডিসেট্টলাইজেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আলহাজ্ব আহসানুল হকের স্ত্রী মোসাম্মাত শাহ মোরশেদা বেগম; ডিসিসিআই সদস্য মিসেস লিলি হকের মাতা; এফবিসিসিআই'র সাবেক ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবুল কাশেম আহমেদ; দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদক, জনাব এএইচএম মোয়াজ্জেম হোসাইন; দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক জনাব গোলাম সারওয়ার; ডিসিসিআই'র রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের জুনিয়র অফিসার জনাব মোঃ জহিরুল হক এবং ডিসিসিআই'র ইলেকট্রিশিয়ান জনাব বেনজীর আহমেদ নান্নু-এর মাতাসহ সকলের নাম উল্লেখ করেন। চেম্বারের ইমাম জনাব হাফেজ ক্বারী মোঃ আব্দুস সাত্তার সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চেম্বারের মহাসচিব জনাব এএইচএম রেজাউল কবির আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আলোচ্যসূচি-১ঃ বিগত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ঢাকা চেম্বারের মহাসচিব মহোদয় বিগত ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স; এবং প্রস্তাব সমর্থন করেন ডিসিসিআই'র সদস্য, জনাব মনোয়ার হোসেন, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মনোয়ার ট্রেডিং। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।

উল্লেখ্য, কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপনের ব্যাপারে বার্ষিক সাধারণ সভায় জনাব মিজানুর রহমান, সদস্য, ডিসিসিআই উল্লেখ করেন— বিগত সভার কার্যবিবরণী এক বছর পর চলতি সভায় অনুমোদনের বিধান কোম্পানি আইনে নেই। এ প্রেক্ষিতে জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি বলেন— বিষয়টি ডিসিসিআই সংগঠন বিধিমালায় উল্লেখ আছে। এ বিষয়টি বাতিল করতে হলে ভবিষ্যতে ইজিএম এর মাধ্যমে করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সাবেক সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন— যেহেতু কোম্পানি আইন ১৯৯৪ সালে পরিবর্তন হয়েছে, তাই আমাদের আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরিবর্তন হবে এবং বর্তমান আইনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে ৫৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নথিভুক্ত করার সুপারিশ গৃহীত হয় এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করার বিষয়টি ভবিষ্যতে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ২০১৮ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং তাঁর পক্ষ থেকে চেম্বারের ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান বলেন— বিগত বছরের মত এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৮ সালের ডিসিসিআই-এর কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি ঢাকা চেম্বারের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব এবং দেশ-বিদেশের বরণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা বিগত বছর ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দের মঙ্গল কামনা করেন এবং ডিসিসিআই'র বয়োজ্যেষ্ঠ, মুকুব্বী ও সম্মানিত সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

তিনি ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত বক্তব্য বলেন— আমি তৃতীয় বারের মত ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্ব দিতে পেরে সম্মানিত বোধ করছি। তিনি আরও বলেন— সফলতা এবং অর্জনের সাথে কিছু হতাশা ও হারানোর অভিজ্ঞতা মিলে এটি আমার জন্য একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা ছিল। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন— আজকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি— পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, স্ট্যান্ডিং কমিটি'র আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্য ও ডিসিসিআইয়ের সকল সদস্যবৃন্দের প্রতি, যাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে ডিসিসিআই দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তিনি বলেন— আমাদের এই অগ্রযাত্রায় ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকলে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন— গত এক দশকে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোর অগ্রগতি ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বিবেচনায় বাংলাদেশে এখনো অনেক পিছিয়ে। এ কারণেই বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণের লক্ষ্যে ডিসিসিআই BIDA, BEZA এবং High Tech Park Authority'র আওতায় 'One Stop Service' বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতি সহায়তা প্রদান করে আসছে।

তিনি আরও বলেন- যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিত ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরিতে পিপিপি'র আওতায় আরও অধিক হারে বেসরকারিখাতের অন্তর্ভুক্তি দরকার। এই লক্ষ্যে ডিসিসিআই সরকারের কাছে একটি শক্তিশালী অবকাঠামো খাতের প্রকল্প পর্যবেক্ষণ কর্তৃপক্ষ “National Infrastructure Development and Monitoring Advisory Authority (NIDMAA)” গঠনের প্রস্তাব করেছে।

এ বছরের উল্লেখযোগ্য সেমিনারের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন- ‘Bangladesh is Building Bangladesh’- এই স্লোগানে ডিসিসিআই এ বছর ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে “Destination Bangladesh” শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অসাধারণ ভূমিকা রাখার জন্য Visionary Leadership Award প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া আরও যে সব গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে তা হলো:

- গবেষণা, উদ্ভাবন, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে কর প্রণোদনা এবং নীতি সহায়তা প্রদান, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ‘National Competitive Strategic Action Committee’ প্রতিষ্ঠা, পাটখাতের বহুমুখীকরণ বাড়াতে ‘Jute Roadmap 2030’ শীর্ষক পাটখাতের জন্য একটি Vision প্রণয়ন, সরকার অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত Green Field অবকাঠামো প্রকল্পগুলোকে Share Market-এ অন্তর্ভুক্ত করা, নৌপরিবহন খাতে দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে ‘National Maritime & Port Authority’ নামে একক বন্দর কর্তৃপক্ষ গঠন এবং ‘Logistics and Warehousing’ খাতকে Thrust Sector হিসেবে বিবেচনা করে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন।
- গত নভেম্বর মাসে চেম্বারের ৬০ বছর পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই তিনদিন ব্যাপী International Flower Exhibition and Conference-2018 আয়োজন করেছে।

তিনি আরও জানান- এ বছর পুরো সময় ধরেই DCCI বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং সমন্বয়যোগ্য সেমিনার, Round Table Discussion এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: Implication of LNG Tariff, Jute Diversification, Implications of Trade War, Challenges and Opportunities of 4th Industrial Revolution, Opportunities of Inland Waterways, Company's Act, Logistics and Warehouse of Bangladesh, Halal Certification Standard and Challenges, Jute Diversification, Current Banking Sector of Bangladesh, Good Agricultural Practices সহ প্রভৃতি বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও Round Table Discussion আয়োজন করে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো- ডিসিসিআই'র উদ্যোগে Strategic Planning for Jute Sector (2018-2041) নামে একটি Technical Committee গঠন, “Opportunities of the Jute Paper Act and Jute Pulp & Jute Paper Production Process” শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত, “Potential Roles and Challenges of Private Sector to Achieve Sustainable Development Goals (SDG)” শীর্ষক একটি গবেষণা পরিচালনা করা, শিল্পখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা ও শিল্প এবং গবেষণার সম্পর্ক বাড়াতে **Research and Innovation Bangladesh (Rni Bangladesh)** নামে প্ল্যাটফর্ম তৈরি, ডিসিসিআই-এর ৬০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে “President's Executive Floor” উদ্বোধন, সদস্যদের সেবা প্রদানের সুবিধার্থে DCCI Service Center এর উদ্বোধন। তাছাড়া আমরা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের জন্য ডিসিসিআই Tax, VAT, ADP, Energy & Electricity, Transport Infrastructure, Economic Zone, SDG এবং PPP নিয়ে ৪১টি সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রথমবারের মতো একটি Budget Booklet প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি- ‘দৈনিক সমকাল’ এবং ‘Channel 24’ এর সঙ্গে যৌথভাবে ডিসিসিআই একটি ‘Live Pre-Budget Discussion’ আয়োজন করেছে।

DCCI Business Institute (DBI) এর কার্যক্রম এর উল্লেখ করে তিনি বলেন- এ বছর ITC থেকে DCCI Business Institute-Training Support Institution হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে “Supply Chain Management Award 2018” লাভ করে। এছাড়া DBI ITC থেকে নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য “She Trade in the Commonwealth” Project পেয়েছে। তিনি আরও জানান- আমরা পূর্বাচলে DBI'র জন্য ১ বিঘা জমি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট হিসেবে পেয়েছি। পরবর্তীতে আমরা ১ একর জমির জন্য আবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমরা তা পাইনি। তিনি বলেন- আমি অনুরোধ করবো পরবর্তী ডিসিসিআই'র সভাপতি মহোদয় যেন জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন।

সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন- সরকার Doing Business Ranking'এ উন্নতি করতে বিভিন্ন Policy Reform বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট National Committee for Monitoring and Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)-এ ঢাকা চেম্বারকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া BEZA'র গভর্নিং বডিতে Observer সদস্য হিসেবে ডিসিসিআইকে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আমরা BIDA ও PPPA গভর্নিং বডিতে ডিসিসিআইকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। তিনি আরও বলেন- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সুযোগগুলো কাজে লাগাতে গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করে ডিসিসিআই'এর সদস্য এবং সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করার Trade Facilitation Department চালু করেছে।

তিনি জানান- ডিসিসিআইয়ের সক্ষমতা সদস্যদের সেবার মান বৃদ্ধি করতে এবং ডিসিসিআইএর PR, Project এবং Accounts Department সহ অন্যান্য Department এ ৯ জন কর্মকর্তা ও ২ জন স্টাফসহ মোট ১১ জন নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান- এ বছর ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ অনেক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে এবং বিভিন্ন বিদেশি ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ী ও কূটনীতিকদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তিনি আরও জানান- ঢাকা চেম্বার HKTDC'র Belt and Road & External Relation Department এর "Belt and Road Global Forum" এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি তিনি বলেন- এ বছর বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সিঙ্গাপুর ও সৌদি আরবে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়েছি।

এ পর্যায়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন- DCCI'এর ২২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি (৪টি বিশেষ কমিটিসহ) প্রায় ৭৩ টি বৈঠক করে এবং এ সকল বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। অতঃপর সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে তিনি উল্লেখ করে বলেন- ২০১৮ সালে DCCI Foundation সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৩লক্ষ ৭৭হাজার ৬৪০টাকার অনুদান বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান করেছে। পাশাপাশি ডিসিসিআই'র সদস্যপদ বিষয়ে তিনি বলেন- দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ৬৪১ জন নতুন সদস্য Registration করেছেন, ১২৯ জন সদস্য Re-registration করেছেন এবং ২৮৮০ জন সদস্যপদ নবায়ন করেছেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি ডিসিসিআই এর আর্থিক হিসাবের ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেন- এ বছর ঢাকা চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ১ হাজার ৪৪২ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৮ কোটি ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮১০ টাকা। এ আয় সদস্যদের চাঁদা, ভবন ভাড়া, আমানত বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০১৮ সালে মোট খরচ হয়েছে ৮ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৭২ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৭৩ টাকা, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে খরচ কমেছে ৪৮ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪০১ টাকা বা ৫.৬৩%। ফলে ২০১৮ সালে ব্যয়তিরিক্ত আয় হয়েছে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৭০ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ ২২ হাজার ২৩৭ টাকা অর্থাৎ ব্যয়তিরিক্ত আয় কমেছে ৫৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৬৭ টাকা বা ৬.৩০%। এছাড়া চেম্বারের মোট তহবিল বা সঞ্চয় পূর্ববর্তী বছরের ৫৮ কোটি ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯২২ টাকা থেকে ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৭২ টাকা অর্থাৎ ৩.১৩% বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ৫৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১৮ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন- Destination Bangladesh শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলনে আয় হয়েছে মোট ২ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৪ টাকা ও ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৩২ টাকা এবং এ হিসাবে ব্যয় অতিরিক্ত আয় হয়েছে ৯২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৬২ টাকা। তাছাড়া এ বছর DBI'থেকে আমরা প্রথমবারের মতো অতিরিক্ত ৪৩ লক্ষ টাকা আয় করেছি।

সভাপতি মহোদয় বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব মাহবুবুর রহমান, সভাপতি, আইসিসিবি এবং প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই, এফবিসিসিআই। তিনি বলেন- চেম্বারের ৬০ বছর বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত “Destination Bangladesh” শীর্ষক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্মেলন চেম্বারের জন্য একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকল। আমি আশা করি- আগামীতে চেম্বার ৪র্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে আরও কাজ করবে।

এ পর্যায়ে জনাব আফতাব উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই এবং অ্যামচেম, বলেন-অসাধারণ নেতৃত্ব সমন্বয় ঘটেছে বিগত সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, জনাব কামরুল ইসলাম এফসিএ ও সহ-সভাপতি রিয়াদ হোসেনের গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে। তাদের এই অনন্য অর্জন সত্যি প্রশংসার দাবিদার। এছাড়া আলোচনায় জনাব নাসির উদ্দিন ফেরদৌস, সদস্য, ডিসিসিআই প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

এ পর্যায়ে জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উদ্ধর্তন সহ-সভাপতি বলেন- ডিসিসিআইয়ের কিছু ভালো উদ্যোগ যেমন E2K প্রকল্প পুনরায় শুরু করা যেতে পারে। তাছাড়া শুধুমাত্র ডিসিসিআইয়ের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সেবাদানের ফি হ্রাস করা যেতে পারে। আর যেহেতু ডিসিসিআই একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান- তাই ডিপোজিট থেকে ইন্টারেস্ট না বলে ডিপোজিট থেকে মুনাফা এসেছে শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি ডিসিসিআইয়ের সভাপতি হিসেবে বিজনেস ডেলিগেশন বিদেশে গেলে চেম্বারের প্রতিনিধিদলকে নিয়ে যেতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে জনাব আলহাজ্ব মোঃ সারফুদ্দিন, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই বলেন- ভিসা রিকমেন্ডেশন সার্টিফিকেটের জন্য চেম্বার ১,০০০/= টাকা ফি প্রদান করতে হয়। তিনি প্রস্তাব করেন-যেহেতু ডিসিসিআই সদস্যদের সেবাদানের লক্ষ্যে কাজ করে এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, তাই সেবা প্রদান সংক্রান্ত ফি হ্রাস করা যেতে পারে। তাছাড়া ডিসিসিআইয়ের যে ফি স্পেস আছে- তা ভাড়ার ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যাতে করে সেবা প্রদানে সার্ভিস চার্জ হ্রাস করা যায়। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন- ডিসিসিআইয়ের দ্বিতীয় তলা কর্মশিফাল ব্যবহার করা যেতে পারে, যেহেতু মতিঝিলে এ ধরনের অবস্থানে ভাড়ার চাহিদা বেশি। অবশেষে তিনি আরও বলেন- ডিসিসিআইয়ের সদস্যদের সমস্যা ও চাহিদা শোনার জন্য একটি আলাদা ডেস্ক করা যেতে পারে।

অতঃপর ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন করেন যথাক্রমে জনাব নাসির উদ্দিন ফেরদৌস, স্বত্বাধিকারী, মেসার্স ধানমন্ডি ডেল এন্ড কোম্পানি এবং সৈয়দ হাবিবুর রহমান, স্বত্বাধিকারী মেসার্স ফয়সাল কন্ট্রাক্টিং করপোরেশন। তারপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে মহাসচিব মহোদয় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর জনাব হোসেন আখতার, মেসার্স আনোয়ার এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্ট কোং-এর প্রস্তাবে এবং মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড এর সমর্থনে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের পরিচালক এবং ২০১৯ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান-এর অনুপস্থিতিতে নির্বাচন বোর্ডের সদস্য, জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার ডিসিসিআই ২০১৮ সালের নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করে বলেন- নির্বাচন তফসিল জেনারেল শ্রেণির ৪ (চার) জন এবং এসোসিয়েট শ্রেণির ২ (দুই) জন প্রার্থী ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় ডিসিসিআই-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অতঃপর ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালের জন্য ডিসিসিআই এর নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করা হয়। জেনারেল শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব ওসামা তাসীর, জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, জনাব আশরাফ আহমেদ, জনাব শামস মাহমুদ এবং এসোসিয়েট শ্রেণি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন: আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ও জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী।

অতপর জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার ২০১৯ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে তিনি বলেন- সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন- জনাব ইমরান আহমেদ। নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ, সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি কে নির্বাচন বোর্ডের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ২০১৯ সালের পরিচালনা পর্ষদকে অভিনন্দন ও শুভ কামনা করেন। অতঃপর নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচন বোর্ড ও এ্যাপিলেট বোর্ডের কার্যক্রম এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ পর্যায়ে ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় নবনির্বাচিত সভাপতি, জনাব ওসামা তাসীর বলেন- আগামী বছর ঢাকা চেম্বার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি, বিশেষতঃ ডুয়িং বিজনেস ইনডেক্স- এ উন্নয়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, ব্যবসা-বান্ধব কর কাঠামো, দেশি ও বিদেশি-বিনিয়োগ আকর্ষণ, অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে তথ্য-প্রযুক্তির সদ্যবহার, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা ও কার্যকারিতাসহ অর্থনীতির অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে কার্যকরী সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান অব্যাহত রাখবে। এ লক্ষ্যে- আমি নতুন পরিচালনা পর্ষদ, আমাদের পূর্বসূরী, স্ট্যান্ডিং কমিটিসহ সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

এ পর্যায়ে মহাসচিব মহোদয়- নির্বাচিত পরিচালক এবং বিদায়ী পরিচালকবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজের স্বীকৃতি হিসেবে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট পলিসি, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভারসিফিকেশন-(ডব্লিউটিও, এফটিএ ইত্যাদি) অ্যান্ড কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৮ সংশ্লিষ্ট কমিটি ১ম স্থান, এস্টেট কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ২য় স্থান ও কাস্টম, ভ্যাট ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলিটেড স্ট্যান্ডিং কমিটি ৩য় স্থান অধিকার করে। তাছাড়া এথো স্ট্যান্ডিং কমিটিকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ ২০১৮ - ২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

মহাসচিব মহোদয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে তিনটি আবেদন পত্র প্রাপ্তির উল্লেখ করেন যথাক্রমে মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোং, মেসার্স শফিক মিজান রহমান এন্ড আগষ্টিন ও মেসার্স আখতার আমির অ্যান্ড কোং। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসেবে বিস্তারিত আলোচনার পরে এ কাসেম অ্যান্ড কোং- কে নিরীক্ষা ফি মোট ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা (ভ্যাট/ট্যাক্সসহ) পারিশ্রমিক ধার্য করে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান, মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজ এবং সমর্থন করেন জনাব মোঃ মোনায়েম খান, মেসার্স রাজা ব্রাদার্স। অতঃপর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(এএইচএম রেজাউল কবির)
মহাসচিব

(আবুল কাসেম খান)
সভাপতি

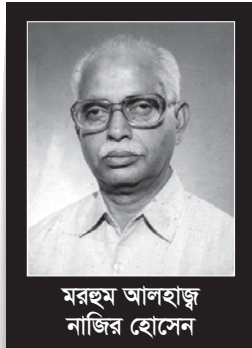
ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হবে।



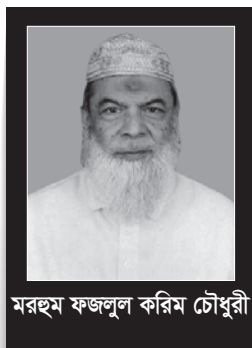
মরহুম আলহাজ্ব
হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তাঁর ইত্তেকাল পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, হিসেবে চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ষিক্যজনিত কারণে তিনি ইত্তেকাল করেন (ইন্সলিগ্নাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম আলহাজ্ব
নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্র বিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজ সেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু ও শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারি শিশু সনদ ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবকই নন, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর এবং সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।



মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরোনো ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ডিসিসিআই'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে ও শিল্পোন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইত্তেকাল করেন (ইন্সলিগ্নাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।



মরহুম আবু
নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও পরবর্তীকালে শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকে আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ-এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা, পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।



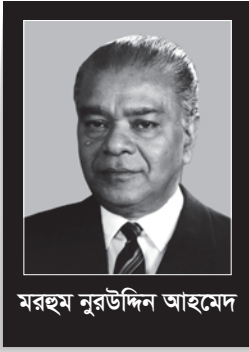
মরহুম ইয়াহিয়া
আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বনাম বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। এ ছাড়াও আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।



মরহুম আলহাজ্ব
আবুল কাশেম, এফসিএ

মরহুম আবুল কাশেম এ দেশের দ্বিতীয় মুসলিম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি তাঁর ফার্ম এ কাশেম এ্যান্ড কোং প্রতিষ্ঠা করেন, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ ফার্ম। তিনি তাঁর দীর্ঘ ও অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনে দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস্ অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম, সমাজ কল্যাণমূলক এবং মানব সেবার ন্যায় মহৎ কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি বাংলাদেশের লায়ন আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিনেটের ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ভিকারুননেসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের গভর্নিং বডি-এর সদস্য ছিলেন।



মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ডিসিসিআই, দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা বিস্তারে অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন স্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃত্ব শ্রেণি তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইল্ললিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।



মরহুম এম
ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই-এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস এবং ইউনুস অ্যান্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার ছিলেন। তিনি দি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রাখেন। মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুঃস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও রক্ষায় মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস, এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন (ইল্ললিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম
এ রব চৌধুরী

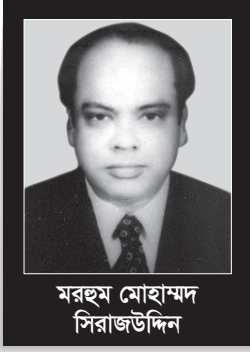
জনাব এ রব চৌধুরী বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রাক্তন সভাপতি। তিনি আরকো কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেড'র চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন'র চেয়ারম্যান এবং এফবিসিসিআই'র নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ধানমন্ডি ও উত্তরা রোটারি ক্লাব'র সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম আলহাজ্জ
মুখলেছুর রহমান

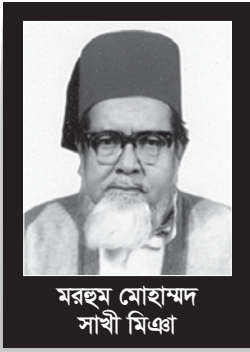
জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৮ সালে ১৮ এপ্রিল নরসিংদীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরামর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প “সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম” তিনিই চালু করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম মোহাম্মদ
সিরাজউদ্দিন

জনাব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ডিসিসিআই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯২৩ সালের ২১ জুলাই ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যমিতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী পরিচালক ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি প্রথম সিরকো সোপ অ্যান্ড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি তৎকালীন সময়ের প্রথম সাবান ফ্যাক্টরি। এটি ব্রিটিশ কোম্পানি জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করতো। ১৯৬৬ সালে তিনি কোহিনূর জুট মিলস্ স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ৫৩ বছর কর্মজীবনে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



মরহুম মোহাম্মদ
সাখী মিয়া

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিয়া পুরাতন ঢাকার প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিয়া ১৯২১ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্ট-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালিদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও নিয়োজিত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি কর্পোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ডিসিসিআই'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিকনির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইল্লালিল্লাহে ওয়াইল্লা ইলাইহি রাজিউন)।



আলহাজ্ব
আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮ মেয়াদকালে প্রথমবারের মত ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বর্তমানে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর চেয়ারম্যান। তিনি আনোয়ার গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির চেয়ারম্যান ছাড়াও নির্বাহী পরিচালক, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন তাঁর প্রচন্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন: গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিশারীর ভূমিকা পালন করছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জমিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিম বক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জমিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসূতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিকেল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগণ্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।



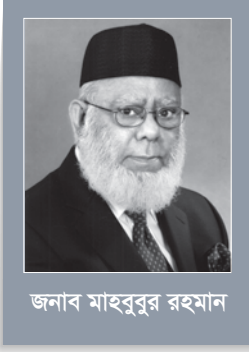
জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ সালে জামালপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম এ জব্বার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। জনাব সাত্তার যুক্তরাজ্যের লন্ডনের সেন্ট ফ্রান্সিস মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫৬ সালে সিনিয়র ক্যামব্রিজ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকা নটরডেম কলেজ হতে আই. এ পাশ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ (এম.পি.এ) হিসেবে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে তিনি শিল্পায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে ও সকল মৌলিক অধিকার আদায়ে সুবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব ব্যবসাসহ পৈতৃক ব্যবসাতে আন্তর্নিয়োগ করেন। ১৯৮০ সালে ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দক্ষতার পরিচয় দেন। ১৯৮২ সালে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী সমন্বয়ে বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত ঢাকা চেম্বারের সদস্যদের ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক নির্বাচনে জয় লাভ করে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি নির্বাচিত হন। চেম্বারের সভাপতি থাকাকালীন সময় তিনি বেসরকারিখাতে ব্যাংক-বীমা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বি-রাষ্ট্রীয়করণে সরকারকে নীতিমালা গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহুর্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর জুড়ি নেই। আর এ কারণেই ব্যবসায়ী মহলে যে কোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি ১৯৮৬-৯০ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিমান ও পর্যটন এবং বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় রাখেন।



জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত জগন্নাথদীঘি ইউনিয়নে জন্মগ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলংকার কান্ডি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিমিটেড সহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং-এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ সালে জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি, ১৯৯২-৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি-বাংলাদেশের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ সালে ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা-এর সভাপতি এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক/চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমান প্রয়োজন, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারি ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সমন্বয়পযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুন্স প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারি মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অন্যতম সংগঠন হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে The Societies Registration Act XXI of ১৮৬০-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়, যা ৪টি গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত ৯ সদস্যের একটি Executive Committee দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর সভাপতি ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্যঃ

১. ডিসিসিআইএর সেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততা এবং এর ঐতিহ্য ও উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা;
২. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা;
৩. গরীব ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা;
৪. সাহিত্য, চারুকলা, বিজ্ঞান ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উৎসাহমূলক পুরস্কার ও মেধাবীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা;
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ ও বন্টন এবং পুনর্বাসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা;
৬. ডিসিসিআই-এর সদস্য এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যবসায়িক শিষ্টাচার বা নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;
৭. পাবলিক-প্রাইভেট ও সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও যোগাযোগের ভারসাম্য রক্ষা করা।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ব্যক্তি মহোদয়গণের স্বাক্ষরক্রমে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় :

- ১) আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, চেয়ারম্যান, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
- ২) জনাব এম এ সান্তার, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৩) জনাব মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৪) জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৫) জনাব এ রব চৌধুরী (মরহুম), প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৬) জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৭) জনাব এ এস এম কাশেম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৮) জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ৯) জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১০) জনাব বেনজির আহমেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১১) জনাব মতিউর রহমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

- ১২) জনাব ফজলে আর এম হাসান এফসিএ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৩) জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৪) জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৫) জনাব জাফর ওসমান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
- ১৬) জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য সচিব, ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন

ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সমূহ :

- ১) সামাজিক সেবামূলক কার্যকলাপের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশুকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্খু ও শিশু হাসপাতালে ঢাকা চেম্বারের ওয়ার্ড উন্নয়ন ও রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- ২) ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত DCCI Young Visionaries প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী দুইজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত (১৮-২০ এপ্রিল, ২০১২) The Global Social Venture Competition (GSVC)-তে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করেন। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন তাঁদের যুক্তরাষ্ট্রে আসা-যাওয়ার ব্যয় ভার বহন করে।
- ৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিডনী ফাউন্ডেশনকে ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় বাবদ ২০,০০,০০০/- টাকা CSR কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে অনুদান প্রদান করে।
- ৪) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ২,০০,০০০/- টাকা করে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।
- ৫) ২০১২ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতি (ঢাকা সমিতি) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১,৫০,০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।
- ৬) পুরাতন ঢাকায় আজাদ মুসলিম ক্লাবের সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন-এর যৌথ উদ্যোগে একটি ডায়াবেটিক সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- ৭) ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ৫,০০,০০০/- টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- ৮) ২০১৫ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মাঝে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকার অনুদান প্রদান করা হয়।
- ৯) সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে আর্থিক অনুদান হিসেবে ২০১৫ সালে ২০,০০,০০০/-টাকা প্রদান করা হয়।
- ১০) ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে মোট ৪,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবাড়ি পঙ্খু হাসপাতাল কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

- ১১) ২০১৭ সালে পবিত্র রমজান উপলক্ষে ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ১২) ২০১৭ সালে সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৩) ২০১৭ সালে বন্যা দূর্গতদের সাহায্যার্থে ৬ (ছয়) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
- ১৪) ২০১৮ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতাত্তদের মাঝে ১১,৬৭,৬৪০/- টাকা ব্যয়ে মোট ৩৩০০ পিস কম্বল বিতরণ করা হয়।
- ১৫) ২০১৮ সালে আনোয়ারা নাছিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ২,০০,০০০/- টাকা (দুই লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৬) ২০১৮ সালে নিলক্ষিয়া বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়কে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৭) ২০১৯ সালে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় শীতাত্তদের মাঝে ১৩,৭৩,৯১১/- টাকা ব্যয়ে মোট ৪০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়।
- ১৮) ২০১৯ সালে আনোয়ারা নাজিমুদ্দিন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনকে ২,০০,০০/- টাকা ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ১৯) ২০১৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে ঢাকার দুঃস্থ ও দরিদ্র স্থানীয়দের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের জন্য ঢাকা মহানগরী সমিতিতে ২,০০,০০০/- টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জি ২০১৮-১৯

- ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ : ডিসিসিআই'র ৫৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশ ও চীনের উদ্যোক্তাদের ফ্লেডশিপ রিসেপশনে যোগদান করেন।
- ১ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ইপিবি আয়োজিত 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৩ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হারশা বর্ধন শ্রিংলা'র সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বিজনেস ইনিশিয়েটিভ ফর লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) যৌথভাবে আয়োজিত "ইজ অব ডুইং বিজনেস রিপোর্ট" শীর্ষক ডায়ালগ অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ঢাকা চেম্বারের গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।
- ৬ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, সহকারী সচিব জনাব আবুল বাশার বঙ্গবন্ধু মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রিয়ার এ্যাডমিরাল এম খালেক ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আব্দুল মালেক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'এক্সপোর্ট ডকুমেন্ট' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৯ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ঢাকা ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে শীতাত্তরদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট শীত বস্ত্র হস্তান্তর।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ওয়ান-স্টপ সার্ভিসেস পলিসি ২০১৮' এর খসড়া নীতিমালার উপর মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
- ১০ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি পানগাঁও কাস্টমস হাউজ আধুনিকায়ন ও বাণিজ্য সেবা বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১১ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ ডিবিআই আয়োজিত 'এমএলএস-এসসিএম' ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন 'ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটেশন' কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
- ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ 'এভিসি-ডাই' প্রকল্পের সভায় যোগদান করেন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী খন্দকার আনোয়ার কামাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সাথে ডিবিআই'র কর্মকর্তাবৃন্দ মতবিনিময় করেন।

- ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউশন আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্পের রপ্তানি সম্ভাবনা’ বিষয়ক গোলটেবিল সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ১ম জাতীয় শিল্প মেলা উপলক্ষে গঠিত নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ‘ট্রেড মার্ক সার্টিফিকেশন’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২০ জানুয়ারি ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২১ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত চামড়া নীতি ২০১৯ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব কামরুল হাসান সাক্ষাৎ করেন।
- : এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব অগ্রিকালচার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দ কমিটির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ বিষয়ক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ঢাকা চেম্বারের নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক এবং যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআইতে ‘ঢাকাইয়া বার-বি-কিউ নাইট’ অনুষ্ঠিত।
- ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ : বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
- : ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ‘গ্লোবাল এন্টারপ্রেনিউরশীপ ট্রেন্ড : বাংলাদেশ’ শীর্ষক ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী, যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান গ্রামীণফোন লিমিটেড’র প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

- ২৮ জানুয়ারি ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এক্সিকিউটিভ কমিটির সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘এসপিএস অ্যান্ড টিবিটি’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ২৯ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ঢাকা চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের সাথে মতিবিনিময় করেন।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম আনোয়ারুল হক বিএসটিআই’র সভায় যোগদান করেন।
- ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক) আয়োজিত ভূটানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে মতিবিনিময় সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে চীনের শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ’র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সাথে ভূটানের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
- ৩১ জানুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বিডা আয়োজিত প্রবাসী বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : এথ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এফবিসিসিআই আয়োজিত ‘জ্বালানি খাতে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সাফল্য’ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল পরিকল্পনা কমিশন আয়োজিত এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে শ্রীলংকা হতে আগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পোটেনজা-এর প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ।
- ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : বাংলাদেশে নিযুক্ত গ্রিসের অনারারি কনস্যুলারের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সাথে গ্রামীণফোন’র সিইও সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই এসসেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটিন্যান্স’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব (ট্রেড ফেসিলিটেশন) জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি বিডা আয়োজিত ‘ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- এফবিসিসিআই আয়োজিত 'বাণিজ্য বিষয়ক মতবিনিময় সভাতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন এর সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই রিয়্যাল এস্টেট ইনকুডিং আরবানাইজেশন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ বিইআরসি আয়োজিত 'লাইসেন্স রেগুলেশন ২০১৯'-এর খসড়ার উপর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিবউল্লাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ার রিসেপশন অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সাব-কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
- ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ২৪তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি-এর নিকট হতে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান এর সভাপতিত্বে 'আইসিটি অ্যান্ড টেলিকম' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম অনুষ্ঠিত।
- ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিসেস আবিদা ইসলাম সাক্ষাৎ করেন।
 - ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের ৪০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ইরান দূতাবাস আয়োজিত নৈশভোজ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে 'ল অ্যান্ড অর্ডার' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক বিএসটিআই আয়োজিত রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক কমিটির ৫ম সভায় যোগদান করেন।
- ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী, যুগ্ম-সচিব জনাব এইচএম মানিরুজ্জামান বিজিএমইএ আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীর এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল ইসলাম এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
 - ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মনোরঞ্জন ভক্ত এফবিসিসিআই আয়োজিত 'কাউন্সিল অব চেম্বার্স প্রেসিডেন্টস' এর সভায় যোগদান করেন।
- ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিজিএমই'র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সভাপতিত্বে 'কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এস এম জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে 'পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ‘প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এশেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ উক্ত সভায় যোগদান করেন।
- : ‘ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড’ কমিটির ১ম সভায় ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব জুলফিকার আহমেদ শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত খসড়া এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ‘বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া বিজনেস ডায়ালগ’-এ আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম মোশাররফ হোসেন এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কোরিয়া ফাউন্ডেশন এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সদস্য জনাব গাজী আলিম আল রাজী এবং জনাব কামরুল হাসান তুহিন তথ্য-প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের খসড়া প্রস্তুত বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআইতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- : বিল্ড এবং এ্যাডভানসেড অস্ট্রিয়া যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া বিজনেস ডায়ালগ’-এ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৯’-এর খসড়ার উপর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘বেসরকারি খাতে মুদ্রানীতির প্রভাব’ বিষয়ক সংলাপ অনুষ্ঠিত। আয়োজিত এ সংলাপে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)‘র গ্লোবাল চেয়ারম্যান জনাব পল পলম্যান-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসীর-এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক সর্বজনাব নুহের লতিফ খান, পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম, আশরাফ আহমেদ, শামস মাহমুদ জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন সভায় যোগদান করেন।

- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ‘এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড’-এর ২য় সভায় যোগদান করেন।
- ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘ডিসিসিআই প্রজেক্ট মনিটরিং’ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বিডা আয়োজিত ‘প্রবাসী বাংলাদেশি সম্মেলন’ এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বিডা আয়োজিত ‘কনভেনশন অব এনআরবি ইঞ্জিনিয়ার্স ২০১৯’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ঢাকা চেম্বারের জনসংযোগ শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতিবিনিময় করেন।
- : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)’র প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিমের সভাপতিত্বে ‘কান্ট্রি কম্পিটিটিভনেস, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন ২০১৯’-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান-এর সভাপতিত্বে ‘স্কিলস ডেভেলপমেন্ট’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সিনিয়র অফিসার (পিআর অ্যান্ড ইভেন্ট) সৈয়দ আবরারুল হক বিডা আয়োজিত ‘সাপ্লাইজ অ্যান্ড লিংকেজ ইস্যুজ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- ২ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ‘ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ ২০১৯’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই স্ট্র্যাটেজিক কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী ডিবিআই’র কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতিবিনিময় করেন।
- ৪ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মাল্লান, এমপি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘অস্ট্রেলিয়া- বাংলাদেশ ট্রেড কনফারেন্স’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ৫ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত শারলট স্লাইটার এবং বাংলাদেশস্থ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উইনি এসট্রাপ পিটারসেন সাক্ষাৎ করেন।

- ৬ মার্চ ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘জাতীয় পাট দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান গ্যারান্টকো ইভেন্ট উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ৭ মার্চ ২০১৯ :
- ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বিডা আয়োজিত বাংলাদেশ-সৌদি আরব বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম ২০১৯ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয়-এর জাতীয় শিল্প মেলা আয়োজন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৯ মার্চ ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ‘টেকনোলজি, ইনোভেশন অ্যান্ড স্কিলস’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই আয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ‘কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ’ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ক্রয় কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন-এর সভাপতিত্বে ‘রিয়েল এস্টেট ইনক্লুডিং আরবানাইজেশন, ডিসেন্ট্রালাইজেশন’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১০ মার্চ ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ইও-বাংলাদেশ আয়োজিত ‘মাই ইও ওমেন এসডিজি এ্যাওয়ার্ডস ২০১৯’-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ‘এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
- ১১ মার্চ ২০১৯ :
- ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাংলাদেশ এনাজী রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক গণশুনানীতে যোগদান করেন।
- ১২ মার্চ ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ-এর সাথে ভারতে নিযুক্ত বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূত ফ্রাসোয়া ডেলহায়া সাক্ষাৎ করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘১ম জাতীয় শিল্প মেলা’-এর উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক গণশুনানীতে যোগদান করেন।
- ১৩ মার্চ ২০১৯ : বিল্ড ও জেট্রো যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ইলেকট্রিক্যাল ভিহাইক্যাল খাতের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা’ শীর্ষক ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু-কেমব্রিজ পলিসি ইনোভেশন প্রোগ্রাম’ শীর্ষক ওয়ার্কিং ডিনারে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব জুলফিকার ইসলাম এলএনজি মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক পাবলিক হিয়ারিং এ যোগদান করেন।
- ১৪ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সাথে দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।
- ১৬ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জ্যাং ঝো সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই কস্টিটিউশন, মেম্বারশিপ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক কমিটি-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদের সভাপতিত্বে ‘ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি আগলিং ইনিশিয়েটিভ’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ‘এগ্রো বেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড’-এর ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৮ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর উদ্যোগে আয়োজিত “পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), এমপি প্রধান অতিথি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : এনবিআর এবং আইসিসি বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজিত ‘এটিএ কারনেট সিস্টেম’ জাতীয় ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- ১৯ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

- ২১ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বেসিস আয়োজিত ‘টেকনোলোজি রেডিনেস ফর প্রসপারাস বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্যানেল আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খানের সভাপতিত্বে ‘ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্ডাস্ট্রি পলিসি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২২ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আতিকুল ইসলামের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।
- ২৩ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই স্ট্রাটেজিক কমিটি-এর ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৪ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘ইউএই-বাংলাদেশ বিজনেস টাই’ শীর্ষক নেটওয়ার্কিং সেশনে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ‘এন্টি ডাম্পিং’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৫ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)’র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর সাথে চীনের দি ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স অব ইউনান প্রভিন্স এর বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর ইউয়ান লিন-এর নেতৃত্বে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর আইসিসি বাংলাদেশ এর নির্বাহী কমিটির ৭৫তম সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ‘কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেস ইস্যুজ’ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এর সভাপতিত্বে ‘এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভার্সিফিকেশন’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৭ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, আহসানাক জনাব এম এ রশিদ শাহ সশ্রুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি বিডা আয়োজিত বর্হিবিধে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসে নিয়োজিত কমার্শিয়াল/ইকোনোমিক কাউন্সিলদের জন্য স্ট্রাটেজিক পেপার প্রণয়নের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ২৮ মার্চ ২০১৯ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘৪র্থ ফুড অ্যান্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক বিএসটিআই আয়োজিত ‘রাবার অ্যান্ড প্লাস্টিক’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- ৩০ মার্চ ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা: চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি” শীর্ষক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ১ এপ্রিল ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ২ এপ্রিল ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রস্তাবনা সমূহ তাঁর নিকট উপস্থাপন করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে ডিবিআই কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ মতবিনিময় করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘দুবাই এক্সপো’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৩ এপ্রিল ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান ঢাকা কাস্টমস হাউজে প্রাইভেট কনটেইনার ডিপো স্থাপন বিষয়ক ১ম সভায় যোগদান করেন।
- ৬ এপ্রিল ২০১৯ : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী-এর সভাপতিত্বে এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন-এর সভাপতিত্বে ‘রিয়েল এস্টেট ইনকুবিং, আরবানাইজেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট্রালাইজেশন’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ৯ এপ্রিল ২০১৯ : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-জাপান জয়েন্ট পাবলিক-প্রাইভেট ইকোনোমিক ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- ১০ এপ্রিল ২০১৯ : বাংলাদেশস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাস আয়োজিত ‘বিজনেস ক্লাইমেট ইন বাংলাদেশ ফর ফরেন ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট’ শীর্ষক বিজনেস ডায়ালগে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : এমসিসিআই আয়োজিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি-এর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘বাজেট প্রস্তাবনার বাস্তবতা’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম শফিকুল আলম, এফসিএ এর যোগদান।

- ১১ এপ্রিল ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ: শিল্পখাতে এর প্রভাব” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৮ এপ্রিল ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ‘গ্যারান্টকো’ যৌথভাবে আয়োজিত স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ (পিআইডিজি) এর চেয়ারম্যান জনাব অ্যাড্‌ভু বেইনব্রিজ গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ২৯ এপ্রিল ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এফবিসিসিআই’র নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিমের সাথে সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং পরিচালক জনাব নূহের লতিফ খান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ৩০ এপ্রিল ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় ও পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : এফবিসিসিআই এবং এনবিআর যৌথভাবে আয়োজিত জাতীয় পরামর্শক কমিটির ৪০তম সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসানের সভাপতিত্বে ‘ফ্লিস ডেভেলপমেন্ট’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক সৈয়দ মামুন কাদের শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক আইপি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ১ মে ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “বাংলাদেশের তৈরি পোষাক খাতের টেকসই উন্নয়ন” প্রেক্ষিত কনক্রেড অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশ পোষাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)’র সভাপতি ড. রুবানা হক উক্ত কনক্রেডে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

- ২ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই সময়স্বাকারী পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদারের সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদের সভাপতিত্বে ‘ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি অ্যাগলিং ইনিশিয়েটিভ’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ৪ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী’র সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ’ স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- ৫ মে ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “নগরায়ণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আবাসন খাতের প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আব্দীন শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ‘প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিশন’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল ইউএসএআইডি আয়োজিত ‘এ্যাক্রেডিটেশন সিরিমনি অন অথরাইজড ইকোনোমিক অপারেটর’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ৬ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কমিটির ১৬তম সভায় যোগদান করেন।
- ৮ মে ২০১৯ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার’ শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন যোগদান করেন।
- ১১ মে ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত।
- ১২ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১৩ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া বিবিএস আয়োজিত ‘বিজনেস ডিরেক্টরি আপডেট’-এর সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘সাসটেইনেবল এলডিসি গ্রাজুয়েশন কোর কমিটি’-এর সভায় যোগদান করেন।
- ১৫ মে ২০১৯ : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘দুবাই এক্সপো ২০২০’ শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন যোগদান করেন।
- ১৬ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফ চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের জন্য বিডা আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।

- ১৯ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘ক্লাস্টার অ্যান্ড নন-ক্লাস্টার বেইজড এসএমই ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুন উর রশিদ বিডা আয়োজিত ‘বাংলাদেশের ট্যাক্স হলিডে নীতিমালার আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
- ২০ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ মোঃ ওয়ালিউল ইসলাম স্বল্প কার্বন নিঃসরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২২ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব আশফাকুর রহমান নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত নদী দূষণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘মডেল বাইলেটারেল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটি অ্যান্ড বিমসটেক ইনভেস্টমেন্ট এগ্রিমেন্ট’-এর সভায় যোগদান করেন।
- ২৫ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট’স ফোরাম আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার চাইনিজ ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিজনেস ম্যাচ-মেকিং এ যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান, জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মালিক, আহ্বায়ক জনাব এম এ হামিদ এবং যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া চাইনিজ ম্যানুফেকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বিজনেস ম্যাচ-মেকিং এ যোগদান করেন।
- ২৬ মে ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশস্থ ভারতীয় দূতাবাস আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ‘ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস’ কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব মোঃ শামীম ভূঁইয়া বিবিএস আয়োজিত ‘বিজনেস ডিরেক্টরি নবায়ন’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি কাউন্সিল-এর ১৩তম সভায় যোগদান করেন।
- ২৭ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই মেম্বারশিপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৮ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না ‘জেডিপিসি স্টিয়ারিং কমিটি’-এর সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এনপিও এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত চীন, জাপান, তিউনিশিয়া এবং আলজেরিয়াতে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে প্রেরিতব্য বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গঠনের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- ২৯ মে ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ‘ডব্লিউটিও: স্যানিটেশন এ্যাগ্রিমেন্ট’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ১ জুন ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
- ৯ জুন ২০১৯ : বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি প্রধান অতিথি এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব মিসেস নাতাশ কঙ্কাবতী ‘লোকাল এসিড ব্যাটারি ইন বাংলাদেশ: সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘সৌদি আরাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি’ এর সভায় যোগদান করেন।
- ২৪ জুন ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে এইচকেটিডিসি’র প্রতিনিধি জনাব জহির মার্চেন্ট সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ইউএসএআইডি ডাই প্রজেক্ট’র সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান স্কিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির এ্যাডভাইজরি অ্যান্ড এ্যাকশন কমিটির ১ম সভায় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না এমসিসিআইতে অনুষ্ঠিত ‘একসেস টু ফাইন্যান্স এসএমই’স ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল বিশ্বব্যাংক আয়োজিত বিজনেস আউটরিচ অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ২৫ জুন ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ‘বিমসটেক ডে ২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী বিডা আয়োজিত বিনিয়োগ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন সহ চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ বিডাতে অনুষ্ঠিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- ২৬ জুন ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মেটাবিল্ড প্রকল্প আয়োজিত ২দিন ব্যাপী 'ইন্টারন্যাশনাল ক্লিন টেকনোলোজি ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'অপরচুনিটি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট' শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীনসহ চেম্বারের কর্মকর্তাবৃন্দ বিভাগে অনুষ্ঠিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৭ জুন ২০১৯ : এফবিসিসিআই আয়োজিত প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০২০ এবং অর্থবিল বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিশ্বের ট্রাস্টি বোর্ডের ১৮তম সভায় যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে গ্রামীণফোন লিমিটেড এর চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার ওলে বিজর্ন সাক্ষাৎ করেন।
- ৩০ জুন ২০১৯ : ডিসিসিআই উপ-সচিব (এইচআরএম) মিসেস নাতাশা কঙ্কাবতী 'নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বিষয়ক সহায়তা' শীর্ষক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ১-৫ জুলাই ২০১৯ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের চীন সফর।
- ১ জুলাই ২০১৯ : বিডা আয়োজিত 'বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়ন' শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব জুলফিকার ইসলাম যোগদান করেন।
- ২ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত 'মেইড ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ৩ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সাথে জাইকার প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব এনামুল হাফিজ লতিফি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'তৈরি পোষাক খাতের ফ্যাশন ডিজাইন' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল 'জাইকা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রজেক্ট' বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ৪ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন জাপানের উদ্যোক্তাদের সাথে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারিখাতের উদ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
- ৭ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিডা আয়োজিত 'ইজ অব ডুইয়িং বিজনেস' শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।
- ৮ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিডা আয়োজিত 'ইজ অব ডুইয়িং বিজনেস' শীর্ষক ৬ষ্ঠ সভায় যোগদান করেন।

- ৯ জুলাই ২০১৯ :
- ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রি ফেয়ার ২০১৯’-এর সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল পরিবেশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত গ্লোবাল কমিশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১০ জুলাই ২০১৯ :
- আইসিসি বাংলাদেশ এর নির্বাহী কমিটির ৭৬তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
 - শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ‘এক্সেশন টু মাদ্রিদ প্রোটোকল’ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই সহকারী সচিব জনাব জুলফিকার ইসলামের অংশগ্রহণ।
- ১১ জুলাই ২০১৯ :
- ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল এসএমই ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত ‘ইমপ্যাক্ট অন এ্যাসেসমেন্ট অব দি ক্রেডিট হোল সেলিং অব এসএমই’ বিষয়ক কর্মশালায় যোগদান করেন।
- ১৩ জুলাই ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ সেন্টারের নির্বাহী কমিটির সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী’র সাথে যুক্তরাষ্ট্র হতে আগত মিস ক্যাট কলি এবং মিস মেগাল গিলিস সাক্ষাৎ করেন।
 - ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর সভাপতিত্বে ক্রয় কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
 - ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিষয়ক স্ট্যাডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৪ জুলাই ২০১৯ :
- এফবিসিসিআই আয়োজিত কোরিয়া-বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
 - ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক এবং এনামুল হক পাটোয়ারী-এর সাথে আর্জেন্টিনার কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।
 - ডিসিসিআই আহ্বায়ক ইঞ্জিঃ শামসুজ্জোহা চৌধুরী ঢাকা জেলা কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সমন্বয় সভায় যোগদান করেন।
- ১৫ জুলাই ২০১৯ :
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমানের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাক্ষাৎ।
 - ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী বিভা আয়োজিত ‘ইজ অব ডুয়িং বিজনেস’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১৬ জুলাই ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে আর্জেন্টিনার কৃষি বিষয়ক মন্ত্রী সাক্ষাৎ করেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘রেজিস্টার্ড এক্সপোর্টার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- ১৭ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে বিশ্ব মেধা সম্পদ অর্গানাইজেশন (ওয়াইপো)’র প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সি (মুসাই ব্যুরো)’র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সান্দ্রা মালথাব সাক্ষাৎ করেন।
- ১৮ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘কোয়ালিটি এসিউরেন্স অ্যান্ড ইমপেকশন অব দি লোকাল ম্যানুফ্যাকচার্স প্রডাক্ট’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস-এর বিশেষ কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্ল্যাহ তুহিন ইপিবি আয়োজিত তুরক্ষে ২০১৯-২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সশ্রুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সভায় যোগদান করেন।
- ২০ জুলাই ২০১৯ : ডিবিআই কলেজ’র অধ্যক্ষা মিসেস খোদেজা বেগম ‘বিডব্লিউসিসিআই প্রোগ্রেসিভ এ্যাওয়ার্ড ২০১৭’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২১ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই কস্টিটিউশন, মেম্বরশিপ, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৩ জুলাই ২০১৯ : ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- ২৪ জুলাই ২০১৯ : বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূতের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : বিল্ড এবং প্রিজম যৌথভাবে আয়োজিত ‘বাংলাদেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন’ বিষয়ক ডায়ালগে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না-এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সশ্রুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ঈদ-উল আযহা উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৫ জুলাই ২০১৯ : চীনের ৯২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- ২৭ জুলাই ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি এবং এনবিআর-এর সদস্য (ভ্যাট বাস্তবায়ন ও আইটি) মিসেস শাহনাজ পারভীন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

- ২৯ জুলাই ২০১৯ : ডিবিআই গভার্ণিং বডি-এর ১৩তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- ৩০ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল থ্রাডক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স কমিটির ২য় সভায় যোগদান করেন।
- ৩১ জুলাই ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘হিন থ্রোথ অ্যান্ড গ্লোবাল’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘হাই কোয়ালিটি ফ্যাশন ইন আরএমজি সেক্টর’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১ আগস্ট ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে মেট্রো ঢাকা ট্রান্সফর্মেশন প্ল্যাটফর্ম-এর প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
- ৩ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর গুলশানে এমসিসিআই’র নতুন শাখা অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান এর সভাপতিত্বে আইসিটি অ্যান্ড টেলিকম স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- ৫ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ ও সদস্য জনাব রঞ্জন লোহার শ্রেডা আয়োজিত ‘নেট মিটারিং গাইডলাইন’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৬ আগস্ট ২০১৯ : আইসিসি বাংলাদেশ এর ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- ৭ আগস্ট ২০১৯ : বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৩০তম পর্ষদ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ১ম বিশেষ সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ যোগদান করেন।
- ৮ আগস্ট ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ পিকেএসএফ আয়োজিত ন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্যাটেজি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল প্রডাক্টভিটি নির্বাহী কমিটির ১৭তম সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটেশন কমিটির ৩য় সভায় যোগদান করেন।
- ২০ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী'র সভাপতিত্বে 'কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন অ্যান্ড এনবিআর রিলেটেড ইস্যুজ' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী'র সভাপতিত্বে 'ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড' কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
- ২১ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সভাপতিত্বে 'এডিএমএস অ্যান্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট'-এর ডেমো উপস্থাপন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ইপিবি আয়োজিত 'রেজিস্ট্রার্ড এক্সপোর্টার সিস্টেম' এর সভায় যোগদান করেন।
- ২২ আগস্ট ২০১৯ : ইন্দোনেশিয়ার ৭৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান এর সভাপতিত্বে 'ফ্লিস ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম এ রশিদ শাহ সশ্রুট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২২ আগস্ট ২০১৯ : জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে এফসিসিআই আয়োজিত আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রডাক্টভিটি নির্বাহী কমিটির ১৭তম সভায় যোগদান করেন।
- ২৪ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসানের সভাপতিত্বে 'ফ্লিস ডেভেলপমেন্ট' স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৫ আগস্ট ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে ইনটেক্স সাউথ এশিয়া'র পরিচালক মিসেস আরতি ভাগত এবং জনাব জহির মার্চেন্ট সাক্ষাৎ করেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ' বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির সভায় যোগদান করেন।

- ২৬ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুনুর রশিদ 'ডব্লিউটিও টিএফএ ইমপ্লিমেন্টেশন প্রথোস এ্যাসেসমেন্ট' বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ৩০ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন 'ন্যাশনাল ট্রেড ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটিজ কমিটি'-এর ৩য় সভায় যোগদান করেন।
- ৩১ আগস্ট ২০১৯ : ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : বিয়াক-এর ৮ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'টেকসই আর্থিক খাতের বিনির্মাণে কার্যকর এডিআর ব্যবস্থার বাস্তবায়ন' শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ফিকি আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুনুর রশিদ ঢাকা কাস্টমস হাউজে অনুষ্ঠিত 'ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশ-ফিলিপাইন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। বাংলাদেশ ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিপিসিসিআই)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এ সেমিনারে ফিলিপাইন ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহকারী পরিচালক এগনেস পারপেচুয়া লেগাসপি-এর নেতৃত্বে কৃষি ও শাক-সবজি, চা, পানীয়, ঔষধ, প্রসাধনী এবং প্যাকেজিং মেশিনারিজ খাতের ১৫ সদস্যের ফিলিপাইনের একটি প্রতিনিধিদল আয়োজিত সেমিনার ও বিজনেস ম্যাচ-মেকিং-এ যোগদান করেন।
- ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশ সফরকারী ফিলিপাইনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সম্মানে বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ যোগদান করেন।
- ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে অনুষ্ঠিত বিজনেস সার্ভিস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, সহকারী পরিচালক (ডিবিআই) জনাব মোঃ আবুল বাশার মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী, সহকারী সচিব জনাব জুলফিকার ইসলাম তৈরি পোষাক খাতের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'ইন্ডিয়ান ওশান রিম এসোসিয়েশন ব্রু ইকোনোমি মিনিষ্ট্রিয়াল কনফারেন্স'-এ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশস্থ শ্রীলংকান দূতাবাস আয়োজিত 'শ্রীলংকান বিজনেস কনক্লেভ'-এ ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।

- ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : 'ন্যাশনাল অটোমোবাইল পলিসি' শীর্ষক আলোচনা সভায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ 'ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট'-এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসান, আহ্বায়ক জনাব জোবায়ের বি এ সিদ্দিকী, যুগ্ম-আহ্বায়ক জনাব এস এম গোলাম ফারুক 'ইডিএমএস অফিস ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ৮-১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় সিঙ্গাপুর সফর করেন।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) যৌথভাবে আয়োজিত 'নর্থইষ্ট বাংলাদেশ ইকোনোমিক করিডোর ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক ওয়ার্কশপে ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর যোগদান।
- : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'কোম্পানি আইন' পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই উপ-সচিব (পিআর) জনাব মোঃ একরামুল হক 'এলএনজি টার্মিনাল স্থাপন, এলএনজি আমদানি এবং বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন' বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
- ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ সফররত চীনের লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মধ্যকার বিজনেস ম্যাচ-মেকিং অনুষ্ঠিত। চীনের লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র চেয়ারম্যান ঝাও ইয়ানকিং-এর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল উক্ত বিজনেস ম্যাচ-মেকিং-এ অংশগ্রহণ করেন।
- ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : স্থানীয় সরকার ডিভিশন এবং ইউনিসেফ যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর যোগদান।
- ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত 'জার্নি অব ইনোভেটরস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরস' বিষয়ক সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী এবং আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিয়ামতউল্লাহ মজুমদার-এর জাইকার প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।

- ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
- ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এফবিসিসিআই আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না-এর সভাপতিত্বে এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভার্সিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত মান্যবর সৈয়দ মোহাম্মদ আল-মেহরি-এর সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর সাক্ষাৎ করেন।
- ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ, পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারি এবং আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন-এর সভাপতিত্বে প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস্, এসেনসিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড-এর ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর যোগদান।
- ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সংস্কারকৃত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন।
- : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল জব স্ট্রাটেজি' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত 'প্রেসিডেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এ্যাওয়ার্ড পলিসি ২০১৯' বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ, পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, হোসেন এ সিকদার এবং আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ 'ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট ২০১৯' আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-এর স্টয়ারিং কমিটির সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত জনাব মোঃ জয়নাল আদীন, উপ-সচিব (ডিবিআই) তামান্না সুলতানা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

- ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আশরাফ আহমেদ-এর সভাপতিত্বে ‘ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন’ স্ট্যাডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এবং ঢাকা চেম্বারের গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ মতবিনিময় করেন।
- ২৫-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত টেকনোলোজি সিনেট বাংলা’য় যোগদান করেন।
- ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী বিএসটিআই আয়োজিত ‘কনফারমিটি এ্যাসেসমেন্ট’ উপ-কমিটির ৩১তম সভায় যোগদান করেন।
- ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সাথে বাংলাদেশস্থ তুরস্কের দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সাক্ষাৎ করেন।
- : ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ‘ইলেকট্রনিক গভার্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে ‘ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি আগলিং ইনিশিয়েটিভ’ স্ট্যাডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ‘ন্যাশনাল ট্রেড ট্রান্সপোর্ট ফেসিলিটিজ কমিটি’-এর ৩য় সভায় যোগদান করেন।
- ১ অক্টোবর ২০১৯ : ‘ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট ২০১৯’ আয়োজন উপলক্ষে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এম মোশাররফ হোসেন বিসিক আয়োজিত ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- ২ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ফিজির মন্ত্রী জনাব আইয়াজ সাইয়েদ কাইয়ুম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ৩-৬ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ভারত সফর করেন।
- ৫ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী এর সভাপতিত্বে ‘এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার’ স্ট্যাডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

- ৬ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এর সভাপতিত্বে ‘কান্ডি কম্পিটিটিভনেস, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন’ স্ট্যাভিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ৭ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আয়োজিত ‘প্রমোটিং ডিএসই এসএমই অ্যান্ড ভি-নেট প্ল্যাটফর্ম’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
- ৯ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট ২০১৯ অনুষ্ঠিত।
- ১০ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আকীন, উপ-সচিব মিসেস তামান্না সুলতানা এবং সহকারী সচিব জনাব আবুল বাশার ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-এর উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ১৩ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ‘প্রমোশন ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এনহান্সিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপিটিটিভনেস’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
- ১৫ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম এর সভাপতিত্বে ‘কান্ডি কম্পিটিটিভনেস, ট্রেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডাইভার্সিফিকেশন’ স্ট্যাভিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৬ অক্টোবর ২০১৯ : এয়ামচেম আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ঢাকা চেম্বারের জনাব সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের যোগদান।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ এর সভাপতিত্বে ‘ন্যাশনাল এনার্জি সিকিউরিটি’ স্ট্যাভিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৭ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনঃসংস্কার ও ব্যবসা গুটিয়ে নেয়া এবং স্টেকহোল্ডারদের উপর এর প্রভাব’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ১৯ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ডট ফাইভ-এর ১০ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : এনবিআর আয়োজিত ৩দিন ব্যাপী ‘ন্যাশনাল সিঙ্গেল ইউভো ভিশন ওয়ার্কশপ’-এ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব হারুনুর রশিদ এর যোগদান।
- ২১-২৪ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী-এর নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল ভারতের আসামে অনুষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিট’ এ যোগদান করেন।
- ২২ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ‘ন্যাশনাল ইনোভেশন অ্যান্ড ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি পলিসি’ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

- ২৬ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘নিরাপদ ও হালাল খাদ্য নিশ্চিতকরণ: বর্তমান প্রেক্ষিত ও করণীয় নির্ধারণ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। সেমিনারে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে রষ্ট্রদূত মান্যবর সৈয়দ মোহাম্মদ আল-মেহরি গেষ্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মহাপরিচালক জনাব শামীম মোহাম্মদ আফজাল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- : ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আন্দালিব হাসানের সভাপতিত্বে ‘আইসিটি অ্যান্ড টেলিকম’ স্ট্যাডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ২৭ অক্টোবর ২০১৯ : ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী এর সভাপতিত্বে ‘কাস্টমস, ভ্যাট, ট্যাক্সেশন, এনবিআর রিলেটেড ইস্যুস’ স্ট্যাডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
- : সড়ক ও জনপথ বিভাগ আয়োজিত সভায় ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন যোগদান করেন।
- : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত মেডিক্যাল হেলথ সার্ভিস আইন ২০১৯ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (গবেষণা) জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান যোগদান করেন।
- ২৮ অক্টোবর ২০১৯ : ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ব্রিটেন ভিত্তিক কোম্পানি লি কুপার-এর বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর আইসিসি বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পর্ষদ কমিটির ৭৭তম সভায় যোগদান করেন।
- ২ নভেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ‘এক্সটেনশন অব ফিল্ড অব মিউচুয়াল কো-অপারেশন’ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
- : ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘বাংলাদেশে এপিআই খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। সেমিনারে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল আমিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ৩ নভেম্বর ২০১৯ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দি ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশীপ (আইসিই)’-এর নির্বাহী কমিটির ২য় সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান।
- ৪ নভেম্বর ২০১৯ : বাংলাদেশস্থ সুইডেন দূতাবাস এবং বাংলাদেশ এ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ যৌথভাবে আয়োজিত ‘ডেভেলপিং এ্যাকশনেবল রোডম্যাপ ফর ওয়াটার কনজারভেশন ইন এ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর যোগদান।
- ৫ নভেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাদভাইজরি বোর্ড-এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
- ৬ নভেম্বর ২০১৯ : ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন আয়োজিত ‘দি বিজনেস বেনিফিটস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অব এমপ্লয়ার্স-সাপোর্টার চাইল্ডকেয়ার ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সভায় যোগদান করেন।

- ৭ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিডা আয়োজিত বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
 - ঢাকা চেম্বার এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এবং এনপিও'র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-এর সাথে টিএফও কানাডা'র পরিচালক (প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পার্টনারশীপ) জনাব জাকি মুন্সী সাক্ষাৎ করেন।
 - বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
- ৯ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআইতে “বেসরকারি খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
 - ডিসিসিআই কন্সটিটিউশন, মেম্বারশিপ, গ্র্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এইচআর বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৩ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এপিআই ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর খন্দকার আনোয়ার কামাল নরডিক চেম্বার এবং নরওয়ের দূতাবাস যৌথভাবে আয়োজিত ‘ক্লিন এনার্জি ফিন্যান্সিং’ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
- ১৪ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর এর সাথে পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ইউহানেস আইয়ালিউ বিক সাক্ষাৎ করেন।
- ১৬ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই ম্যানেজমেন্ট কমিটি অন ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস-এর ১০ম সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ সভায় যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
- ১৭ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বিল্ড-এর ট্রাষ্টি বোর্ডের ১৯তম সভায় যোগদান করেন।
- ২০ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর পোল্যান্ডের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ পোল্যান্ড এর কনসুল জেনারেল আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।
- ২৩ নভেম্বর ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘কান্ডি কম্পিটিটিভনেস অব বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
 - ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১তম সভা অনুষ্ঠিত।
 - ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ওয়ার্ল্ড বিজনেস এজেন্সেস ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম (ডব্লিউবিএএফ)-এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর।

- ২৬ নভেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশস্থ ইটালিয়ান দূতাবাস আয়োজিত ‘ইটালিয়ান কুইজিন ইন দি ওয়ার্ল্ড’-এর উদ্বোধন ও নৈশভোজে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীরের সাথে পুরোনো ঢাকার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন।
 - ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত ‘EBIN রেজিস্ট্রেশন’ বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক জনাব সৈয়দ মুশফিকুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।
- ২৭ নভেম্বর ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর দি কনফেডারেশন অব এশিয়া-প্যাসিফিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৩৩তম সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত ‘এশিয়া এ্যাট দি সেন্টার অব এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার’ সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
 - প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি’র ১৩তম সভায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর যোগদান করেন।
- ১ ডিসেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেশন কমিশন আয়োজিত বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি বিষয়ক গণশুনানিতে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশস্থ ডেনমার্কের দূতাবাস আয়োজিত ‘ড্যানিশ এভরিডে প্রডাক্টস’ শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ২ ডিসেম্বর ২০১৯ :
- ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ইউএনডিপি আয়োজিত ‘সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নে তথ্যের ব্যবহার’ শীর্ষক সেশনে নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যোগদান করেন।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর বাংলাদেশস্থ নরওয়ের দূতাবাস কর্তৃক টেলিনরের সিইও-এর সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজ সভায় যোগদান করেন।
- ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর থাইল্যান্ডের জাতীয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ থাইল্যান্ডের দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
- ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ :
- ঢাকা চেম্বার আয়োজিত ‘ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী বেগম মুন্সুজান সুফিয়ান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান গেস্ট অব অনার এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন-এর সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
 - ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) ও আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত।
 - ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিতব্য ‘দি এশিয়া-প্যাসিফিক কনফারেন্স অন ফিন্যান্সিং ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রেস ব্রিফিং-এ যোগদান করেন।
 - ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর ফ্রান্স-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত ‘ফ্রেঞ্চ এ্যানুয়াল গালা ডিনার ফর ২০১৯’-এ যোগদান করেন।

বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র জেনারেল বডিতে
২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই	০৪। জনাব আবুল কাসেম খান প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
০২। জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	০৫। জনাব একেএম আফতাব উল-ইসলাম প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই
০৩। জনাব ইমরান আহমেদ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	০৬। জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

২০১৯ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-আধাসরকারি সংস্থা আয়োজিত সভায়
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটি (সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন “বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেকটিভিটি প্রকল্প-১” (বিআরসিপি) এর আওতায় National Trade and Transport Facilitation Committee (NTFC) (কমিটি সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (পর্ষদ সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৫	বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৬	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) (অতিথি সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৭	ঢাকা জেলা প্রশাসক এর আওতাধীন “সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন” কমিটি (সদস্য)	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৮	এটুআই আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৯	ঢাকা ওয়াসা বোর্ড (পর্ষদ সদস্য)	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) (পর্ষদ সদস্য)	জনাব হোসেন খালেদ প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন		
১১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ৬ষ্ঠ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের রপ্তানী খাত পোষাক শিল্পের হাইকোয়ালিটি ফ্যাশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর প্রতিনিধি	জনাব শামস মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ২০১৯-২০২০ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নতুন খসড়া কোম্পানি আইন প্রণয়নের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব নূহের লতিফ খান পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব আবসার করিম চৌধুরী প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দুবাই এক্সপো ২০২০ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নের Theme Statement প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব কে এম এন মঞ্জুরুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
১৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশের রপ্তানীকারকদের রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিএ ভবন) মানব সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এলডিসি স্টেটাস থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ উদযাপন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই ব্যারিষ্টার আব্দুল বাতেন শেখ আইন উপদেষ্টা, ডিসিসিআই
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পবিত্র রমযান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর উপর অর্পিত যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোহাম্মদ বাশির উদ্দিন পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব এম এ রশিদ শাহ সদ্দাত আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এপিআই শিল্প বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম এ রশিদ শাহ স্মাট আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত দুবাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০ বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এসপিএস এবং টিবিটি বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
২৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এ কে এম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারি অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ভারত পণ্য আমদানি-রপ্তানি ও কার্গো বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এপিআই শিল্প বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব এএইচএম মানিরুজ্জামান যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেবা খাতে লাইসেন্স ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব সালাউদ্দিন ইউসুফ সদস্য, ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি
২৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ ট্রেড কনফারেন্স বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
২৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ বেলারুশ জয়েন্ট কমিশন সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও সেনিটারি ও ফাইটোসেনিটারি (এসপিএস) বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ডব্লিউটিও বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সৌদি বিনিয়োগ কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৩৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত পোষাক শিল্পের ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত এফটিএ এর মাধ্যমে আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৩৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ভারত সিইও ফোরাম বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হারুন উর রশিদ সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
৩৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশের রপ্তানি খাত পোষাক শিল্পের হাইকোয়ালিটি ফ্যাশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আশরাফুল ইসলাম জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৩৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আশরাফুল ইসলাম জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৩৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ ভারত ট্রাস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আশরাফুল ইসলাম জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৪০	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠান সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি কর্তৃক ক্রেস্ট গ্রহণ	জনাব ইমরান আহমেদ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৪১	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত বাংলাদেশের রপ্তানীকারকদের রেজিস্ট্রেশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী পরিচালক, ডিসিসিআই
৪২	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৯ এর অর্থ উপ-কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৪৩	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত চীন ও জাপান এবং তিউনিশিয়া ও আলজেরিয়ায় ২টি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৪৪	রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯-২০২০ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৪৫	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইএফটি)-২০১৯ এর স্টিয়ারিং কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৬	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত খাদ্য, ঔষধ, চিকিৎসা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৭	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আয়োজিত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শুল্ক সুবিধা পাওয়ার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর প্রতিনিধি	জনাব হারুন উর রশিদ সহকারী সচিব (গবেষণা) জনাব আবুল বাশার সহকারী সচিব (ডিবিআই) জনাব একেএম আশরাফুল ইসলাম জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৪৮	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত বাংলাদেশি পণ্যের উপর এন্ট্রি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৯	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ-সচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
শিল্প মন্ত্রণালয়/এসএমই ফাউন্ডেশন/বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন/বিএসটিআই/এনপিও		
৫০	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা মাস্টার প্লান বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এন কে এম মবিন, এফসিএ, এফসিএস, সিএফসি আহ্মায়ক, ডিসিসিআই
৫১	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত লেদার, লেদার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট পলিসি (খসড়া) ২০১৯ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৫২	বিসিক কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা জেলার আওতাধীন বিসিক শিল্পনগরী, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৩	শিল্প মন্ত্রণালয় (এনপিও) আয়োজিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা নির্বাহী কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৪	শিল্প মন্ত্রণালয় (এনপিও) জাতীয় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক মূল্যায়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৫	শিল্প মন্ত্রণালয় (এনপিও) আয়োজিত প্রেসিডেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এওয়ার্ড পলিসি ২০১৯ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৬	শিল্প মন্ত্রণালয় (এনপিও) জাতীয় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক ১৭তম এবং ১৮তম সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৭	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এনপিও এক্সিলেন্স এওয়ার্ড বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৮	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ইনোভেশন এন্ড ইনটেলেকচুয়াল পলিসি বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৫৯	বিসিক আয়োজিত এসএমই খাতে ঋণ প্রাপ্তি বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
৬০	বিসিক আয়োজিত বিসিক ফিউচার প্ল্যান বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম মোশাররফ হোসেন আহ্মায়ক, ডিসিসিআই
৬১	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিশ্ব আই পি ডে (ওয়াইপো) বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	সৈয়দ মামুন কাদের আহ্মায়ক, ডিসিসিআই
৬২	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১ম জাতীয় শিল্প মেলা (এনআইএফ) ২০১৯ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্মায়ক, ডিসিসিআই
৬৩	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ভারতে আন্তর্জাতিক মেগা ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হাবিব উল্লাহ তুহিন আহ্মায়ক, ডিসিসিআই
৬৪	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি সমন্বয় সভায় (পিএসডিপিসি) ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আন্দীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই
৬৫	এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ক্লাস্টার প্রোথাম বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসি আইপ্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আন্দীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৬৬	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ১৩তম জাতীয় উৎপাদনশীলতা কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই
৬৭	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিমস্টেক মডেল বিনিয়োগ কৌশল বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
৬৮	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত এফটিএ অব সৌদি বিনিয়োগ সংস্থা (সাগিয়া) সাথে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৬৯	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত টিএনসি ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
৭০	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত রাবার এবং প্লাস্টিক প্রোডাক্ট বিষয়ক শাখা কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৭১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত লেদার, ফুটওয়্যার এন্ড লেদার প্রোডাক্ট বিষয়ক শাখা কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৭২	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত কনফারেন্সটি এসেসমেন্ট কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব গোলাম জিলানী আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৭৩	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত ৩২তম কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই
৭৪	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত এ্যানিমেল ফিড বিষয়ক শাখা কমিটির সভায় ডিসিসিআই-এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
৭৫	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত খসড়া এসএমই পলিসি ২০১৯ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব জুলফিকার ইসলাম সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
৭৬	শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত মাদ্রিদ প্রটোকল সিস্টেম বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব জুলফিকার ইসলাম সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
৭৭	এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত বাজেট প্রপোজাল ভেলিডেশন কর্মশালা আয়োজন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম সফিকুল আলম, এফসিএ আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৭৮	এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কোরিয়া ফেডারেশন অব এসএমই সাথে এমওইউ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম মোশাররফ হোসেন আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
৭৯	এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত বস্ত্র ও পোশাক খাতের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
৮০	এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রাম বিষয়ক কর্মশালা ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
৮১	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আয়োজিত 'রাবার এন্ড প্লাস্টিক' শাখা কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
৮২	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক আয়োজিত কোয়ালিটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড কারিগরী প্রতিষ্ঠান বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম আজিজুর রহমান যুগ্ম আহ্বায়ক, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়		
৮৩	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আয়োজিত আইন শৃঙ্খলা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, ভোক্তা অধিকার ইত্যাদি বিষয়ক অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ পরিচালক, ডিসিসিআই
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় Jute Diversification promotion Center/DCCI USAID AVC Project/E2K		
৮৪	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আয়োজিত জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার এর স্টয়ারিং কমিটির (বোর্ড অব গভর্নরস এর দায়িত্বরত) অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না পরিচালক, ডিসিসিআই
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)		
৮৫	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আয়োজিত গ্যাসের ট্রান্সমিশন চার্জ, ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ এবং ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার পূর্ণগণনির্ধারণের অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম মানিরুজ্জামান যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই জনাব জুলফিকার ইসলাম সহকারি সচিব, ডিসিসিআই
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/এটুআই প্রকল্প/বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)/ পিপিপি কার্যালয়/ আইসিটি ডিভিশন		
৮৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব ওসামা তাসীর সভাপতি, ডিসিসিআই
৮৭	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্টার্ট-আপ ফাইনালিং প্রোডাক্ট এবং অবকাঠামো ফান্ড বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব আশরাফ আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৮	এটুআই এবং ইআরডি আয়োজিত অনাবাসিক বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ওয়াকার আহমদ চৌধুরী উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৯	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক আয়োজিত বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী পরিচালক, ডিসিসিআই
৯০	আইসিটি ডিভিশন, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আইসিটি খাতে বাংলাদেশ ভারত এমওইউ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব গাজী আলম আল রাজী এবং জনাব কামরুল হাসান তুহিন, সদস্য, ডিসিসিআই আইসিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি
৯১	গ্রামীণ ফোন আয়োজিত টেলিকম খাত বিষয়ক আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আন্দীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
৯২	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই জনাব জুলফিকার ইসলাম সহকারী সচিব, ডিসিসিআই জনাব রাহুল আচার্য জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম সিনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই মিসেস আনোয়ারা ইসলাম নিপা জুনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই
৯৩	আইসিটি ডিভিশন, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পলিসি ২০১৮ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
৯৪	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ইজ অব ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
৯৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহযোগিতা, রয়েলটি, ফ্রান্সিস বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম আসাদুজ্জামান পাটোয়ারী অতিরিক্ত সচিব, ডিসিসিআই
৯৬	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ট্রেড মার্ক সার্টিফিকেশন বিষয়ক সভায় সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব, কমন সার্ভিস, ডিসিসিআই
৯৭	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত জাইকা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
৯৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
৯৯	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত অনাবাসিক বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব একেএম মানিরুজ্জামান যুগ্ম সচিব, ডিসিসিআই
১০০	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স ১৯৮৪ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
১০১	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলরদের স্ট্যাটজিক পেপার প্রস্তুত বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
১০২	আইসিটি ডিভিশন, তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় আয়োজিত আইসিটি খাতে বাংলাদেশ ভারত এমওইউ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব দিলীপ কুমার রায় সহকারী সচিব, ডিসিসিআই
১০৩	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) আয়োজিত সাপ্লাইয়াস এন্ড লিংকেজ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব সৈয়দ আবরারুল হক সিনিয়র অফিসার, ডিসিসিআই

ক্রমিক নং	অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি
অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, কাস্টম হাউস, যৌথমূলধনী কোম্পানি, অধিদপ্তর		
১০৪	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এসডিজি বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
১০৫	কাস্টমস্ হাউজ, পানগাঁও, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক আয়োজিত সেবা প্রদানে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ-সচিব, ডিসিসিআই
Infrastructure, SDG, 2030, BEZA, CSR, BUILD and Miscellaneous		
১০৬	লাইসেন্স রেন্ডেলেশন ২০১৯ বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব শামস মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১০৭	ইউএই দূতাবাস, ঢাকা আয়োজিত ইউএই বাংলাদেশ বিজনেস টাই বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ইমরান আহমেদ সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১০৮	পিকেএসএফ আয়োজিত ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আশরাফ আহমেদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১০৯	ডিজিটাল পিকেআই বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই
১১০	বিবিএস কর্তৃক আয়োজিত বিজনেস ডাইরেক্টরি আপডেট বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব শামীম ভূঁইয়া যুগ্ম আহ্বায়ক, ডিসিসিআই
১১১	জাতীয় বাণিজ্য এবং যোগাযোগ সুবিধা বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ জয়নাল আদীন ভারপ্রাপ্ত সচিব, ডিসিসিআই
১১২	হটিকালচার ফাইটোসেনিটারি বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	খন্দকার আনোয়ার কামাল প্রকল্প সমন্বয়কারী, ডিসিসিআই
১১৩	বিডব্লিউডিসিসিআই আয়োজিত কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস খোদেজা বেগম অফিস, বিবিএ কলেজ, ডিসিসিআই
১১৪	পরিবেশ অধিদপ্তর আয়োজিত স্থানীয় এসিট ব্যাটারি রি-সাইক্লিং বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস নাতাশা কঙ্কাবতী উপ সচিব, ডিসিসিআই
১১৫	ডব্লিউটিও সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এনামুল হাফিজ লতিফী উপ সচিব, ডিসিসিআই
১১৬	বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবুল বাশার সহকারী সচিব, ডিসিসিআই

ডিসিসিআই-এর
বর্ষব্যাপী কিছু
উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এম.পি (ডান থেকে নবম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (বাম থেকে অষ্টম)। ২১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে পঞ্চম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





ডিসিসিআই এবং বিল্ড যৌথভাবে আয়োজিত “ইজ অব ডুইং বিজনেস রিপোর্ট” শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন বিল্ড চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুল আলম (ডান থেকে তৃতীয়)। ০৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)’র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ), বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



১১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত “সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট” বিষয়ক ডিপ্লোমা কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



২৬ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কবৃন্দের সমন্বয় সভার ছবিতে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এম এ সান্তার (বাম থেকে অষ্টম), মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে নবম), আফতাব-উল ইসলাম (ডান থেকে ষষ্ঠ), ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ (বাম থেকে সপ্তম), জাফর ওসমান (বাম থেকে ষষ্ঠ), আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে সপ্তম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ই-জেনারেশন লিমিটেড আয়োজিত “চতুর্থ শিল্প বিপ্লব” বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১২ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জন্নার, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), ইজেনারেশন লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান জনাব শামীম আহসান (বাম থেকে তৃতীয়) এবং নির্বাহী সহ-সভাপতি জনাব এসএম আশরাফুল ইসলাম (ডানে) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআইতে আগত চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)। ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাজেদুর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়) সহ চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।







প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর
রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন
ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান
থেকে দ্বিতীয়)। ২২ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের
ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব
ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) এবং সহ-সভাপতি
জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



২৬ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে সপ্তম) এবং পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা পরবর্তী গ্রুপ ফটোসেশনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়), ভূটানের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র'র আইন বিভাগের প্রধান মিস মিগমার লেহ্যাম (বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বরের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের “বাইলেটারেল অ্যান্ড কনসুলার এ্যাফেয়ার্স” বিভাগের সচিব জনাব কামরুল আহসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ‘ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস’ গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন।



ঢাকা চেম্বরের নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে শপথ বাক্য পাঠ্য করাচ্ছেন ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম, এফসিএ (বামে)। ২৬ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডানে), শামস মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং আশরাফ আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকাইয়া বার-বি-কিউ নাইট এর উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত



০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সাথে বাণিজ্য আলোচনা শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান (ডানে) এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে)।



২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পর্ষদের ২য় সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে নবম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে সপ্তম) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এর চেয়ারম্যান জনাব পল পলম্যান (বামে) এর সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশ-অস্ট্রিয়া বিজনেস ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে পঞ্চম), বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম (ডান থেকে তৃতীয়), বিল্ড চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুল আলম (ডান থেকে চতুর্থ), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।





ডিসিসিআই আয়োজিত “মুদ্রানীতি : বেসরকারি খাতে এর প্রভাব” শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর জনাব ফজলে কবির (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংক এর মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কাজী এম আমিনুল ইসলাম (ডান থেকে সপ্তম) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে পঞ্চম)। ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

Governor, Bangladesh Bank

Commerce & Industry (DCCI)

February, 2019



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (ডান থেকে তৃতীয়)। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব আশরাফ আহমেদ (ডানে), ইঞ্জিঃ মোঃ আল আমিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (মাঝে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।





ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়) শ্রীলংকার ডাটা প্রসেসিং কোম্পানি পটেনজার প্রতিনিধি কে ঢাকা চেম্বারের স্মারক উপহার দিচ্ছেন।



জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিজিএমইএ-এর সদস্যদের সম্মানে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (দ্বিতীয় সারিতে, বসা ডানে)।



ইরানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশস্থ ইরান দূতাবাস আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়)। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রেজা নাফার (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকার শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিসেস আবিদা ইসলাম (ডানে) কে 'ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস' গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)।



ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১৯ আয়োজনে বিশেষ অবদানের জন্য মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি (বামে) এর নিকট থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে)।



০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক-এর প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (মাঝে)।



০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ইস্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)-এর প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (মাঝে)।





২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে প্রজেক্ট মনিটরিং বিশেষ কমিটির ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (মাবো) সহ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেয়ারের পক্ষ হতে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এবং ঢাকা চেয়ারের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।



০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে 'জ্বালানি নিরাপত্তা' বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ (বাম থেকে চতুর্থ), আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (মাবো), আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক ও কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা : চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি” শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন (বাম থেকে তৃতীয়)। ৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত ‘এটিএ কারনেট সিস্টেম : টেম্পোরারি পাসপোর্ট ফর গুডস’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)। ১৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)’র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়), আইসিসি-বাংলাদেশ’র সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর’র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মুইয়ীদ চৌধুরী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি. (ডান থেকে সপ্তম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে পঞ্চম)। ০৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালনা পর্যদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।







মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এম.পি. (ডান থেকে নবম) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে অষ্টম)। ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখের সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত জনাব জ্যাং বো (বাম থেকে সপ্তম) কে ফ্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ১৬ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



চীনের দি ডিপার্টমেন্ট অব কমার্স অব ইউনান প্রভিন্স এর বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব ইউয়ান লিন (পিছনের সারিতে, ডান থেকে পঞ্চম) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (পিছনের সারিতে, বাম থেকে সপ্তম)। ২৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (পিছনের সারিতে, ডান থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

BUSINESS... LEADERSHIP MEET



সফটএক্সপো ২০১৯ উপলক্ষে বেসিস আয়োজিত 'বিজনেস লিডারশীপ মিট'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২১ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী (ডান থেকে চতুর্থ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য আলোচকবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

৩০ মার্চ ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)তে অনুষ্ঠিত “গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটেজিস ফর কম্পিউটিভেনেস” শীর্ষক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই-এর পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (বসা, মাঝে), ভারপ্রাপ্ত সচিব ও নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



০২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ ২০১৯'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বামে), সেন্টার ফর নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি'র চেয়ারম্যান জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ১৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (বামে), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব শাহ মোহাম্মদ নাহিম, এনডিসি (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

জাতীয় পাট দিবস
পাট শিল্পের উন্নয়নে এর
প্রধান অতিথি : জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী
মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি : ড. হোসেন জিল্লুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক
আয়োজনে : ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স



ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মিস শারলট গ্রাইটার (বাম থেকে তৃতীয়) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। ০৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশস্থ ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিস উইনি ইস্ট্রাপ পিটারসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



ভারতে নিযুক্ত বেলজিয়ামের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ফাঁসোয়া ডেলহায়া (ডান থেকে তৃতীয়) কে ফ্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে আয়োজিত সাক্ষাৎকার পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে), বেলজিয়াম দূতাবাসের ইকোনিক কাউন্সিলর জনাব গিলেম শকে (বাম থেকে তৃতীয়) এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক কমিশনার জনাব হিউবার্ট গোফিনে (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



২২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বিজিএমইএ আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম (ডানে) কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)।



বিন্ড এবং জেট্রো যৌথভাবে আয়োজিত 'বাংলাদেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)। ০৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিন্ড'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ইন্টারন্যাশনাল স্কিলস কনফারেন্স ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে পঞ্চম)। ০৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ), এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব শাফকাত হায়দার (বাম থেকে পঞ্চম) কে দেখা যাচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু ক্যামব্রিজ পলিসি ইনোভেশন' বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)। ১৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে পিডব্লিউসি বাংলাদেশ'র ম্যানেজিং পার্টনার জনাব মামুন রশিদ (বামে) এবং সিপিডি'র সম্মানিত ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



সরকারী ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)। ০৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), আইডিএলসি ফিন্যান্স লিমিটেড'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আরিফ খান (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



০২ মার্চ, ২০১৯ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত 'নলেজ শেয়ারিং' বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়)।



২৪ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশস্থ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দূতাবাস আয়োজিত 'বিজনেস কনফারেন্স অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং সেশন'-এ বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ।





২৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখে 'ফুড অ্যান্ড এগ্রো বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৯'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম), আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার (ডানে), কনফারেন্স অ্যান্ড এক্সিবিশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (সেমস)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস মেহকুন এন ইসলাম (ডান থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



২৫ মার্চ, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট-ডাইভার্সিফিকেশন' স্ট্যাডিং কমিটির ১ম সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (মাঝে), আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪০তম সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব জনাব ওসামা তাসীর। ৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত সভার ছবিতে অর্থমন্ত্রী জনাব এএইচএম মুন্সিফা কামাল, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালামান এফ রহমান (বামে), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসজিডি বিষয়ক প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাম থেকে পঞ্চম), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (বাম থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে পঞ্চম)। ০২ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই আয়োজিত পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় ও পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা বিষয়ক মতবিনিময় বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এনামুল হক পাটোয়ারী (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



এফবিসিসিআই'র নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম (ডানে)-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)।



১৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই এবং কাস্টম হাউস বেনাপোল এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ শীর্ষক 'বাণিজ্য সংলাপ'-এর ছবিতে বেনাপোল কাস্টমস হাউজের কমিশনার জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী (ডান থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) আয়োজিত “ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট” শীর্ষক সেমিনারের ছবিতে সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এএনএম মেসকাত উদ্দিন (মাঝে), সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এর উপদেষ্টা ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ অফিস-এর প্রধান প্রফেসর ড. এএফএম মফিজুল ইসলাম (বামে), উপ-উপাচার্য ও সাউথইস্ট বিজনেস স্কুল এর ডিন প্রফেসর ডঃ মোঃ আবু তাহের (ডানে) এবং ডিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সচিব ও ডিবিআই এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ : শিল্পক্ষেত্রে এর প্রভাব” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)। ১১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ (বামে), বিদ্যুৎ বিভাগের প্রাক্তন সচিব ড. এম ফওজুল কবির খান (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলী খোকন (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডান থেকে ষষ্ঠ) কে ফ্রেস্ট প্রদান করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে পঞ্চম)। ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।





২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান 'গ্যারান্টকো' যৌথভাবে আয়োজিত স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী সেশনের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে অষ্টম), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও গ্যারান্টকোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।





মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে তৃতীয়)-এর নিকট ‘বাংলাদেশের বন্ড মার্কেট’ স্টাডি রিপোর্ট হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ‘গ্যারান্টকো’ যৌথভাবে আয়োজিত স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে), প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ (পিআইডিজি)-এর চেয়ারম্যান জনাব অ্যাড্‌বু বেইনব্রিজ (বামে) এবং গ্যারান্টকো’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লাসিথা পেরেরা (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ‘গ্যারান্টকো’ যৌথভাবে আয়োজিত স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বাম থেকে চতুর্থ) কে ট্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে চতুর্থ)।



২৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার এবং যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ‘গ্যারান্টকো’ যৌথভাবে আয়োজিত স্থানীয় পুঁজিবাজার অবকাঠামো অর্থায়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের “ইনফ্রাকস্ট্রাকচার ফাইন্যান্সিং” শীর্ষক সেশনের ছবিতে গ্যারান্টকো’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লাসিথা পেরেরা (বাম থেকে তৃতীয়), ইনফ্রাকো এশিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালার্ড নুই (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব নুহের লতিফ খান (ডানে), স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জনাব নাসের এজাজ বিজয় (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা ব্যাংক লিমিটেডের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

মে
২০১৯



ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)'র আয়োজনে 'লিডারশিপ অ্যাট দ্য টপ অব কর্পোরেট হাউজেস' শিরোনামে একটি বিশেষ লেকচার সিরিজে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে)। ০৪ মে, ২০১৯ তারিখের ছবিতে রবি আজিয়াটা লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও জনাব মাহতাব উদ্দিন আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) এবং পরিচালক খন্দ, রাশেদুল আহসান (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে ঢাকা মহানগর সমিতির প্রতিনিধির নিকট চেক হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)। ০৫ মে, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বশীরউদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ ঢাকা মহানগর সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

ONCLAVE

ility of Ready Made Garments (RMG)

**Mr. Tipu Munshi, MP, Honourable Minister, Ministry of Textiles,
Government of the People's Republic of Bangladesh**

Dr. Rubana Huq, President, BGMEA



) Sector in Bangladesh

Ministry of Commerce
Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce





ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “নগরায়ন এবং বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে আবাসন খাতের প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি (বামে)। ০৫ মে, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে), রিহাব সভাপতি জনাব আলমগীর শামসুল আলমিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রধান স্থপতি জনাব কাজী গোলাম নাসির (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই ইফতার মাহফিল





ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কলেজ এর ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)। ১৩ মে, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ (বামে), ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং অধ্যক্ষ, ডিবিআই কলেজ মিসেস খোদেজা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়)-কে দেখা যাচ্ছে।



২৮ মে, ২০১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামীতে অনুষ্ঠিত দি এ্যাপারেল টেক্সটাইল সোর্সিং ফেয়ারে অংশগ্রহণ করেন ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডানে) এবং মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন (বামে)।

জুন
২০১৯



ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে) 'প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০'-এর উপর তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। ১৩ জুন, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে পঞ্চম), কেএমএন মঞ্জুরুল হক (বামে), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



বিশ্ব এ্যাক্সেলিটেশন দিবস-২০১৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ এ্যাক্সেলিটেশন বোর্ড (বিএবি) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (বাম থেকে পঞ্চম)। ০৯ জুন, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ) এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত ছিলেন।



ঢাকা চেম্বার এবং ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদলের মধ্যকার নেটওয়ার্কিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)। ১৭ জুন, ২০১৯ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), ইউকে বাংলাদেশে ক্যাটালিস্টস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল আহমেদ ওবিই ডিবিএ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং সভাপতি জনাব বজলুর রশিদ এমবিই (ডানে) উপস্থিত ছিলেন।

এফবিসিসিআই আয়োজিত “প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট এবং অর্থবিল ২০১৯-২০” বিষয়ক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৭ জুন, ২০১৯ তারিখের ছবিতে চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম (ডানে) সহ অন্যান্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার জনাব ওলে বিজর্ন (মাঝে) কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)।









বিসমটেক প্রতিষ্ঠার ২২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত 'বিসমটেক ডে ২০১৯'-এ যোগদান করে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)।



২২ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'প্রজেক্ট মনিটরিং' বিশেষ কমিটির সভায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি ইমরান আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



১৯ জুন ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) কর্তৃক আয়োজিত "ক্যারিয়ার অপচূর্নিটিস ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক সেমিনারে অ্যামেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. কারমেন জেড. লামাগনা (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং ডিবিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বাম থেকে পঞ্চম), ভাইস প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক) ও ফ্যাকাল্টি অব বিসনেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর ডিন প্রোফেসর ড. চার্লস সি. ভিলানুয়েভা (ডান থেকে পঞ্চম) এবং ডিসিসিআই-এর আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানি (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যদের সাথে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



২৭ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় বিল্ড'র চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুল আলম (মাঝে), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), বিল্ড'র সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বামে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

জুলাই
২০১৯



গত ১৫-১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'সিডরিউবিটিএ ইন্টার্ন ইন্ডিয়া ট্রেড সামিট ২০১৯'-এর বাণিজ্য আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে)।



গত ০৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত “ক্লস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাড ইনকাম ট্যাক্স” শীর্ষক কর্মশালা এর সমাপনী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই-এর উপদর্শন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বসা, মাঝে) এবং ডিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সচিব ও ডিবিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

WORKSHOP ON

Revenue Raising on Value Added Tax and Elementary Duty Act - 2012

27 July, 2019

Mr. Md. Mo

Ms. Shahnaj

DHAKA CH



২৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত “ভালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালার ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে) এবং এনবিআর-এর সদস্য (ভ্যাট বাস্তবায়ন ও আইটি) মিসেস শাহনাজ পারভীন (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।





বাংলাদেশ সফররত দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে গত ১৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখে আয়োজিত নৈশভোজে শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি (বামে), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব গুসামা তাসীর (বাম থেকে পঞ্চম), এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম (ডান থেকে পঞ্চম), সিনিয়র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব মোঃ মুনতাকিম আশরাফ (ডান থেকে তৃতীয়), এফবিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) (ডান থেকে চতুর্থ) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়) কে বিল্ড-এর প্রকাশনা গ্রন্থ উপহার দিচ্ছেন বিল্ড-এর চেয়ারপার্সন জনাব মাহবুবুল আলম (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব গুসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতি ও বিল্ড'র প্রাক্তন চেয়ারপার্সন জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে) এবং বিল্ড'র সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।



১৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ সেন্টার' বিষয়ক এক্সিকিউটিভ বোর্ড'র ১ম সভার ছবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোঃ আখতারুজ্জামান (ডান থেকে ষষ্ঠ), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (ডান থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

০৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত 'ডিসিপ্রিনারি অ্যাকশন, ডামেস্টিক ইনকোয়ারী অ্যান্ড এমেন্ডেড লেবার 'ল' ২০১৩ অ্যান্ড ২০১৮' শীর্ষক কর্মশালা-এর সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোওয়ারী (বসা, ডানে), ডিসিসিআই-এর ভারপ্রাপ্ত সচিব ও ডিবিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



১৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ডিবিআই আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইন "মডিউলার লার্নিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএল এসএসসিএম(পি))" এর ২৬তম ব্যাচ এবং পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট) ম্যানেজমেন্ট (প্রথম ব্যাচ) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোওয়ারী (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই-এর ভারপ্রাপ্ত সচিব ও ডিবিআই-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আদীন (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।





১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ওয়াইপোর প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে)।



ইউএসএইচ'র প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ জয়নাল আন্দীন (ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রমুখ কে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে) এবং আর্জেন্টিনার কৃষি শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী জনাব লুইস মিগুয়েল ইটচেনভেনহারি (ডানে) কে ১৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে), পোলিশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড এজেন্সী'র বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার মিস সান্ড্রা মালথাব (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ১৭ জুলাই, ২০১৯ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিবিআই গভর্নিং বডি-এর সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম), প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর (ডান থেকে তৃতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



১-৪ জুলাই ২০১৯ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে চীন সফরকালে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এমপি (ডানে) এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)-কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে তৃতীয়), হোসেন এ সিকদার (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রমুখ কে গত ১৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ক্রয় কমিটির সভা পরবর্তী গ্রুপ ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত সেমিনারের ছবিতে প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রাহ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব এ কে ডি খায়ের মোহাম্মদ খান (বামে) এবং জনাব আবুল কালাম মোঃ শামসুদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।





১০ জুলাই, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এথোবেইজড স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (মাঝে), আন্সায়ক, যুগ্ম-আন্সায়ক এবং সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



রিপাবলিক অব আর্জেন্টিনার মিনিস্ট্রি অব এথো ইন্ডাস্ট্রি-এর জয়েন্টে সেক্রেটারি জনাব মারিয়া সিলভেরা (বামে) এর সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের পরিচালক সর্বজনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং কে এম এন মঞ্জুরুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়)।



১৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'সিডব্লিউবিটিএ ইন্টার্ন ইন্ডিয়া ট্রেড সামিট ২০১৯'-এ যোগদান করায় কনফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড এসোসিয়েশনস-এর প্রতিনিধির নিকট হতে ফ্রেস্ট গ্রহণ করছেন ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়)।



১৫-১৬ জুলাই, ২০১৯ সময়ে ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'সিডব্লিউবিটিএ ইন্টার্ন ইন্ডিয়া ট্রেড সামিট ২০১৯'-এর ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি সর্বজনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আল-আমিন (ডান থেকে দ্বিতীয়), হোসেন এ সিকদার (বামে) এবং মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



৪ জুলাই ২০১৯, তারিখে চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর চীন সফর করেন।



বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার (বিয়াক)-এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'টেকসই আর্থিক খাত নিশ্চিতকরণে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার কার্যকর ব্যবহার' শীর্ষক সেমিনারের গ্রুপ ছবিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি (বাম থেকে চতুর্থ), বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), বিয়াক-এর চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে পঞ্চম), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির (ডানে) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (মাঝে) 'রপ্তানির সক্ষমতা বাড়াতে ফিন্যান্সিং স্কিম ও ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ' শীর্ষক ডায়ালগে বক্তব্য রাখছেন। ০৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর ডেপুটি গভর্নর জনাব আহমেদ জামাল (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিল্ড'র সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (বামে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'টেকসই পরিবেশ ও স্বীকৃতি সনদ' বিষয়ক অংশগ্রহণমূলক সংলাপের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী শ্রীলংকার এনাজী সলভ ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মাহেন্দ্রা জয়ালাথ (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে ফ্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৫ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



০৮ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট হতে আগত প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (মাঝে)।



২২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ফিলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক খন্দ. রাশেদুল আহসান (বাম থেকে চতুর্থ), আহবায়ক এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে এফবিসিসিআই আয়োজিত আলোচনা সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (দ্বিতীয় সারিতে, ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।





বাংলাদেশ-ফিলিপাইন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)। ০২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ফিলিপাইনের ডিপার্টমেন্ট অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহকারী পরিচালক মিস এগনেস পারপেচুয়া লেগাসপি (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স জনাব লি মার্কে সি ভিদাল (ডান থেকে দ্বিতীয়), ফিলিপাইনের কমার্শিয়াল এটর্নি জনাব জেরিমায়া রেইস (ডানে) এবং বাংলাদেশ-ফিলিপাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ও ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত মান্যবর সাইয়েদ মোহাম্মদ আল-মেহেরী (বাম থেকে চতুর্থ) কে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (বামে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং চীনের লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মধ্যকার বিজনেস ম্যাচ-মেকিং সেশনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (মাঝে)। ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে লিয়াওনিং ফেডারেশন অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র চেয়ারম্যান জনাব ঝাও ইয়ানকিং (বাম থেকে সপ্তম), ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ), পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী (ডান থেকে চতুর্থ) এবং বাংলাদেশ ও চীনের ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-চীন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বভার গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি (ডানে), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গাজী গোলাম দস্তগীর, এমপি (ডান থেকে দ্বিতীয়), এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (মাঝে), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিভা)র নবনিযুক্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বাম থেকে পঞ্চম) কে ফ্রেস্ট প্রদান করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।



২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সংস্কারকৃত ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম উদ্বোধন করছেন ডিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান। প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও পর্বদের সদস্যবৃন্দকে এ সময় ছবিতে দেখা যাচ্ছে।







সংস্কারকৃত
ডিসিসিআই
অডিটোরিয়াম



০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কোম্পানী আইন' বিষয়ক সভায় অর্থমন্ত্রী জনাব এইচএম মোস্তফা কামাল, এমপি (বামে), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালামান এফ রহমান, এমপি (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি (বাম থেকে তৃতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড এর ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড এর ইসি চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, এমপি (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



পুরোনো ঢাকার পণ্য ভিত্তিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (মারো)। ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে অষ্টম), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে পঞ্চম), আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ (বাম থেকে ষষ্ঠ), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বাম থেকে সপ্তম) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।





২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “ভ্যালু এ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি এ্যাক্ট ২০১২” বিষয়ক কর্মশালায় ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) সহ অংশগ্রহণকারীবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশের অটোমোবাইল খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক আলোচনায় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি জনাব মতিউর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অটোমোবাইল খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্যানিটেশন কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি (বামে), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ সেন্টার আয়োজিত 'সুজনশীল ও উদ্ভাবন ভিত্তিক উদ্যোগী বাংলাদেশ বিনির্মাণ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বক্তা ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), এমপি (ডানে), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডান থেকে তৃতীয়) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশস্থ তুরক দূতাবাসের কমাশিয়াল কাউন্সিলরের সাথে মতবিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে)।



২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।



৯-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে এক্সসেস টু ইনফরমেশন (এটিআই) প্রকল্পের আওতায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি' বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর-কে দেখা যাচ্ছে।



৯-১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সময়ে এক্সসেস টু ইনফরমেশন (এটিআই) প্রকল্পের আওতায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত 'চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব উপযোগী প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি' বিষয়ক কর্মশালায় ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এসএমই স্ট্যান্ডিং কমিটি সভার ছবিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না (মারো), আহ্বায়ক সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়) 'নিরাপদ ও হালাল খাদ্য নিশ্চিতকরণ: বর্তমান প্রেক্ষিত ও করণীয় নির্ধারণ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন। ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মোহাম্মদ আল-মেহেরী (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ-এর চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মহাপরিচালক জনাব শামীম মোহাম্মদ আফজাল (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



২৮ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বৃটিশ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লি কুপার্স এবং এক্সপ্রেস লেদার প্রডাক্টস এর মধ্যকার সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার জনাব রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন (বাম থেকে তৃতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ কে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



Confederation of Indian Industry

Meeting of select C

H. E. Sheikh



৪ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের সিইও এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার আলোচনা সভা শেষে গ্রুপ ছবিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী জনাব পিযুষ গয়াল, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব শেখ ফজলে ফাহিম, এমসিসিআই-এর সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, বিজিএমইএ-এর সভাপতি ড. রুবানা হক ও ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



৪ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও ভারতের সিইও এবং ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যকার আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি। এ সময় ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।







ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনঃসংস্কার ও ব্যবসা গুটিয়ে নেয়া এবং স্টেকহোল্ডারদের উপর এর প্রভাব' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।





ভারতের আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল-কে (বাম থেকে দশম) শুভেচ্ছা উপহার প্রদান করছেন ডিসিসিআই-এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে অষ্টম)। ২৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ভারতের ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব (ডানে), ঢাকা চেয়ারম্যান উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম (বামে), প্রাক্তন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে ২৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ভারতের আসামের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী চন্দ্র মোহন পাটোয়ারী (বাম থেকে পঞ্চম) কে শুভেচ্ছা আরক উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ)। ২৩ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক সর্বজনাব ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে তৃতীয়), আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ (ডানে), হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে তৃতীয়), মোহাম্মদ বাশীরউদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়), শামস মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এস এম জিল্লুর রহমান (বামে) উপস্থিত রয়েছেন।





ডিএসই প্রবর্তিত 'প্রমোটিং ডিএসই এসএমই অ্যান্ড ভি-নেক্সট প্ল্যাটফর্ম' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে)। ০৭ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে এসইসি'র চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হাসেম (ডান থেকে তৃতীয়) কে অন্যান্যদের মাঝে দেখা যাচ্ছে।

০২ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ফিজি'র মন্ত্রী জনাব আইয়াদ সাইদ কাইয়ুম (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে) কে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।



১৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম)-এর মধ্যাহ্নভোজে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বামে)।





৯ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই মেম্বার্স নাইট-এর গ্রুপ ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ ও প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।



DCCI
MEMBERS'
NIGHT
2019







ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা: চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান, এমপি (ডান থেকে চতুর্থ)। ২৩ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), বিজিএমইএর সভাপতি ড. রুবানা হক (ডান থেকে তৃতীয়), এটুআই প্রকল্পের পলিসি এ্যাডভাইজার জনাব আনির চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়) এবং প্রাণ আরএফএল-এর চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব আহসান খান চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), সানেম এর নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত 'বাংলাদেশের প্রতিযোগী সক্ষমতা: চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ প্রেক্ষিত' শীর্ষক সেমিনারের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), জনাব শামস মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়াহ (বামে) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব একে.ডি. খায়ের মোহাম্মদ খান (ডানে)-কে দেখা যাচ্ছে।



জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত ও উপখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর শেষে হস্তান্তর করছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়) এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ০৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বাম থেকে চতুর্থ) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।





১৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিল্ড-এর ট্রাস্টি বোর্ডের দ্বিতীয় সভার ছবিতে বিল্ড'র চেয়ারপার্সন জনাব মাহবুবুল আলম (মাবো), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), এমসিসিআই সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডান থেকে তৃতীয়), বিল্ড'র সিইও মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন টিএফও কানাডা'র প্রতিনিধিদল। ০৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজ্ঞান ইঞ্জিঃ আকবর হাকিম (বামে) এবং এনামুল হক পাটোয়ারী (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



২০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র এক্সপ্রোনারশীপ অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় উদ্যোক্তা নির্বাচনের ১ম সভার ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'বাংলাদেশে এপিআই খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০২ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বামে) এবং ঊষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ রুহুল আমিন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) 'EBIN রেজিস্ট্রেশন' বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন। ২৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প পরিচালক জনাব সৈয়দ মুশফিকুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) এবং সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

Chief Guest
Mr. Md. Sirazul Islam
 Executive Chairman
 Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)
 Prime Minister's Office, Govt. of Bangladesh



এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাণিজ্য সংগঠন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকর আহমেদ চৌধুরী (বামে)। ২৬ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে এমসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মইনউদ্দিন (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ এমপ্রয়ার্স ফেডারেশন-এর সহ-সভাপতি জনাব হাবিবউল্লাহ এন করিম (বাম থেকে চতুর্থ), আইএলও বাংলাদেশ কার্যালয়ের সিনিয়র ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ফিল্ড স্পেশালিস্ট জনাব কিশোর কুমার সিং (বাম থেকে পঞ্চম) এবং এমসিসিআই'র সেক্রেটারি জেনারেল জনাব ফারুক আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত “বেসরকারী খাতের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ চিত্র” শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উদ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (ডানে) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



THE PRESS

and Future Outlook
by: Private Sector Perspective





২৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (বামে)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি'র ১৩তম সভার ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে ষষ্ঠ) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।



০৩ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দি ইনোভেশন, ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশীপ সেন্টার (আইসিই)'-এর ২য় সভার ছবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোঃ আখতারুজ্জামান (মাঝে), ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডান থেকে তৃতীয়), আইসিই সেন্টার-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাণিজ্য অনুষদের ডীন জনাব শিবলী রোবায়ের ইসলাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং আইবি-এর পরিচালক ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার (ডানে) প্রমুখ উপস্থিত রয়েছেন।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ পাওয়ায় ড. মোঃ আখতারুজ্জামান (বামে) কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে)।



Sheikh Hasina
Prime Minister
Government of the People's Republic of Bangladesh



ASIA: AT THE CENTRE
OF A NEW WORLD ORDER
33rd CACCI Conference
26-27 November 2019
Hotel Pan Pacific Sonargaon,
Dhaka, Bangladesh



THAKUR RUPAK KISHOR
Ambassador

ASIA: AT THE CENTRE OF A NEW WORLD ORDER



এফবিসিসিআই আয়োজিত কনফেডারেশন অব এশিয়া প্যাসিফিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৩৩তম কনফারেন্সের 'এশিয়া: এট দি সেন্টার অব এ নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (ডানে)। ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ছবিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (বামে), চেম্বার অব কমার্স নর্দান টেরিটরি এর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব সিন মেহনি (বাম থেকে দ্বিতীয়), কনফেডারেশন অব এশিয়া প্যাসিফিক চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি চেয়ারম্যান জনাব জর্জ আব্রাহাম (ডান থেকে দ্বিতীয়) উপস্থিত রয়েছেন।

পোল্যান্ডের ১০১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২০ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নৈশভোজ অনুষ্ঠানে ভারত ও বাংলাদেশে নিযুক্ত পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জনাব গ্র্যাডাম বরাকোয়াক্সি (বামে) এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা ভাসীর (ডানে)।



২৭ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার এবং চীনের সিসিপিআইটি-এর প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা সভার শেষে গ্রুপ ছবিতে ঢাকা চেম্বারের উদ্বৃত্তন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (ডান থেকে চতুর্থ), প্রতিনিধিদলের দলনেতা মিস ওয়াং ওয়েনওং (ডান থেকে পঞ্চম) সহ অন্যান্যরা উপস্থিত রয়েছেন।





বাংলাদেশে স্টার্ট-আপ ও স্কেল-আপ খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার এবং ওয়ার্ল্ড বিজনেস এনজেলস্ ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম (ডব্লিউবিএএফ)-এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বসা, বামে) এবং ডব্লিউবিএএফ-এর চেয়ারম্যান জনাব বেবার্স আলটান্টাস (বসা, ডানে)। ২৩ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বাম থেকে ষষ্ঠ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে সপ্তম), পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজীর আহমেদ (ডান থেকে পঞ্চম) এবং জনাব মোঃ সবুর খান (ডান থেকে সপ্তম) উপস্থিত রয়েছেন।



রুয়ান্ডার পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ইউহানিস (বাম থেকে চতুর্থ)-এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব শামস মাহমুদ (বামে) এবং প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন।



দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার লক্ষ্যে ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই) এবং আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর মধ্যকার সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর শেষের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের জনাব সভাপতি ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড. চার্লস সি ভিলানুয়েভা (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব খন্দ. রাশেদুল আহসান (ডান থেকে তৃতীয়), আহ্বায়ক জনাব গোলাম জিলানী (বাম থেকে তৃতীয়), ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ জয়নাল আদীন (ডান থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য কে দেখা যাচ্ছে।

আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিতব্য 'দি এশিয়া-প্যাসিফিক কনফারেন্স অন ফিন্যান্সিং ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাসটেইন্যাবল ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রেস ব্রিফিং-এ বক্তব্য রাখছেন আইসিসি-বাংলাদেশ-এর সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখের ছবিতে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে চতুর্থ), সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন (বামে), জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল (বাম থেকে তৃতীয়) এবং আইসিসি-বাংলাদেশ-এর মহাসচিব জনাব আতাউর রহমান (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।



ডিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (ডানে) ইউএনডিপি আয়োজিত ইন-গত কনফারেন্সের ডাটা ফর ইমপ্রুভিং গভর্নেন্স শীর্ষক সেশনে বক্তব্য রাখছেন।





SEMINAR ON FUTURE SKILLS REQUIRED FOR

Chief Guest

Begum Monnujan Sufian, MP, Honourable State Minister,

Guest of Honour

Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary, Prime Minister's Office

Special Guest

Mr. Kamran T. Rahman, President, Bangladesh Employers' Federation



০৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার আয়োজিত 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারের ছবিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, এমপি (বাম থেকে চতুর্থ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব ওসামা তাসীর (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ এমপ্লয়র্স ফেডারেশন-এর সভাপতি জনাব কামরান টি রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিজিএমইএর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ফয়সাল সামাদ (ডানে), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশতাক হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়) এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর অতিরিক্ত মহাপরিচালক সচিব জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

BANGLADESH

BANGLADESH
IS BUILDING
BANGLADESH

Ministry of Labour & Employment, GoB
er's Office, GoB
Federation

7th December, 2019



ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার ২০১৯

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কার্যকম, দেশের আমাদনি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানাবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মুখ্য দায়িত্ব। ২০১৯ সালে মোট ১৫টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতোমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যক্তিত্বের তত্ত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। এর উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দরা হলেন- সৈয়দ কামাল উদ্দিন- সদস্য, জনাব এ এস এম কাসেম- সদস্য, জনাব এম এ মোমেন- সদস্য এবং জনাব হোসেন খালেদ- সদস্য। জনাব আবু জর মোঃ আক্কাস সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৯

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতি, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় সহ বিভিন্ন সংস্থার বিবেচনার জন্য কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর “এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৯” স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে আসছে। ২০১৯ সালে ডিসিসিআই এর “এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৯” কমিটি ৬টি নিয়মিত সভা সহ ডিসিসিআই ইউএসএইড এভিসি প্রকল্প বাস্তবায়রণে সহায়তা, নিরাপদ ও হালাল খাদ্য বিষয়ক প্রায় ১টি সেমিনার আয়োজন করে। যেখানে ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ও আহ্বায়ক জনাব নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিভিত্তিক শিল্পের আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হলো- ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদন ও বহুমুখীকরণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির উদ্ভাবক। বাংলাদেশের কৃষিখাতের সাথে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন সম্পদ ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন, সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন কৃষির ইতিহাস, কৃষি জমি, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষি শ্রমিক, কৃষি ঋণ, কৃষি সামগ্রী বিপণন, কৃষি নীতি, কৃষি শিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই নিরসণ, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। এ কমিটির ২০১৯ সালের বার্ষিক কর্মসূচির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- ১। গত ১১ মে, ২০১৯ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পর্ষদ সভায় “Halal Certification & Institution Development” বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় এ বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত একটি ধারণাপত্রের উপরও আলোচনা করা হয়।
- ২। গত ২৯ মে, ২০১৯ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত স্যানিটারি এবং ফাইটোস্যানিটারি বিষয়ক একটি সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসাবে জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, পরিচালক, ডিসিসিআই উপস্থিত ছিলেন।

- ৩। গত ২৫ জুন, ২০১৯ তারিখে বিডা'র বিনিয়োগ সভায় এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন, শিপ বিল্ডিং, আসবাবপত্র, গহনা তৈরিতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪। গত ১৪ জুলাই, ২০১৯ তারিখে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে আর্জেন্টিনার Under-Secretary of Agricultural Markets Mr. Jesus Silveyra, Ministry of Agro Industry, Argentina একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিসিসিআইয়ের সচিবালয় এর ভারপ্রাপ্ত সচিব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
- ৫। গত ২১ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন (ইপিবি) এর Registered Exporter System (REX) বিষয়ক সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী ডিসিসিআই এর প্রতিনিধিত্ব করেন।
- ৬। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই বোর্ডরুমে JICA Survey Team সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন।
- ৭। গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম এ “Ensuring Safe & Halal Food: Present Context & necessary measures” বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে H.E. Mr. Saed Mohammed Al-Mheiri, Ambassador, UAE Embassy in Bangladesh, Syeda Sarwar Jahan, Chairman, Bangladesh Food Security Authority; Mr. Shamim Mohammad Afjal, Director General, Bangladesh Islamic Foundation উপস্থিত ছিলেন।
- ৮। গত ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ ইং তারিখে বিডা কর্তৃক আয়োজিত Credit Swiss Entrepreneur's Conference সভায় সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী উপস্থিত ছিলেন।
- ৯। ডিসিসিআই এর এগ্রেড কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী কে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সভায় উপস্থিত থাকার জন্য মনোনয়ন দেয়া হয় এবং তিনি ৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।
- ১০। “এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়ালাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৯” কমিটির মাধ্যমে “Halal Certification & Institution Development” বিষয় ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ১১। “Halal Certification & Institution Development” বিষয় প্রকল্প গ্রহণের জন্য ড. এ এস এম মশিউর রহমান, মাইডাস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কমিটিকে কৃষির বহুমুখী কার্যক্রম, খাতভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাবনা যাচাই ও প্রজেক্ট প্রোপোজাল প্রস্তুত, টেকনোলজি ট্রান্সপার, কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও মান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিং সিস্টেম উন্নয়ন, রপ্তানি বাজারে প্রবেশ ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা দিয়ে সহযোগিতা করেন।
- ১২। জনাব আনোয়ার ফারুক, প্রাক্তন সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ কমিটির সাথে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি ডিসিসিআই এর এই কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে সদয় সম্মতি দিয়েছেন।
- ১৩। অধ্যাপক ড. এম এ রহিম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এবং ড. জামাল উদ্দিন, অধ্যাপক, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-র সাথে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং উনারাও ডিসিসিআই-এর এই কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সদয় সম্মতি দিয়েছেন।
- ১৪। ২০২০ সালে “Halal Certification & Institution Development” বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের জন্য একটি এ্যাকশন প্লান প্রস্তুত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ১৫। এ কমিটির মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভ্যাট, ট্যাক্স ইত্যাদি বিষয় সংগৃহীত সুপারিশসমূহ সংগ্রহ করে ডিসিসিআই গবেষণা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

“এগ্রোবেইজড ট্রেড/সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্সিয়লাইজেশন অব এগ্রিকালচার ২০১৯” স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী, আস্থায়ক জনাব নেয়ামত উল্যাহ মজুমদার, যুগ্ম আস্থায়ক জনাব বেলাল হোসেন ও জনাব পারভেজ আহমেদ দায়িত্বরত ছিলেন। এছাড়া প্রাক্তন পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান, ড. এ. এস. এম. মশিউর রহমান, জনাব আরিফ হোসেন খান, জনাব গোলাম সারোয়ার টুটুল, জনাব এম এ রিয়াজ, জনাব মোঃ কবির হোসেন, মিসেস মোহম্মদী খান, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মিসেস বার্থা গীতি বাউড়ি, জনাব ছাখায়েত উল্লাহ, জনাব আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর ভূঁইয়া, জনাব ফকরুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ সাদিদ জামিল, জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম এবং মিসেস শামারুখ ফকরুদ্দিন প্রমুখ এ কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Country Competitiveness, Trade Development and Diversification-2019

Engr. Akber Hakim, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee on **Country Competitiveness, Trade Development and Diversification-2019**; Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, CFC, the Convenor, and Mr. Zakir Hossain, Joint-Convenor of the Standing Committee. The other members of the Standing Committee are: Mr. Sameer Sattar, Former Director, DCCI; Mr. Rashed Ali; Dr. Lokiat Ullah; Mr. Abu Bakr Md. Siddique; Mr. Md. Abul Hasnat; Mr. Mohammad Shaiful Islam; Mr. Salman Bin Rashid Shah Sayem; Mr. Salman Karim and Mr. Enamul Haque Sujon. In 2019, the standing committee had arranged 4 (four) meetings in total.

The committee hosted a Business Networking Session with the Delegation from Philippines on 02 September 2019 at DCCI Motijheel Office. The objective of the session was to enhance the bilateral trade between Bangladesh and Philippines through matching relevant DCCI members with the visiting Philippines delegation.

The committee arranged a seminar on “**Country Competitiveness of Bangladesh: Challenges & Way Forward**” on 23 November 2019 at Hotel Six Seasons where 120 people from DCCI Family and sectoral leaders from RMG, Leather and Leather Goods and Information Technology (ITES) sectors participated. Mr. Salman F. Rahman MP, Honorable Adviser to the Prime Minister on Private Industry and Investment had graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Selim Raihan, Professor of Dept. of Economics, University of Dhaka & Executive Director of South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) presented the Keynote paper at the Seminar. Dr. Rubana Huq, President of BGMEA, Mr. Ahsan Khan Chowdhury, Chairman & CEO, PRAN RFL and Mr. Anir Chowdhury, Policy Advisor, Access to Information (a2i) Programme under ICT Division attended the seminar as Special Discussants. The objective of this seminar was to explore ways of improving Bangladesh's overall competitiveness and make it an attractive investment destination for both local and foreign investors.

Standing Committee on Customs, VAT, Taxation, NBR Related Issues

This standing committee had greater attention to the rules and procedure of Customs, VAT, Taxation and NBR related issues and prepares effective policy recommendations for the simplification and rationalization of the Taxation systems. The committee also prepared effective and fruitful recommendations on National Budget FY 2019-20 and arranged a workshop on ‘**Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012 Part I**’ on 27th July 2019 at CIRDAP Auditorium, Dhaka. **Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan**, ndc, Chairman, National Board of Revenue (NBR) graced the occasion as the Chief Guest and inaugurated the workshop while **Ms. Shahnaj Parveen**, Member (VAT Implementation and IT), NBR was present as the Special Guest. The discussion session was carried out by Mr. Md. Zakir Hossain, Commissioner, VAT, Dhaka South NBR and by Mr. Snehasish Barua, FCA, Tax Consultant, and DCCI.

This 1st workshop was an immense success in educating the businessmen on the details about the rules and procedures of new VAT Act and pertinent SROs. This success led to repeated requests from DCCI members to organize a follow-up on the 1st workshop. In this respect, DCCI put its all-out effort to arrange another workshop on ‘**Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012 Part II**’ at DCCI Auditorium. This time, participants' mix was more

diversified entailing Banks, Insurance & Financial Institutions, Telecom Companies, Corporate Houses and respected members of DCCI. Here 191 registered participants attended the 2nd workshop while the total attendance covered around 220 participants from different sectors. The discussion sessions were carried out by Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor, DCCI's Standing Committee on "Customs, VAT, Taxation NBR Related Issues-2019" and by Mr. Snehasish Barua, FCA, Tax Consultant, and DCCI.

At the beginning of the year, a full-year program schedule had created and the committee follows the schedule. During the year, Eight (8) Standing Committee meetings and (1) DCCI Tax Guide Publication Sub Committee meetings were held. Effective and fruitful recommendations on National Budget 2019-2020 were come out and the committee has prepared a total of 78 proposals under 24 sectors. Among these only 5 proposals were implemented and 2 proposals were partially implemented which reflected the validity of the proposals given by the Standing Committee.

Like last year, under this Standing Committee, the chamber had published its one of the regular publication "Tax Guide 2019-20". To raise awareness about Tax-related matters and make it interested to all the members of the chamber, the tax guide was distributed free of charge by Pathao Parcel service within shortest possible time to the members, the office bearer of ICAB, ICMA, ICSB and NBR officials. Along with this, representatives from this committee/DCCI had participated in various meetings at different Ministries/departments.

During the year, Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI & Coordinating Director; Mr. M. Shafiqul Alam, FCA, Convenor; and Major Syed Munibur Rahman, Retd. & Mr. Manoranjan Bhakta, FCA, Joint Convenor of the Standing Committee performed their responsibilities.

The other distinguished members of the Standing Committee were: Mr. K. G. Karim, Former Director, DCCI; Mr. M. Anwarul Haque, Former Director, DCCI; Mr. N K A Mobin, FCA, FCS, CFC; Mr. Mohammad Siaam Al-Ddin Malik; Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA; Mr. Shahid Alam; Dr. M. Munirul Islam; Mr. M. A. Reaz; Mr. Mustazirul Shovon Islam; Mr. Md. Zia Uddin. Furthermore, Mr. Animesh. Chandra Saha (Partha), Deputy Chief Accountant and Mr. Harunur Rashid, Assistant Secretary has performed their responsibility as the dealing officer of the Standing Committee.

পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই-এর ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে থাকে। ডিসিসিআই প্রকাশনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত ডিসিসিআই রিভিউ, বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্যাক্স গাইড, কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা, ঢাকার বাণিজ্যিক ইতিহাস, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই, ব্রিশিউর, ফ্লায়ার, শুভেচ্ছা কার্ড, ডেলিগেশন ব্রিশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের মানোন্নয়নসহ দেশের সার্বিক প্রকাশনা খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তাছাড়াও এ কমিটি দেশের মুদ্রণ শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানকল্পে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও কমিটি সৃজনশীল প্রকাশনা বৃদ্ধির সুপারিশও প্রণয়ন করেছে। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যথাশীঘ্রই 'কমার্শিয়াল হিস্ট্রি অব ঢাকা' এর ইংরেজি ভার্সনের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

এ বছর এ কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে এবং ডিসিসিআই পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রিন্টিং, পাবলিশিং ও লাইব্রেরি খাতের উপর সেমিনার আয়োজন করা হবে। কমিটির সুপারিশের আলোকে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাত কে "প্রাণ্ট সেক্টর" হিসেবে ঘোষণার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সক্ষমতা অর্জনের জন্য এ খাতের উন্নয়নে বন্ড সুবিধা সহ অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের প্রস্তাবিত ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে ১টি কে মুদ্রণ ও প্রকাশনা খাতের জন্য বরাদ্দ প্রদান এবং এ খাতের সম্ভাবনা কে কাজে লাগানোর জন্য একটি আলাদা মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কমিটির সুপারিশের আলোকে “বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা” শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিসিসিআই’র বিদ্যমান লাইব্রেরিকে একটি আধুনিক ই-লাইব্রেরিতে কিভাবে রূপান্তরিত করা যায় তার একটি রূপরেখা তৈরির জন্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও ডিসিসিআই’র পক্ষ থেকে একটি ই-বুলেটিন বের করার বিষয়েও কমিটির সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।

পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত এ বছরও পাবলিশিং, প্রিন্টিং অ্যান্ড লাইব্রেরি ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি ভ্যাট ট্যাক্স স্ট্যান্ডিং কমিটির সাথে ট্যাক্স গাইড ২০১৯-২০ প্রকাশনায় যৌথভাবে শতভাগ সফলতার সাথে কাজ করেছে। এ কমিটি ডিসিসিআই’র জনসংযোগ শাখার আধুনিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নেও আলোচনা ও সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে।

জনাব এস এম জিল্লুর রহমান সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ আফ্রায়ক এবং জনাব মোঃ শামিম ভূঁইয়া যুগ্ম আফ্রায়ক হিসেবে ২০১৯ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও জনাব আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, জনাব কামরুল হাসান শায়ক, জনাব মোঃ ইফতেখারউদ্দিন নওশাদ, জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আলম রাজন, জনাব রঘুপতি সেন, জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান, জনাব মোঃ আজিজুল হক, জনাব মোহাম্মদ সালমান হোসেন, জনাব এএসএম নজরুল ইসলাম এবং জনাব এনামুল হক সূজন প্রমুখ এ বছর কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৯

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণ, ভবনের ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করা, খালি স্পেসসমূহ গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সৃজনশীল প্রস্তাবনা এবং পর্ষদ অনুমোদিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও এ কমিটি চেম্বারের এস্টেট সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলোর উপর বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। চেম্বার ভবনের অফিস স্পেস ভাড়া আয়ের অন্যতম উৎস। কমিটির দিক নির্দেশনানুযায়ী ভবনের খালি জায়গাসমূহ ভাড়া দেয়ার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৫টি সভা ও এস্টেট সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ১টি বিশেষ কমিটির বৈঠক/ (Presentation) অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির নিয়মিত সভার পাশাপাশি ডিসিসিআই-এর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত কাজে কমিটি চেম্বার কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিক বৈঠক করেছে এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সভাপতি মহোদয়কে তাঁর চাহিদামতে ডিসিসিআই এর কাঠামোগত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্ট্যান্ডিং কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, যুগ্ম আহবায়ক, অন্যান্য সদস্যবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে কমিটির কাজে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

এ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভবনের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণ যেমন: এলজি লিফট আধুনিকায়ন, পিএ সিস্টেমের ১৫টি মাইক্রোফোন মেরামত, সাবস্টেশনের ডিএফসি ফিউজ ইস্টলেশন এসি মেরামত, পিএলসি লাইট প্রতিস্থাপন করে এলইডি লাইট স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ৩টি লিফট এর ক্রেটি-বিচ্যুতি সংস্কার, প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি এলার্ম সংযোজন করা হয়েছে, ইন্টারকম যোগাযোগ নিশ্চিত করাসহ প্রাসঙ্গিক up gradation কার্যক্রম সময়োপযোগীভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভবনের ৬ষ্ঠ তলার Auditorium Development আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং যা গত ২১-০৮-২০১৯ তারিখে ডিসিসিআই এর প্রাক্তন সভাপতিগণসহ ডিসিসিআই নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। ৭ম তলা এবং ৬ষ্ঠ তলার ছাদে গার্ডেনিং নির্মাণ Up gradation প্রস্তাবসহ এ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা শুরু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

ইতোমধ্যে ৬ষ্ঠ তলার অডিটোরিয়াম সংলগ্ন ১৩৩০ বর্গফুট স্পেসে $\pm$ ৩০ জনের একটি নামাজ ঘর এ ফার্নিচার গোডাউন, হিসাব ও মেম্বারশীপ শাখার জন্য রেকর্ড রুম নির্মাণ করা হয়েছে।

৬৫নং প্লট অবমুক্তির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের পর মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত যোগাযোগের প্রেক্ষিতে আপিল (সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ৩৫৮১/২০১৬, তারিখ ১৩-১১-২০১৬) কার্যক্রম ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, এমপি মহোদয়ের দপ্তরে পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ইতোমধ্যে মাননীয় সভাপতি ও সমন্বয়কারী পরিচালক পর্যায়ে ডিসিসিআই এর ৬৫ নং প্লট অবমুক্তি বিষয়ে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, এমপি মহোদয়ের সাথে বৈঠক করা হয়েছে। এছাড়া দাপ্তরিকভাবে তাদের সাথে পর্যাপ্ত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। কমিটির আদেশে চেম্বারের লিগ্যাল এ্যাডভাইজার বিষয়টি নিয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন।

কমিটির সহায়তায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স পূর্বের হারেই পরিশোধিত হয়েছে।

ভবনের বৈদ্যুতিক ও ফায়ার সেফটি নিশ্চিত সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় Smoke Detector সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে।

পূর্বাচলে গত ১৬/০৫/২০১৮ ইং তারিখে রাজউক কর্তৃক ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট এর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ১ বিঘা জমির বিপরীতে ১ম কিস্তি বাবদ (৪০%) ১,১৪,০০,০০০/- (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। রাজউক- এর পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ডিসিসিআই এর জন্য Land Owner-দের নিকট থেকে গুলশানে ক্রয়কৃত (bti Landmark কর্তৃক নির্মিতব্য) ৩৩২৪ বর্গফুট অফিস স্পেস (৩টি পার্কিংসহ) {প্লট-১৬, ব্লক- সিডব্লিউএস (এ), গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২} এ কমিটির তত্ত্বাবধানে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর '১৮ এর মধ্যে হস্তান্তরের কথা ছিল। Land Owner-দের পক্ষ থেকে গত ২৯-০৯-২০১৯ তারিখে স্পেস বুঝে নেয়ার আবেদন এসেছে। এ বিষয়ে পর্ষদ কর্তৃক গঠিত এতদ সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির সহায়তায় গুলশানে ক্রয়কৃত অফিস স্পেস রিনোভেশন কাজের জন্য স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও হস্তান্তর প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এ কমিটি ডিসিসিআই এর আইনগত বিষয়সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ রাখে। কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছেন।

জনাব হোসেন এ সিকদার, সমন্বয়কারী পরিচালক, ইঞ্জিঃ এম এ ওয়াহাব আহবায়ক এবং ইঞ্জিঃ মোঃ মোস্তফা কামাল ও মোঃ আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে ২০১৯ সালে এ কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সর্বজনাব হোসেন আখতার, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোয়ায়রাহ, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, সেলিম আকতার খান এবং মির্জা আব্দুল খালেদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Standing Committee on Financial Institutions

The Standing Committee worked as a platform to deal with the matter of the financial sector and provided policy recommendations to the concerned authorities for the effective development of financial institution ranging from the banking sector to NBR. It also has greater attention to the activities of Central Bank, Capital Markets, Insurance Companies, Brokerages and Investment Companies.

It also regularly assessed and reviewed the Banking and Monetary Policy to forecast the future of the financial sector. Especially, for financing the SME, reducing the NPL and strengthening the business-friendly environment, the committee had provided different policy supports for the Board of Director to pursue the interest of business.

Over the year 2019, the committee organized three (3) meetings. Retrieving recommendation from these meeting, the committee organized a seminar titled “Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders” on 17 October, 2019 at DCCI Auditorium. Dr. Mashiur Rahman, Hon'ble Economic Affairs Advisor to the Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh Prime Minister's Office, GoB graced the seminar as the Chief Guest. Mr. Osama Taseer, President of DCCI delivered the welcome address in the event. Keynote Presentation was delivered by Mr. Arif Khan, Chief Executive Officer, IDLC Finance Ltd. and Mr. Sohail RK Hossain, Managing Partner of RSA Consulting Partners.

Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Standing Committee and Mr. Zeyad Rahman, was the convenor while Mr. M.A. Mannan acted as Joint-Convenor of the Standing Committee.

The other distinguished members of the Standing Committee were Mr. Rizwan-ur Rahman, Former Director, DCCI, Mr. Sk. Md. Waliul Islam, Mr. A. K. Mizanur Rahman, FCA, Mr. Tapan Krishna Podder, FCA, FCMA, Mr. P. K. Roy, FCA, Mr. Md. Iqbal Hossain, FCA, Mr. Rahel Ahmed, Mr. Mohammad Delwar Hossain, Mr. Mohammad Habib Rashid, Mr. Syed Aminul Kabir, Mr. Mohammad Ali, Mr. Nasimul Baten, Mr. Sharfuddin Ahmed Adil, Mr. Bidhu Bhusan Chakraborty and Mr. Salman Bin Rashid Shah Sayem.

Standing Committee on Real Estate including Urbanization, Decentralization

Standing Committee on Real Estate including Urbanization and Decentralization -2019 focused on promoting sustainable urban housing and encouraging decentralization by formulating policy suggestions and recommendations to the Board of Directors of DCCI for placing to the concerned Ministries and Government agencies.

Dhaka is densely populated, while the economy, administration and social services of the country are centrally concentrated in this city. Currently 40% of the total urban population of Bangladesh lives in Dhaka. Decentralization and planned urbanization are urgently needed to save Dhaka as well as the country from the current critical situation. For this reason, streamlining various services provided by different organizations relating to the urban housing sector development, improvement of habitation and livability in urban life, separate zoning for commercial and residential area, development of relevant infrastructure and utility services were prioritized and persuaded at various policy making levels by this Standing Committee during this year.

Six (6) meetings were held under this standing committee during the year 2019. The meetings discussed about harmonization of regulations and regulatory processes, review the financial accounting and reporting standards for real estate sector, long terms financing issues, standard rating system for real estate developers and developing master plan, land use map and land development regulations for decentralization. Also A seminar was organized named **“Challenges of Real Estate in Urbanization and Decentralization” on 5th May 2019 at Pan Pacific Hotel Sonargaon.** Some of the major policy recommendations framed by this Standing Committee to strengthen policy advocacy role of DCCI for the development of real estate sector and encouraging decentralization are noted below:

- An independent rating system should be used to assess the quality of real estate products.
- For safe and inclusive rehabilitation as per Sustainable Development Goals by 2030, a national mega plan on land use should be taken for flourishing the housing sector.
- The need for Environment-friendly and sustainable construction and reducing carbon footprint (Use Of 4R:Reduce, Reuse, Recycle and Restricted Use) are higher. The real estate sector has to think of affordable housing and provide a logical and rational proposal so that the government can think further.
- Rajuk, Ministry land and Housing need to take an integrated approach under one umbrella.

- Government is to reduce registration fees of apartments and plot sale alongside bringing down the bank interest rate for this sector. Ensure business-friendly policies, one-stop service, reduction of corporate tax and registration fees, and provide other incentives for well-planned urbanization in the country setting the 50-year long-term vision.
- Build a reciprocal nexus between consumers and developers to combat the challenges of the real estate sector.
- Decentralization process of megacities needs to be enhanced with strong infrastructure, communication, and transportation system and reduce excessive dependency on the capital city .
- Advocated for planning more satellite cities around the capital and on its outskirts for reducing the density of population in the capital.
- Not only decentralization but also the proper distribution of land resources will determine the equal and sustainable development of the country.
- Conduct analytical research to have the satellite city around the Dhaka and its outskirts along with proper communication system of these cities.
- Need coordination between the government and the real estate sector for affordable housing and using the government land under PPP modalities for shared development.
- The government should be a facilitator of the business by improving the Livability Index of Dhaka not should be the competitor of the private sector.
- The Government needs to incentivize to reinvest the profit by reducing corporate tax.

Mr. Md. Al Amin, Director, DCCI acted as the Coordinating Director; Mr. Arman Haque acted as the Convenor; Mr. Sk. Md. Waliul Islam and Mr. Mohammad Saifur Rahman Saif acted as Joint Convenor of this Standing Committee. The other Members of the Standing Committee were: Mr. K. G. Karim, Mr. Salim Akhter Khan, Engr. M. Anisuzzaman Bhuiyan Rana, Mr. Alhaj Mohd. Zakir Hossain, Mr. Md. Abdul Mozid Talukder, Mr. Md. Enamul Haque, Mr. Md. Shamsul Alam, Mr. Shajahan Alam and Mr. Asadur Rahman Joarder.

Standing Committee on National Energy Security

Heading towards an upper middle income country, ensuring uninterrupted supply of energy at an affordable rate will become a major concern for Bangladeshi industrial sector. There would be a critical shortage of gas in the coming decades, as we are on run for massive industrialization and on run for expanding export growth. Now grave concerned is aired on LNG price and electricity price along with uninterrupted captive energy and power supply, as both middle-income country status and double digit economic growth depend on the availability of energy. Growth cannot happen without secured energy supply and only import dependent energy generation cannot ensure energy security.

On the other hand, for ensuring uninterrupted captive power generation, urgent action to ensure LNG supply and provision at affordable price need to be addressed. Therefore, the committee regarding these issues raise the voice in national level for cost efficient coal based electricity supply, offshore & onshore exploration, mining and alternative energy source for uninterrupted energy and power supply. Thus it will become proactive to meet up the SDG **Goal 7, Goal 9 & Goal 12** (Affordable & Clean Energy, Industry Innovation & Infrastructure and Responsible Consumption and Production).

The Committee dealt with the matters related to national energy security focusing on specially uninterrupted supply of energy and power at a logical price in the industrial/manufacturing sector. This committee recommended for coal based energy, off shore and on shore exploration, mining and alternative energy sources so that Bangladesh would become self reliant to meet the energy and growing power demand for industrial/manufacturing sector.

Under the bold initiative of this standing committee, a seminar on "Energy Pricing: Impact on Industries" was organized at DCCI in the month of April this year. Honourable State Minister, Ministry of Power and Energy and Mineral Resources Mr. Nasrul Hamid, MP was present as the Chief Guest at the seminar. Dr. Mohammad Fouzul Kabir Khan presented the keynote paper. The Committee also planned to organize a seminar on LNG pricing and Net Metering. An outcome report was made after the seminar and placed to the concerned authority with specific recommendations.

Mr. Shams Mahmud was the Coordinating Director of this standing committee. Mr. Malik Talha Ismail Bari was the Convenor and Mr. Rayan Moyeen was the Joint Convenor. As member of the committee Dr. Syed Zahurul Haque, Mr. Jakir Hossain, Mr. Md. Saifur Rahman, Mr. Md. Salauddin Yousuf, Mr. Mohammad Habib Rashid, Mr. Ranjan Lohar, Mr. Syed Nabiur Rahman, Mr. Sameer Sattar and Mr. Shahid Alam played important role this year.

“ল’ অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যান্ডিং কমিটি

ডিসিসিআই “ল’ অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যান্ডিং কমিটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চোরাচালান রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুক্ত রেখে প্রচলিত আইন-কানুন এর পরিমার্জন-পরিবর্ধনপূর্বক ব্যবসায়ী ও তাঁর অংশীজনদের সেবার মান বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় দেশের স্থলবন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চোরাচালান রোধ, বন্দর ব্যবস্থাপনার ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, রমজান মাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম সহনীয় পর্যায়ে রেখে কম মুনাফায় অধিক ব্যবসায় এবং ঈদ-উল-আজহায় ব্যবসায়ীদের গবাদি পশুর সহজ বাজারজাতকরণ প্রত্যয় নিয়ে কমিটি ২০১৯ কার্যক্রম শুরু করে।

এই কমিটির ২০১৯ সালের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে ছিলঃ

১. স্থলবন্দরে ব্যবসায়ীদের পণ্য আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যাগুলির একটি প্রাক-তালিকা প্রণয়ন করা;
২. সমস্যা নিরসনকল্পে বন্দর সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা করে কাস্টমস্ কমিশনার বরাবর একটি সুপারিশমালা পেশ করা; যা গত ১৫ই এপ্রিল ২০১৯ইং তারিখ রোজ সোমবার, বেনাপোল কাস্টম হাউস এ অনুষ্ঠিত হয়;
৩. বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন করা ও একটি বাণিজ্য সংলাপ এর আয়োজন করা;
৪. ইন্ডিয়ান ট্রেড সামিট-এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ডিসিসিআই’কে আমন্ত্রণের আহ্বান করা;

বেনাপোলে অনুষ্ঠিত আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ শীর্ষক বাণিজ্য সংলাপ এ ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রতিনিধি দলের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন “ল’ অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং ইনিশিয়েটিভ” স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সমন্বয়কারী পরিচালক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অতিরিক্ত কমিশনার, বেনাপোল কাস্টমস হাউস, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী, বেনাপোল কাস্টমস্ কমিশনার এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষে বিশেষ অতিথির চেয়ার অলংকৃত করেন জনাব ইমরান আহমেদ, সহ-সভাপতি ও আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন বেনাপোল কাস্টমস্ সিএনএফ এজেন্টস্ এসোসিয়েশন এর সভাপতি জনাব মোঃ মফিজুর রহমান সজন। উপস্থিত ছিলেন বেনাপোল স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক জনাব আব্দুল জলিল, জনাব মতিয়ার রহমান, চেয়ারম্যান, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট সাব কমিটি, ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (আইবিসিসিআই), বেনাপোল প্রতিনিধি।

উক্ত বাণিজ্য সংলাপে ঢাকা চেম্বারের পক্ষে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ। তিনি তার মূল প্রবন্ধে ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করেন, যা নিম্নরূপ:

- বন্দরে জায়গার স্বল্পতা ও ওয়্যারহাউজ এর অপরিপূর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বন্দরের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- গাড়িতে পণ্য পার্কিং অবস্থায় রাখা ও খোলা আকাশের নিচে রাখার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে পার্ক ইয়ার্ড, ওপেন স্ট্যাক ইয়ার্ডসহ কার্গো ভেহিকল টার্মিনাল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন।
- শুল্ক নির্ণয় সংক্রান্ত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে যে সকল পণ্যের এইচএস কোড নির্ধারণ করা নেই, তাই সে সকল পণ্যের এইচএসকোড নির্ধারণ করা কিংবা বাস্তবসম্মত মূল্যনির্ধারণের তথ্য তালিকা প্রদান।
- পণ্য খালাসে বিলম্বের দরুন ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত ব্যাংক সুদের বোঝা বহন করতে হয় তাই ডিসিসিআই পণ্য খালাসের সময় কমিয়ে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা।
- বন্দর ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বেনাপোল স্থল বন্দরে ২৪ ঘণ্টার বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু রাখাসহ বন্দরের সকল কার্যক্রম অটোমেশন করার প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন।
- বিজিবি কর্তৃক পণ্যের পুনঃঅনুসন্ধানের ফলে যাতে প্রকৃত ব্যবসায়ীরা হয়রানির স্বীকার না হন সে ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ এবং আমদানি পর্যায়ে হিডেন কস্ট হ্রাস করতে কার্যকর নজরদারী বৃদ্ধি।
- খাদ্য-দ্রব্য, কসমেটিক ও যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে টেস্টিং সার্টিফিকেট জটিলতা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর একটি কার্যকর শাখা অফিস খোলার সুপারিশ করেছে। এছাড়াও একটি পরীক্ষাগার সমৃদ্ধ আধুনিক সাইন্স ল্যাব এর শাখা অফিস স্থাপনের সুপারিশ করে। পেট্রোপোল স্থলবন্দরে শেড নির্মাণের জন্য ভারতের সাথে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যশোর-বেনাপোল রাস্তা ৬ লেনে উন্নীত করা, একটি কর্যকরী বাইপাস নির্মাণ করা, একটি ডেডিকেটেড বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করাসহ একটি হাই স্পিড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।

প্রতিনিধি দলের প্রধান সমন্বয়ক আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে কমিশনার মহোদয়ের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন- ব্যবসায়ীগণ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন। কারণ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জাতি পিছিয়ে পড়বে। সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। ঢাকা চেম্বার ব্যবসায়ের উন্নয়নের পাশা পাশি দেশের স্বার্থ রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এছাড়াও অন্যান্য বক্তাগণের মধ্য থেকে বেনাপোল স্থলবন্দরের মোট রাজস্বের একটি অংশ বেনাপোল স্থলবন্দর উন্নয়নে বরাদ্দ রাখার সুপারিশ করেন, রপ্তানিমুখী পণ্যের SAFTA ইস্যুর জন্য EPB এর একটি শাখা অফিস খোলারও সুপারিশ করেন। এ ভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন ও অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের জন্য কমিটি বদ্ধপরিকর।

২০১৯ সালের এই কমিটিতে ছিলেন আলহাজ্ব দীন মোহাম্মদ, সমন্বয়কারী পরিচালক; ইঞ্জি. শামসুজ্জোহা চৌধুরী, আহ্বায়ক; জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান ও জনাব মনোয়ার হোসেন, যুগ্ম-আহ্বায়ক এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন আলহাজ্ব আবদুস সালাম, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, জনাব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির, প্রাক্তন পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ ইকরাম ঢালী, জনাব হাজী মোঃ মঈন হোসেন, জনাব ইসতিয়াক আহমেদ সৈকত, জনাব এম.এ. হান্নান বাশার, জনাব মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের, জনাব মাহমুদ হাসান, জনাব এ কে এম সাদেক হোসেন (নাসিম), জনাব মোহাম্মদ জমশের আলী, জনাব মীর্জা আব্দুল খালেদ ও জনাব মীর্জা আব্দুল খালেস প্রমুখ।

Standing Committee on National Infrastructure, Industrial Policy & Compliance

Standing Committee on National Infrastructure, Industrial Policy & Compliance was formed to focus on development of new Port Infrastructure to handle country's increasing trade growth, development of Inland Waterways for enhancement of Cargo & Passenger transportation, successful implementation of Special Economic Zones, promote Private Sector investment in the development of multi-modal transport infrastructure, warehousing and port facilities.

In 2019, committee set priority on Industrial policy. In industrial policy, priority has been given on the development of API industry. Following the recommendation and initiative of this standing committee Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized a seminar on "Prospects and Challenges of API (Active Pharmaceutical Ingredients) Industry in Bangladesh" at DCCI on 02 November, 2019. Executive Chairman of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) Md. Sirazul Islam was present as chief guest while Director of Directorate General of Drug Administration (DGDA) Md. Ruhul Amin was present as the special guest. DCCI President Osama Taseer chaired the seminar.

Major General Dr. Jahangir Hossain Mollick (Retd.), Former Director General, DGDA, Md. Hafizur Rahman, Director, WTO Cell, Ministry of Commerce, Dr. Sheikh Maksudur Rahman, Director (API Project), The ACME Laboratories Ltd. and DCCI Convenor & Chairman, Active Fine Chemicals Ltd. Md. Zia Uddin spoke as designated panelists. The speakers urged for extensive research and development initiatives for a sustainable API industry. Speakers said that this sector should not be neglected and adequate incentives should be given. They also urged for rapid implementation of API Policy. The sector also needs technical support as biotech medicines are coming rapidly. To increase the share in the USD1.2 Trillion global pharmaceutical market, the industry needs proper policy support and incentives, the speakers said. Bangladesh is the market leader among the LDC countries and the API industry can attract huge FDI, the speakers commented. In order for technology transfer, they underscored the importance of joint ventures with foreign API companies.

In this standing committee Nuher Latif Khan acted as the coordinating director, Mr. Md. Zia Uddin was the Convenor and Mr. Ashfaqur Rahman was the co-convenor. The other members of the standing committee were Mr. Md. Azizur Rahman, Mr. A K D Khair Mohammad Khan, Mr. Alamin Murshed, Mr. Estahak Ahmed Shaikat, Mr. Md. Salauddin Yousuf, Mr. Sk. Md. Waliul Islam and Mrs. Ismat Jerin Khan.

Standing Committee on Skills Development

Main Terms of Reference (ToR) of the Standing Committee on "Skills Development -2019" of DCCI could be summarized as follows:

1. To formulate appropriate policies and oversee the preparation of Annual Training Calendar of DCCI Business Institute (DBI).
2. To guide DCCI Library and Knowledge Centre to become updated, functional and useful.

Four meetings of this Standing Committee were held on February 27, 2019, April 30, 2019, August 22, 2019 and November 11, 2019 respectively. The following activities were undertaken as per recommendations of the Standing Committee with due approval of DCCI Board of Directors.

1. Activities of DCCI Business Institute (DBI) and Knowledge Centre undertaken during the year 2019 are given below:

As recommended by the Standing Committee, the DBI Training Calendar 2019 (January-December) was prepared, published and distributed among the target groups. Regarding Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P), 25th batch (January-June, 2019) and 26th batch (July-December, 2019) of Certificate Course were successfully started with forty eight (48) and twenty four (24) participants respectively. In addition, 18 and 26 participants have registered for Advanced Certificate and 23 & 13 participants for Diploma courses

respectively in 2019. Classes are held on Fridays so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them increase their knowledge, efficiency and create better job opportunities. Examinations on MLS-SCM(P) Courses were also held in February, July & October, 2019 successfully. Total number of examinees were 129 modules/participants in February, 195 modules/participants in July and 178 modules/participants in October, 2019. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

Developed course curriculum for three new Post Graduate Diploma (PGD) courses titled International Trade (Export & Import) Management, VAT & Customs Management and Income Tax Management. First batch of PGD in International Trade (Export & Import) Management and VAT & Customs Management have already started. Admission processes of the said courses 2nd batch are going on. DBI Newsletters has been published to promote activities of DBI among the stakeholders. Fourth issue of the Newsletters is going to be published soon.

Seventeen (17) short training courses were organized with 187 (One hundred & eighty seven) participants from January to October 2019. During the same period twenty two (22) daylong workshops were organized with 300 (Three hundred) trainees.

Three corporate training courses were organized for Bangladesh Machine Tools Factory Ltd. titled on 'Inventory Management & Storekeeping', 'Office Management and Filing System' and 'Safety and Security Measures at Workplace', respectively.

As per recommendation of the Skills Development Standing Committee and guidance of DCCI management initiatives were taken to sign MoU with the leading Private Universities of the country.

Initially, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and United International University (UIU) have found mutually beneficial to have a formal understanding between them for implementing activities which include organizing training programs jointly, sharing logo, sharing signatory of certificate, sharing resource person, organizing job fair, seminar, workshop, business conference, etc. The final MoU will be signed soon.

Three University Campaigning were held at Southeast University, American International University-Bangladesh (AIUB) and North South University on April 15, 2019, June 19, 2019 and June 26, 2019 respectively.

DCCI Business Institute (DBI) organized a lecture Series on "Leadership at the top of Corporate Houses" at DCCI on 04th May, 2019. Managing Director and CEO of Robi Axiata Ltd. Mahtab Uddin Ahmed was present as Guest Speaker on the occasion.

DBI took initiative to promote its existing activities as well as advertisement its upcoming training courses, workshops, professional certificate courses and MLS-SCM courses regularly. Two issues of DBI Newsletter has been published in 2018 and 4th issue will be published soon. DBI published a Leaflet and distributed among the stakeholders.

DBI team is visiting member and non-member organizations in regular basis to increase number of participants. Corporate visit also helps to increase its e-mail data bank, number of corporate training and new pool of resource persons.

2. Activities of BBA College are summarized below:

In the age of globalization, the new global economy of the current decade has transformed the economic, social, educational and political landscape in a profound and indelible manner. The role and functions of business in the new global economy have taken on added significance and face compounded challenges. Considering the issue, business leaders have realized the challenges of globally competitive free market economy with their key observing power, diversified knowledge and extraordinary creativity. To create synergies in the nation through making people good entrepreneurs to embrace the change of recent interconnected and integrated world economy, initiatives has been taken by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Under the guidance and direct intervention of the entity,

DCCI Business Institute (DBI) College introduced BBA program under the syllabus and curriculum of National University. The college has been persistently chasing its aims and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors, since the inception of the college. Hence, praiseworthy success has been achieved in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Program.

Aim and Values

To expand knowledge and skills that will facilitate the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully is the primary aim of this program. Our core value is to think progressively, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us.

Academics

Every society in the world needs a clear purpose to serve for the society through preparing qualifying business graduates here. Only successful business can contribute in the economic development of the country. So, in the future everyone will need to have knowledge in business. A business degree gives the practical skills one need to succeed. Understanding how to make decisions, take action, analyze the results, and work in a team to develop the best solution are crucial responsibilities of business graduates in a view to manage a successful project, product, service or company. To prepare business graduates, managers and entrepreneurs, DBI College has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. Noteworthy advancement has been achieved in the following areas of interests:

- Teaching Methodology: Innovative learning techniques are the core concentrations of DBI College. In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning have been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students. Academic Committee has been functioning to take care of the issues relevant to educational purpose.
- Academic Calendar: Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc. are being prepared and implemented. It is a wide-ranging guide that gives a comprehensive and strategic guideline to all programs, courses, services, academic policies and procedures at the college.
- Study Programs: DBI College offers 4-year BBA Program under National University which is divided into 8 semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and MIS.
- Syllabus and Textbooks: Syllabus and name of the textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise. To ensure the activities of classes "Class Monitoring Committee" has been made. Class Performance Diaries are also maintained regarding the issue.
- Examinations: Results of the public exams have been satisfactory. Md. Mamonur Rashid, student of 2nd batch scored 3.95 out of 4.00 in 8th semester which was the highest in whole Bangladesh. For his outstanding result, he was provided with the opportunity to participate in a training program at DBI (free of cost). From 2nd batch, 3rd batch and 4th batch, around 50% studentss obtained CGPA 3.5 and above. In the last year 2018, a student Mohammad Riduwan scored 3.85 out of 4.00 in 7th semester. Students from other batches are also doing well.
- Faculty: There are five full time faculty members working in DBI College campus for supporting the mission of research, teaching and scholarship of DBI College.

Students' Affairs

In DBI College, an interactive class lectures are delivered to students. Besides class lectures, individual and group presentation, class study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. In addition to that, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee; Media and Communication Committee etc. have been continuing to achieve the ultimate intend of the college.

Scholarship Program

- DCCI Foundation Scholarship: DCCI Foundation and Board of Directors have taken a generous initiative to offer scholarship to students of DBI College.
- CZM Scholarship: From DBI College, CZM Scholarships are also offered to students. In year 2018 and 2019, 11 students and 04 students got this scholarship respectively.
- Waiver: Sometimes tuition waivers are also offered for the prospective students.

Internship Program

DCCI and its member enterprises arrange internship placement supports for the students of DBI College. Five students successfully completed their internship program from DCCI. Five students from the college were selected as Interns at Bangladesh Bank. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Standard Chartered Bank Ltd., Modhumoti Bank Ltd., Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd. and so on.

- Job and Internship Assistance for students from DCCI: Two students from the 2nd batch from DBI College Sayed Billal Hossain and Aliva Salmin Tafana worked in DCCI Library after their graduation from DBI College. Five students from the college worked as Interns at DCCI.
- Administration: College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.
- Governing Body: Regular Governing Body has been constituted and its meeting is being arranged for dealing necessary and important college related issues. With joint Collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.
- Principal: Mrs. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.
- Faculty and Supporting Staff Members: There are faculty and staff members across our campus supporting our mission of research, teaching and scholarship.
- New Admission: Steps are underway to attract and retain more good students for 9th Batch in 2019-2020.

Facilities/Logistics

DCCI provide all the facilities and logistics supports to DBI College. These facilities include accommodation, furniture, multimedia projector, security and maintenance. The state of the art classroom has been possible through the initiatives and efforts of DCCI. Provision of providing appropriate facilities and logistics is such a crucial issue to maintain the college environment safe, secured and favorable for conducting effective learning and growth of it.

Co-curricular Activities

Co-curricular Activities are the activities that augment the curricular or main syllabi. The Co-curricular Committee of DBI College basically combines various co-curricular activities those are integral parts of the college that undoubtedly encourages the students to participate enthusiastically in these acts. It also develops the students' personality as well as intensifies the classroom learning. Positive thinking, character building, creativity and intellectual growth that prepare the students to excel in the outside world (or in their career).

As Co-curricular Activities are the great means of enhancing social interaction, healthy recreation, leadership, self-discipline and self-confidence, the Co-curricular Committee aims to highly stimulate the thinking process of students through conducting various co-curricular activities like debates, movie and media communication, sports competitions, inter- batch and intra-batch competitions, business and career sessions, reading and writing sessions, entrepreneurship development programs and etc. are regularly held at the institute for the holistic development of the students. Following clubs are in place to accommodate those needs: Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club etc.

DBI College participating in DCCI Seminar, Workshop and Conference:

Students of DBI College along with Principal and Faculties of the college are enthusiastically participating in different programs like seminar, workshop and conference arranged by DCCI, since the inception of the college. Some crucial events of this year have mentioned here.

- DBI College participated in a Corporate Tour organized by LEADS Corporation Limited:

DBI College participated in a Corporate Tour organized by “LEADS Corporation Limited”, held on January 29, 2019 (Tuesday) at Rupayan Trade Center, Bangla Motors, Dhaka.

- DBI College attended in an International Conference on “Local Capital Market Infrastructure Financing”:

DBI College attended in an International Conference on “Local Capital Market Infrastructure Financing”, held on April 28, 2019 (Sunday) at Utsab Banquet Hall, Hotel Radisson Blu Dhaka Water Garden. The conference was organized by the joint collaboration of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and GuarantCo [an international financial advisor company, which is a crucial part of a Private Infrastructure Development Group (PIDG), supported by the governments of the United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, Australia and Sweden]. Chief Guest of the program was Mr, Salman F. Rahman, MP and Honorable Private Sector Industry and Investment Advisor to the Prime Minister, Government of the People’s Republic of Bangladesh.

- DBI College attended in a Lecture Series on “Leadership at the Top of Corporate Houses”:

DBI College participated in a Lecture Series on “Leadership at the top of corporate houses”, held on May 04, 2019 (Saturday) at DCCI Auditorium. The program was organized by DCCI Business Institute (DBI). The keynote paper presenter was Mr. Mahtab Uddin Ahmed, Managing Director and CEO of Robi Axiata Limited.

- DBI College participated in “International Clean Technology Fair 2019”:

DBI College participated in “International Clean Technology Fair 2019” (a technology fair) organized by ‘Metabuild Project’ of DCCI from 26th June to 27th June 2019 at IDEB Bhaban, Kakrail, Dhaka.

- DBI College participated in the Iftar Mahfil, 2019 organized by DCCI:

DBI College participated in the Iftar Mahfil, 2019 organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) held on May 13, 2019 (Monday) at DCCI Auditorium (5th Floor) for the students of the college. With the assistance of DCCI, DBI College coordinated the Iftar Mahfil. Mr. Osama Taseer, President, DCCI was the Chief Guest of the Program.

- DBI College attended in a Mega Event “Member’s Night” organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI):

DBI College attended in a Mega Event “Member’s Night” organized by DCCI, held on October 09, 2019 at Officer’s Club, Baily Road, Dhaka. It was a get-together of members of DCCI. All former and current Presidents of DCCI were present at the event.

The main focus of DBI College is to become one of the renowned institutes in Bangladesh in the sector of education. The college is basically student development oriented. It has gained uniqueness than other colleges in the country with the assistance of DCCI. DCCI along with its sponsors, faculties, staff and other associated employees are continuously working in proactive ways to attain the desired goal of the college. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Program in DBI. Under the guidance and cooperation of DCCI and National University, we are doing splendid job to upgrade the college.

3. The activities of Library are summarized below:

DCCI library was established in 1969. DCCI has a well-equipped library with collection of 7,800 books, journals, magazines and others publications. It will enhance knowledge of DBI college students, Faculty members, DCCI members and DCCI Staffs'. DCCI Library has been introduced Library Management Software this year. As a result, all library service activities provided through Library Management Software. DCCI members use it particularly for International Tenders and consulting International Business Directories. It has also an enriched archive section with rare collection including government & non-government publications, National & International business and commercial Publications with study space. On an average 60-70 users visit and use the library every day.

In 2019, 120 Text Books of BBA, 600 Reference Books (Directories, Magazines, Journals), total 427 Local and International Tender Circulars and 18 Training Materials were collected for members. This year only verified members were served and non-members were restricted from core services of membership.

A process is underway to purchase a much-needed scanner for DCCI Library which was recommended and approved by DCCI Skill Development Committee.

DCCI library, undertook several major initiatives to upgrade and modernize its collection building programmed, reader services, and conservation of library material. The major activities completed during the period were automation of the circulation system in the lending section, setting up of a local area network, improved services, and more efficient collection management.

DCCI may provide ID Cards to library members and non-members for library use only. This card will be renewed annually.

Library Collection:

1. To formulate the rules of collection of Books and Journals from home and abroad and to present it to authority for approval.
2. Purchase library Books, Journals and other materials as per DCCI Departmental requirement.
3. Tender collection activities: Collect tender notice, attached notice in tender file, issued letter to respective organization to collect tender documents, and kept the tender document for DCCI library users, provide tender document photocopy service (Only DCCI Members).
4. Maintain communication all National and International organization for Collection of various publications.
5. Maintain correspondence with Government, Non-government organizations, Financial Institutions, and Banks for collection of Annual Report, Policy Manuals, etc.
6. Gave order to the Agencies and Bookshops for purchasing of Books and Journals.
7. Provide Cataloging and Classification of all New Books and Journals and ensure it proper shelving.
8. Issued Notes to various organization for collection of Books and Journals like-Bangladesh Bank Publications, BBS Publication, BIDA, International Book Agencies, etc.

Library Service:

1. To ensure library service for users and create the acceptability of library service.
2. Library Card related activities, i.e. made new card, renewal library card, and maintain register.
3. Provide users in getting information for Library collections.
4. Serve to the library users in various ways for examples supply tender document, Directory. Journals, Bulletin, Serving information from the Internet, etc.
5. Provide information to the DCCI internal department & Members as when required
6. To serve Current Awareness Service to all library users at the time when they visit the library.

User Support:

1. Library is used intensively by the Students, Teachers, BoD, DCCI Officials, Business people.
2. Researchers in order to collect documents and various significant information.
3. Usually 10-12 business people, 30-40 students, 4-6 faculty members, 8-10 in house people and others use the library every day.

Kh. Rashedul Ahsan, Director, DCCI is the Coordinating Director of the Standing Committee; Mr. Golam Zilani, the Convenor, Dr. Kazi Saifuddin Munir and Mr. Mohammad Siaam Al-Ddin Malik are the Joint-Convenors of this Standing Committee. Other members of the Standing Committee are: Mr. M. Abu Hurairah, Former Vice President, DCCI; Mr. Riyadh Hossain, Immediate Former Vice President, DCCI; Mr. Mamun Akbar, Immediate Former Director, DCCI; Mr. Arif Hossain Khan, Dr. A. S. M. Mashi-ur-Rahman, Dr. Lokiat Ullah, Mrs. Suraiya Alam.

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এই কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আজ অবধি আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সঠিক ও সুসংজ্ঞাল পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। পাশাপাশি আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে সরকার অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয়ে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন না।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা ডিসিসিআই পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ঢাকা চেম্বার এর পক্ষ থেকে পরিচালক, আহ্বায়ক, সহ আহ্বায়ক ও কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ উপস্থিত থেকে মতামত প্রদান করে থাকেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ, পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল, বিপণন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, আহ্বায়ক, জনাব রশিদ শাহ সশ্রুটি, যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব আবু বকর সিদ্দিকী ও জনাব মোহাম্মদ আহমেদ উল্লাহ।

এই কমিটির মাধ্যমে ২০১৯ সালে যে সমস্ত সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে—

- ১। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে ২০১৯ সালে ৩টি সভা, ২টি ওয়র্কিং কমিটির সভা এবং ১টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
- ২। এই কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে। ১ম সভায় ২০১৯ সালের কার্যক্রম পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ১ম সভায় বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের বিষয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ৩। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ৮ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে। এই সভায় গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করে “আসন্ন পবিত্র রমযান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ণ রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ” বিষয়ক একটি সেমিনার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য সচিব, জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারটি সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্য ভিত্তিক ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক মতবিনিময় সভা করেন।

৪। উল্লেখ্য যে পবিত্র রমযান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ণ রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠিত সেমিনার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য, পরামর্শ ও প্রতিবেদন একটি ফাইল আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৫। গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হলেন- সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব মোহাম্মদ বাশিরউদ্দিন, আহ্বায়ক, জনাব এম এ রশিদ শাহ সশ্রুট, যুগ্ম-আহ্বায়ক, জনাব আবু বকর সিদ্দিক ও জনাব আহমেদ উল্লাহ যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসাবে রয়েছেন। এই কমিটির মোট সদস্য রয়েছেন ৮ জন। তারা হলেন জনাব সৈয়দ হাবিবুর রহমান, প্রাক্তন পরিচালক; জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক; জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল; জনাব গোলাম গাফফার; জনাব গোলাম সারোয়ার টুটুল; জনাব মোঃ এ বি সিদ্দিকী; জনাব মোঃ আবুল হাসনাত; জনাব মোহাম্মদ সেলিম; জনাব মির্জা আব্দুল খালেস; আলহাজ্ব মোঃ শারফুদ্দিন; জনাব এ কে এম সাদেক হোসেন (নাসিম) প্রমুখ।

প্রটেকশন অব কনজুমার রাইটস, এসেসিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১৯ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ, ব্যবসায়ীদের সাথে ভোক্তাদের সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্বস্ততা, দ্রব্যমূল্যের মান ও নীতি নির্ধারণ বিষয়গুলো নিয়ে সার্বিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি

“এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভারসিফিকেশন” বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির পূর্ববর্তী নাম ছিল “এসএমই ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইটুকে” যা ২০১৯ সালে পরিবর্তন করা হয়। এই স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম পরিবর্তিত হলেও কমিটি আগের মত গুরুত্ব দিয়ে এসএমই খাত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়া সর্বোপরি ব্যবসায়ী সমাজকে বহুমুখী সেবা প্রদানসহ সরকারকে বিভিন্ন সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে নীতি-নির্ধারণী সহায়ক সুপারিশ/মতামত প্রদান করে থাকে। সরকার কর্তৃক গৃহীত সঠিক নীতিমালা এবং পদক্ষেপের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং বিগত দশকে ৬ শতাংশের অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা এ যাবৎ ৮.১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের ১০৯ মিলিয়ন কর্মশক্তিকে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখা সম্ভব।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘জাতীয় এস এম ই নীতিমালা-২০১৯’ পাশ করেছেন যার দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, বর্তমান সরকার এস এম ই খাতকে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছে, যেখানে ডিসিসিআই এসএমই স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। কমিটির আলোচনায় আরো বলা হয়, যেসকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশে অবস্থিত ব্যাংক, এস এম ই নিয়ে কাজ করে ও ফান্ড দিয়ে থাকে তাদের সাথে যোগাযোগ করে এস এম ই দের সহায়তায় ডিসিসিআই কাজ করে আসছে।

এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড জুট ডাইভারসিফিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে যেসকল কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে:

- ১। এসএমই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইটুকে বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১৯ সালে ২টি সভার আয়োজন করে;
- ২। জাতীয় পাট দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে “পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক সেমিনার আয়োজিত হয় ১৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখে যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী বীরপ্রতীক, এমপি উপস্থিত ছিলেন।

৩। জাতীয় বাজেটে কমিটি কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবনা যা সরকার কর্তৃক গ্রহীত হয়:

- এসএমই খাতের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে এসএমই ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- এসএমই নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হয়;
- এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই'র জন্য খাতভিত্তিক টেস্টিং ল্যাবরেটরি তৈরি করার প্রস্তাব;
- এছাড়া 'এসএমই'র বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর অধীনে একটি 'এমএসএমই রপ্তানি উন্নয়ন ডেস্ক' গঠন করা।

৪। উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্য:

- উদ্যোক্তা, উদ্যোগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক ধারণা ও উদ্যোক্তার সক্ষমতা;
- ব্যবসায়িক পরিচিতি ও ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা;
- পণ্য ও পণ্যের ধরন, পণ্য নির্বাচন, পণ্যের বৈশিষ্ট্য;
- পণ্যের বাজার সম্ভাব্যতা যাচাই, মোড়কীকরণ, গুদামজাতকরণ ও পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন ব্যবস্থা;
- বাজার ও বাজারজাতকরণ, বাজার জরিপ (সম্ভাব্যতা যাচাই);
- ব্যবসার ধারণা ও ব্যবসায় পরিকল্পনা এবং একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরির পদ্ধতি;
- ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়;
- ব্যবসায়িক হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ঋণ, ঋণ সংক্রান্ত হিসাব ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ব্যাংক হিসাব ও ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন / নীতিমালা।

৫। নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রার্থী নির্বাচন:

- বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক হতে হবে;
- প্রার্থীর বয়স ১৮ বছর বা তার অধিক হতে হবে;
- প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা এস.এস.সি (SSC) বা এর সমমান বা তার অধিক হতে হবে;
- ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হতে হবে;
- ব্যবসার ধারণা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এ কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা, সমন্বয়কারী পরিচালক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়ক, সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সভা, সেমিনার এ ডিসিসিআই এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা হচ্ছেন, জনাব আবুল কাসেম খান, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই, জনাব আফতাব-উল ইসলাম, প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন- জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না, সমন্বয়কারী পরিচালক, জনাব এম. মোশাররফ হোসেন, আহ্বায়ক, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মন্ডল- যুগ্ম-আহ্বায়ক, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, যুগ্ম-আহ্বায়ক, জনাব এম. আবু হোয়ায়রাহ, প্রাক্তন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সদস্য, জনাব এম. আনওয়ারুল হক, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য, জনাব মামুন আকবর, প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং সদস্য, জনাব মিজানুর রহমান, সদস্য, মিসেস বার্থা গীতি বাড়ুই, সদস্য, জনাব আশফাকুর রহমান, সদস্য, জনাব মাহমুদ হাসান, সদস্য, জনাব মোঃ মাসুমুল হক, সদস্য, জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, সদস্য, মিস ইসলামত জেরিন খান, সদস্য, মিসেস সাবিনা বেগম, সদস্য, জনাব সপন কুমার দাস- সদস্য প্রমুখ।

Standing Committee on ICT and Telecom-2019

This Standing Committee works as a platform to deal with matters related to policy recommendations to concerned ministries and government agencies, for effective development of this important sector. The Committee also advocates and formulates recommendations to improve the business environment for its members through the effective use of ICT. Furthermore, it has the mandate to oversee the implementation of Secretarial Digitization of DCCI.

During the year 2019, the Committee organized five official meetings within the premises of DCCI. The Committee set out to implement a membership software as a matter of priority that has been long overdue: Membership Profile Directory for smoother functioning of the DCCI Secretariat. The software was finally completed and data is being updated.

In addition to the above, the Committee initiated the development of (a) a Responsive Website for DCCI with a B2B business feature incorporated and (b) Digital Office Management (Work Flow) and Electronic Document Management Software to be built.

During this period, Mr. Gazi Alim Al Razy and Mr. Kamrul Hasan Tuhin, Members joined the meeting on Joint Working Committee meeting of Bangladesh India MoU on Information Technology and Electronics at ICT Tower, Agargaon, Dhaka.

Mr. Andaleeb Hasan, Director, DCCI was the Coordinating Director of the Committee, Mr. Syed Mamnun Quader was the Convener while Mr. Zubair B. A. Siddiky and Mr. S. M. Golam Faruk Alamgir were the Joint Conveners for the year 2019.

The Members of the Committee were Mr. Riyadh Hossain, Immediate Former Vice President, DCCI, Mr. Azharul Huq Chowdhury, Mr. Gazi Alim Al Razy, Mr. Kamrul Hasan Tuhin, Mr. M.A. Mannan, Mr. Md. Ashif Imran Rana, and Mr. Salman Bin Rashid.

The Members of the Committee were Mr. Riyadh Hossain, Immediate Former Vice President, DCCI, Mr. Azharul Huq Chowdhury, Mr. Gazi Alim Al Razy, Mr. Kamrul Hasan Tuhin, Mr. M.A. Mannan, Mr. Md. Ashif Imran Rana, and Mr. Salman Bin Rashid.

ট্রেড ডেলিগেশন, ট্যুরিজম সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১৯

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশি বিদেশি বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে ডিসিসিআই'র সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়। দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া এ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশে অবস্থিত সকল দূতাবাসসমূহকে তাঁদের স্ব-স্ব দেশে অনুষ্ঠিত মেলাসমূহের তথ্যাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। দু'টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের দ্বি-পাক্ষিক সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সফর দু'দেশের ব্যবসায়ীদের একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন দেশ থেকে যে সকল বাণিজ্য মেলার তথ্য চেম্বারে গৃহীত হয়, তা ফেয়ার ক্যালেন্ডার আকারে সদস্যবৃন্দের কাছে নিয়মিত পৌঁছে দেয়া এ কমিটির অন্যতম একটি কার্যক্রম।

ডিসিসিআই'র ট্রেড ডেলিগেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশমতে এ বছর কনফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেড এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক্সপোতে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব ইমরান আহমেদ এর নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও এ বছরের অক্টোবর মাসে ভারতের আসামে অনুষ্ঠিত

ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিট এ ডিসিসিআই এর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে আরও একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। দু'দেশের আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এ সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কমিটির তত্ত্বাবধানে আগামীতে একটি পর্যটন মেলার আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব কেএমএন মঞ্জুরুল হক এ কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব হাবিব উল্লাহ তুহিন, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং জনাব মোঃ শাহিদ হোসেন যথাক্রমে আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব ফরিদুল হক, জনাব এএসএম নজরুল ইসলাম, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব মোঃ আবুল হাসনাত, জনাব মোঃ ওয়াহিদুল আলম, জনাব মোঃ নাজির হোসেন, জনাব মোহাম্মদ জমসের আলী, জনাব মোহাম্মদ তোহিদ নওয়াজ, জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা, জনাব পারভেজ আহমেদ, লায়ন মাহমুদ হাসান, জনাব সারমাদ মনসুর, জনাব মোক্তার হোসেন চৌধুরী, জনাব মোঃ কবির হোসেন এবং জনাব মোঃ শাখায়াত উল্লাহ এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রজেক্ট মনিটরিং বিশেষ কমিটি

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে এবং চেম্বারের সদস্যদের বাজার সম্প্রসারণে সহযোগিতাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সহযোগীদের (পার্টনার প্রতিষ্ঠান) সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রজেক্টের সফল বাস্তবায়নসহ ইনোভেটিভ প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি, পার্টনারদের সাথে যোগাযোগে ডিসিসিআই'র এই প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কমিটি এবছর ২টি গুরুত্বপূর্ণ সভাসহ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং একটি আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করেছে। “স্পেশাল কমিটি-প্রজেক্ট মনিটরিং”-এর ২০১৯ সালে বিভিন্ন কার্যক্রমের এবং প্রজেক্ট সমূহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। ডিসিসিআই-এর চলমান প্রজেক্ট সমূহের নাম এবং বাস্তবায়ন অবস্থা:

এ অর্থবছরে ডিসিসিআই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতায় মেটাবিল্ড প্রজেক্ট: যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত এনার্জির (যথাক্রমে: গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি) সাশ্রয়ী ব্যবহারের দক্ষতা ও কৌশল নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা, আইটিসির সহযোগিতায় চায়না সাপ্লাই চেইন প্রজেক্ট: যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈদেশিক (চায়না) মেলায় অংশগ্রহণ, আইটিসির সি-ট্রেড: যার উদ্দেশ্য হচ্ছে- নারী সদস্যদের ব্যবসার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিসহ এক্সপোর্ট এবং সেল্‌স ও মার্কেটিংয়ে বিভিন্ন সহযোগীতা প্রদান এবং আইএফসির সাথে Tackling Childcare in Bangladesh বিষয়ে সার্ভে প্রজেক্টসহ অন্যান্য প্রজেক্ট সমূহ সাফল্যজনক ভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া আগামীতে ডিসিসিআই-এর প্রকল্প বিভাগের সাথে আরো নতুন নতুন প্রকল্প সংযুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের (পার্টনার প্রতিষ্ঠান) সাথে কার্যকারী যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। এতে আগামীতে প্রকল্প বিভাগের কার্যক্রম আরো বিস্তৃত হবে এবং একইসাথে সাথে এর লোকবলও আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

২। ডিসিসিআই METABUILD প্রজেক্টের আওতায় International Clean Technology Fair:

গত ২৬ এবং ২৭ শে জুন ২০১৯ ইং তারিখে Institution of Diploma Engineers, Bangladesh, IDEB Bhaban-এ ডিসিসিআইএর METABUILD প্রজেক্টের আওতায় International Clean Technology Fair-এর বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে প্রায় ৬৫ টি Technology supplier কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। Technology Fair-এর উদ্দেশ্য ছিল মূলত: METABUILD প্রজেক্টের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প মালিকদের সাথে Technology supplier কোম্পানি সমূহের সংযোগ স্থাপন।

কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব ইমরান আহমেদ, সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই। জনাব রাজিব এইচ চৌধুরী, আহ্বায়ক এবং জনাব কামরুল হাসান তুহিন ও জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব এম আনোয়ারুল হক, জনাব মোঃ কবির হোসেন, ডঃ লিয়াকত উল্লাহ, জনাব শাহরিয়ার আখতার আলী খান, মির্জা আব্দুল খালেদ, জনাব মোঃ আলমগীর ভূঁইয়া, জনাব মোহাম্মদ ফয়সাল, জনাব এ কে এম সাদেক হোসেন উক্ত কমিটির সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

DCCI Business Institute (DBI) has been conducting various training programme as per its Training Calendar 2019. The Training Calendar was prepared under the guidance of DCCI “Skills Development” Standing Committee and approved by the Board of Directors. Later, the Training Calendar was finalized, printed and distributed among the target groups. DBI has continued to organize Certificate, Advanced Certificate, Diploma courses and hold Examinations on “Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM[®])”, in accordance with the Agreement between DCCI and International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business organizations and individual participants. Responses from the business community and public sector organizations, as a whole, are satisfactory. In addition it has also been implementing forty six (46) short training courses and forty six (46) daylong workshops to develop forward-looking entrepreneurs and business managers in private sector in Bangladesh.

The Vision & Mission of DBI:

Vision: To emerge as a professional business school with wide-ranging modern knowledge-based education and a Center of Excellence.

Mission: DBI plans to conduct short, medium and long term business-related training courses and curricula eventually to graduate as a full-fledged Business School for Entrepreneurs & Professionals.

The main activities of DBI in the year 2019 are narrated below:

1. Conducting Certificate, Advance Certificate & Diploma Courses on Supply Chain Management under MLS-SCM[®] Programme of ITC, Geneva:

DCCI entered into an Agreement with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva in 2004, to conduct Certificate and Diploma Courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM[®]) and to hold examinations of the same in DCCI Business Institute (DBI). The Agreement was renewed a number of times and in 2017 it was again renewed for another period of three (3) years upto 2019. According to the Agreement, DCCI is the only Authorized Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. In 2019, DBI has successfully conducted the MLS-SCM[®] courses and examinations. These courses improve the capacity of business organizations to become competitive in the globalised market in home and abroad, by effectively managing the supply chain. The main objective of the course is to train up participants how to obtain quality inputs at a competitive price and keep the customers satisfied to reach its organizational goal. Slogan of the MLS-SCM[®] course is “**Purchasing into Competitiveness**” where “P” of MLS-SCM[®] denotes power of Purchasing. The MLS-SCM[®] course has the following eighteen (18) modules, which cover all aspects of the supply chain of a business, from purchasing of raw materials and other inputs up to Customer Relationship Management: 1. Understanding the Corporate Environment; 2. Specifying Requirements & Planning Supply; 3. Analysing Supply Markets; 4. Developing Supply Strategies; 5. Appraising & Short-listing Suppliers; 6. Obtaining & Selecting Offers; 7. Negotiating; 8. Preparing the Contract; 9. Managing the Contract & Supplier Relationships; 10. Managing Logistics in the Supply Chain; 11. Managing Inventory; 12. Measuring and Evaluating Performance; 13. Environmental Procurement; 14. Group Purchasing; 15. E-Procurement; 16. Customer Relationship Management; 17. Operations Management; and 18. Managing Finance along the Supply Chain. More modules are in the process of development.

ITC has developed these excellent and easily intelligible modules of MLS-SCM[®] for quick and effective learning of the participants. Then they can help concerned companies to achieve excellence in the supply chain management to make them competitive in international market.

During 2019, 25th batch (January-June, 2019) and 26th batch (July-December, 2019) of Certificate Course were successfully started with forty eight (48) and twenty four (24) participants respectively. In addition, 18 and 23 participants have registered for Advanced Certificate and 23 & 13 participants for Diploma courses respectively in 2019. Classes are held on Fridays so as to enable persons on-the-job to attend the training courses conveniently on weekend. The courses help them to increase their knowledge, efficiency and job opportunities. Examinations on MLS-SCM[®] Courses were also held in February, July and October 2019 successfully. Total 72 examinees were participated in

129 modules in February 2019, 100 examinees were participated in 195 modules in July 2019 and 70 examinees were participated in 190 modules in October 2019. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva up to their full satisfaction.

The turn up of participants in the MLS-SCM^(P) certificate course in 2019 exhibits the popularity of MLS-SCM courses of DBI, despite the fact that many other competitors like BRAC University, UK-based Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) and USA-based International Supply Chain Education Alliance (ISCEA) have entered into Bangladesh market with Diploma in Supply Chain Management Course. MLS-SCM course of ITC is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead-time and become competitive in the Global Market. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of twenty five (25) experienced trainers through holding eight (8) ToT Workshops for conducting Certificate & Diploma Courses on MLS-SCM^(P). For holding these workshops, Master Trainers came from ITC, Geneva with necessary training modules and imparted rigorous training to the trainers in ToT workshop. They were trained not only about the content of the courses but also how to design a course and deliver them effectively. One of DBI trainers won “Best Trainer of the Year 2018 Award” from ITC, Geneva.

Glorious Achievements of DBI in MLS-SCM^(P):

After taking necessary preparatory steps for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) started offering MLS-SCM^(P) courses from 2007 regularly. Up to July 2019, 1023 participants participated in Certificate, 517 in Advanced Certificate and 359 in Diploma courses of DBI. Out of them 286 have already received International Certificates, 129 received International Advanced Certificates and 106 received International Diplomas on MLS-SCM^(P). In 2019, 72 participants have been admitted for the certificate course. Diploma holders of DBI are the champions of certified Supply Chain Management professionals in Bangladesh. Many of them are working as Heads of Procurement and Supply Chain Departments of many government organizations, NGOs and private companies including multinational companies. Bangladesh Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Police and many other Govt. organizations are sending participants for the course every year.

DCCI Won “Best Training Support Institution Award 2018” and “MLS-SCM^(P) Best Network Partner Institution Award-2010” of ITC-UNCTAD/WTO, Geneva:

It is worth mentioning that DCCI won “**Best Training Support Institution Award 2018**” of ITC’s **SCM Global Network Roundtable 2018**, held at Beijing, China from 31st October to 2nd November 2018. DCCI received “**MLS-SCM^(P) Best Network Partner Institution Award**” of International Trade Centre (ITC)-UNCTAD/WTO, Geneva, among its partner Institutions in 69 countries. The award was given at ITC’s “**MLS-SCM^(P) Global Network Roundtable**”, held at Kuala Lumpur, Malaysia in 2011.

2. Post Graduate Diploma Courses:

DBI opened up 3 new PGD Courses (6 months long) namely International Trade (Import & Export) Management, Custom and VAT management and Income Tax Management. First batch of PGD in International Trade (Export & Import) Management and VAT & Customs Management have already started. Admission processes of the said courses 2nd batch are going on.

3. Short-term Training Courses and Workshops:

DCCI started conducting short training courses to provide training services to its members for development of business executives and entrepreneurs under a joint project with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva In 1991. After end of the one year project with ITC, DCCI continued the program of human resource development jointly with other development partners like ZDH & GTZ, Germany. Meanwhile DCCI upgraded its training centre into DCCI Business Institute (DBI) in 1999. Since then, DBI has been conducting short-term training courses. It has also started daylong courses and workshops from 2015.

Training Courses: DBI organized 17 short training courses from October 2018 to September 2019. Total participants in these courses were one hundred & ninety seven (197). Topics of the courses were as follows: 1. Logistics, Inventory and Store Management; 2. Guide to Export, Import & Indenting Business; 3. Procurement Management; 4. Front Desk Behaviour and Receptionist Skills; 5. Human Resource Management (HRM); 6. Logistics, Inventory and Store Management; 7. Rules & Procedures of VAT & Income Tax; 8. Guide to Export, Import & Indenting Business; 9. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation; 10. Inventory Management & Storekeeping; 11. Office Management and Filing System; 12. Professional English Language Course; 13. Professional Bangla Language Course; 14. Rules & Procedures of VAT & Income Tax, 15. Development of Managerial Leadership Skills; 16. Guide to Export, Import & Indenting Business; 17. Understanding L/C Procedures for Export & Import Operation.

Workshops: DBI also organized 24 workshops with 328 participants in the said period. Topics of the workshops were as follows: 1. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 2. Income Tax and VAT Management; 3. Agile HRM for Organizational Growth and Profit; 4. Importance of Financial Analysis for Decision Making; 5. Shipping Procedures for Export, Import and Customs Formalities; 6. Customer Behaviour and Excellent Customer Services; 7. Effective Communication and Presentation Skills; 8. Documentation for Export and Import Business; 9. Material and Inventory Management; 10. Procurement Strategies for Competitiveness; 11. Effective Warehousing and Distribution Management; 12. VAT and Customs Procedures for Import & Export; 13. Procurement Management; 14. Shipping Procedures for Export, Import & Customs Formalities; 15. Disciplinary Action, Domestic Enquiry & Amended Labour Laws-2013 & 2018; 16. Finance for Business Leaders; 17. Corporate Income Tax Planning and Management; 18. Effective Communication and Presentation Skills; 19. Customer Relationship Management (CRM); 20. Front Desk Management; 21. VAT & Income Tax Management; 22. Development of Employee Efficiency & Productivity; 23. Strategic Procurement Skills; 24. How to Become a Dynamic Leader.

4. Corporate Training Programme:

Three corporate training courses were organized for Bangladesh Machine Tools Factory Ltd. titled on 'Inventory Management & Storekeeping', 'Office Management and Filing System' and 'Safety and Security Measures at Workplace', respectively.

5. MoU Signing with different Universities:

Initially Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and United International University (UIU) have found mutually beneficial to have a formal understanding between them for implementing activities which include organizing training programs jointly, sharing logo, sharing signatory of certificate, sharing resource person, organizing job fair, seminar, workshop, business conference, etc. The final MoU will be signed soon.

6. University Campaigning:

- i) A seminar titled **“Career Opportunity in Supply Chain Management” Organized by DCCI Business Institute (DBI) in cooperation Southeast University**” was held at Southeast University, Banani Campus on April 15, 2019. Prof. Dr. ANM Meshquat Uddin, Vice Chancellor, Southeast University chaired the seminar Acting Secretary, DCCI Md. Joynal Abidin, Prof. Dr. Md. Abu Taher, Pro VC, SEU & Dean, Southeast Business School, SEU, Prof. Dr. AFM Mafizul Islam, Adviser & Head of Board of Trust, Southeast University Trust were present on the occasion. Shankar Kumar Roy one of the leading trainer of DBI, presented the keynote paper.
- ii) A seminar titled **“Career Opportunity in Supply Chain Management” organized by DCCI Business Institute (DBI) in cooperation with American International University-Bangladesh (AIUB)”** held at AIUB Campus on June 19, 2019. Prof. Dr. Charles C. Villanueva, Vice President, (Academic) and Dean, Faculty of Business Administration, AIUB Chaired the Seminar. Convenor, DCCI Skills Development Standing Committee-2019, Golam Zilani, Acting Secretary, DCCI & Executive Director, DBI Md. Joynal Abidin, were present at the programme. Shankar Kumar Roy one of the leading trainer of DBI, presented the keynote paper.

- iii) A seminar titled “**Career Opportunity in Supply Chain Management Organized by DCCI Business Institute (DBI), in cooperation with North South University**” was held at NSU Campus on June 26, 2019. Dr. Mohammad Khasro Miah, Director, Career Placement Center, NSU chaired the Seminar. Convenor, DCCI Skills Development Standing Committee-2019, Golam Zilani, Acting Secretary, DCCI & Executive Director, DBI Md. Joydal Abidin, were present on the occasion. Shankar Kumar Roy one of the leading trainers of DBI, presented the keynote paper.

7. Lecture Series:

DCCI Business Institute (DBI) organized a lecture Series on "Leadership at the top of Corporate Houses" at DCCI on 04th May, 2019. Managing Director and CEO of Robi Axiata Ltd. Mahtab Uddin Ahmed was present as Guest Speaker on the occasion.

Mahtab Uddin Ahmed made an inspirational speech for the young university students & corporate persons who took part in the lecture Series as participants. He said in order to gain success in life one should have the leadership quality. He suggested the young generation to be self motivated, energetic and to change the traditional mind-set. He urged juveniles to embrace technology and technological shift and innovation to be with this change. Changes create opportunity, he said.

DCCI's Senior Vice President **Waqar Ahmad Choudhury** in his welcome address said we are witnessing demographic dividend and at the same time lagging behind when it comes to build an efficient workforce compatible for the age of fourth industrial revolution (4IR). Unfortunately, we are paying more than US\$10 billion by employing foreign mid-level managers, he said. We will require a competent workforce to sustain our growth trajectory, he mentioned. Every year about two million people are entering the job market. Our private sector is facing a myriad challenges, including lack of leadership and management skills at the mid and senior level.

DCCI Vice President Imran Ahmed gave the concluding remarks. DCCI Director Kh. Rashedul Ahsan was also present during the time.

8. Publication of DBI Newsletter:

DBI took initiative to promote its existing activities as well as advertisement its upcoming training courses, workshops, professional certificate courses and MLS-SCM courses regularly. Two issues of DBI Newsletter has been published in 2018 and 4th issue will be published soon. DBI published a Leaflet and distributed among the stakeholders.

9. Promoting DBI through Corporate Visit:

DBI team is visiting member and non-member organizations in regular basis to increase number of participants. Corporate visit also helps to increase its e-mail data bank, number of corporate training and new pool of resource persons.

10. DCCI Knowledge Centre (KC):

DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After expiry of the MoU with them in June, 2008, DCCI continued the activities of KC as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a “one-stop-knowledge service” to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. It is also used as online examination hall of MLS-SCM[®] participants and the Computer Laboratory of the students of Professional BBA Course of DBI College, being conducted under National University.

Services of KC: The main services of KC are: (i) Trade & Technology Information service, (ii) CD ROM & Library service, (iii) Training service, and (iv) Development and Communication services. **Sale of Services:** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing, printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc.

The participants of the above courses expressed great satisfaction on the outcome of the courses which enhanced their forward looking attitude, practical and theoretical knowledge and skill which widened their mental horizon to make them confident in doing their job professionally. They also requested to continue these courses in future.

DCCI BUSINESS INSTITUTE (DBI) COLLEGE

(A BBA College with a Difference)

Introduction

In the age of globalization, the new global economy of the current decade has transformed the economic, social, educational and political landscape in a profound and indelible manner. The role and functions of business in the new global economy have taken on added significance and face compounded challenges. Considering the issue, business leaders have realized the challenges of globally competitive free market economy with their key observing power, diversified knowledge and extraordinary creativity. To create synergies in the nation through making people good entrepreneurs to embrace the change of recent interconnected and integrated world economy, initiatives has been taken by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Under the guidance and direct intervention of the entity, DCCI Business Institute (DBI) College introduced BBA program under the syllabus and curriculum of National University. The college has been persistently chasing its aims and goals as stipulated by the Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors, since the inception of the college. Hence, praiseworthy success has been achieved in the fields of academics, administration, facilities, extra-curricular activities and students' affair. In addition to that, National University of Bangladesh has recognized the huge potential that DBI College could manifest in the implementation of BBA (Professional) Program.

Aims and Values

To expand knowledge and skills that will facilitate the students to undertake responsibility of the young executives in business organization successfully is the primary aim of this program. Our core values are to think progressively, breaking with convention, challenging the status quo and improving the world around us.

Academics

Every society in the world needs a clear purpose to serve for the society through preparing qualifying business graduates here. Only successful business can contribute in the economic development of the country. So, in the future everyone will need to have knowledge in business. A business degree gives the practical skills one need to succeed. Understanding how to make decisions, take action, analyze the results, and work in a team to develop the best solution are crucial responsibilities of business graduates in a view to manage a successful project, product, service or company.

To prepare business graduates, managers and entrepreneurs, DBI College has been contemporary and efficient. Therefore, academics have been the main focus of concentration. Simultaneously, all other activities supportive to academic excellence have been given due preference. Noteworthy advancement has been achieved in the following areas of interests:

- **Teaching Methodology:** Innovative learning techniques are the core concentrations of DBI College. In addition to lectures, group discussion, group presentation, case study, assignments, exercise and other interactive methods of learning have been introduced to explore, expose and develop the potentiality and creativity of the students. Academic Committee has been functioning to take care of the issues relevant to educational purpose.
- **Academic Calendar:** Academic Calendar or detailed year calendar, containing dates of holidays, examination schedule, socio-cultural events, visits, etc. are being prepared and implemented. It is a wide-ranging guide that gives a comprehensive and strategic guideline to all programs, courses, services, academic policies and procedures at the college.
- **Study Programs:** DBI College offers 4-year BBA Program under National University which is divided into 8 semesters with specialization in major areas like Accounting, Finance, Management, Marketing and MIS.
- **Syllabus and Textbooks:** Syllabus and name of the textbooks are given by the College to the students for better preparation and to complete the exercise. To ensure the activities of classes "Class Monitoring Committee" has been made. Class Performance Diaries are also maintained regarding the issue.

- **Examinations:** Results of the public exams have been satisfactory. Md. Mamonur Rashid, student of 2nd batch scored 3.95 out of 4.00 in 8th semester which was the highest in whole Bangladesh. For his outstanding result, he was provided with the opportunity to participate in a training program at DBI (free of cost). From 2nd batch, 3rd batch and 4th batch, around 50% students obtained CGPA 3.5 and above. In the last year 2018, a student Mohammad Riduwan scored 3.85 out of 4.00 in 7th semester. Students from other batches are also doing well.
- **Faculty:** There are five full time faculty members working in DBI College campus for supporting the mission of research, teaching and scholarship of DBI College.

Students' Affairs

In DBI College, an interactive class lectures are delivered to students. Besides class lectures, individual and group presentation, case study, assignments, group discussion, exercise and other interactive methods of learning are being practiced to explore and expose students potential. In addition to that, Class Monitoring Committee, Exam Committee, Debate Committee, Counseling Committee; Media and Communication Committee etc. have been continuing to achieve the ultimate intend of the college.

Scholarship Programs

- **DCCI Foundation Scholarship:** DCCI Foundation and Board of Directors have taken a generous initiative to offer scholarship to students of DBI College.
- **CZM Scholarship:** From DBI College, CZM Scholarships are also offered to students. In year 2018 and 2019, 11 students and 04 students got this scholarship respectively.
- **Waiver:** Sometimes tuition waivers are also offered for the prospective students.

Internship Placement Supports

DCCI and its member enterprises arrange internship placement supports for the students of DBI College. Five students successfully completed their internship program from DCCI. Five students from the college were selected as Interns at Bangladesh Bank. Besides, other students also got the opportunity to work as Interns at various renowned organizations, such as- Standard Chartered Bank Ltd., Modhumoti Bank Ltd., Mercantile Bank Ltd., City Bank Ltd., National Bank Ltd., Uttara Bank Ltd. and so on.

Job Assistance for students: Two students from the 2nd batch from DBI College Sayed Billal Hossain and Aliva Salmin Tafana worked in DCCI Library after their graduation from DBI College.

Administration: College administration has been considerate to include educational leadership, the capacity to bring about shared vision, collaborative decision- making ability and managerial skills.

Governing Body: Regular Governing Body has been constituted and its meeting is being arranged for dealing necessary and important college related issues. With joint Collaboration since its inception, DCCI Business Institute (DBI) College has been relentlessly pursuing its mission and goals as stipulated by Governing Body, Standing Committee, Working Committee and DCCI Board of Directors.

Principal: Mrs. Khodeza Begum is the Principal of DBI College. She has been running the College satisfactorily consistent with its goals, mission and vision. She is putting every possible effort to reach the vision.

Staff Members: There are sufficient staff members across our campus supporting the mission of research, teaching and scholarship.

New Admission: Steps are underway to attract and retain more good students for 9th Batch in 2019-2020.

Facilities/Logistics

DCCI provides all the facilities and logistics supports to DBI College. These facilities include accommodation, furniture, multimedia projector, security and maintenance. The state of the art classroom has been possible through the initiatives and efforts of DCCI. Provision of providing appropriate facilities and logistics is such a crucial issue to maintain the college environment safe, secured and favorable for conducting effective learning and growth of it.

Co-curricular Activities

Co-curricular Activities are the activities that augment the curricular or main syllabi. The Co-curricular Committee of DBI College basically combines various co-curricular activities those are integral parts of the college that undoubtedly encourages the students to participate enthusiastically in these acts. It also develops the students' personality as well as intensifies the classroom learning. Positive thinking, character building, creativity and intellectual growth that prepare the students to excel in the outside world (or in their career).

As Co-curricular Activities are the great means of enhancing social interaction, healthy recreation, leadership, self-discipline and self-confidence, the Co-curricular Committee aims to highly stimulate the thinking process of students through conducting various co-curricular activities like debates, movie and media communication, sports competitions, inter- batch and intra-batch competitions, business and career sessions, reading and writing sessions, entrepreneurship development programs and etc. Following clubs are in place to accommodate those needs: Debating club, Reciting club, Cultural club, Career club etc.

DBI College participating in DCCI Seminar, Workshop and Conference:

Students of DBI College along with Principal and Faculties are enthusiastically participating in different programs like seminar, workshop and conference arranged by DCCI. Some crucial events of this year have been mentioned here.

- **Corporate Tour organized by LEADS Corporation Limited:**

DBI College participated in a Corporate Tour organized by "LEADS Corporation Limited", held on January 29, 2019 (Tuesday) at Rupayan Trade Center, Bangla Motors, Dhaka.

- **International Conference on "Local Capital Market Infrastructure Financing":**

DBI College attended in an International Conference on "Local Capital Market Infrastructure Financing", held on April 28, 2019 (Sunday) at Utsab Banquet Hall, Hotel Radisson Blu Dhaka Water Garden. The conference was organized by the joint collaboration of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and GuarantCo [an international financial advisor company, which is a crucial part of a Private Infrastructure Development Group (PIDG), supported by the governments of the United Kingdom, the Netherlands, Switzerland, Australia and Sweden]. Chief Guest of the program was Mr, Salman F. Rahman, MP and Honorable Private Sector Industry and Investment Advisor to the Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh.

- **Lecture Series on "Leadership at the Top of Corporate Houses":**

DBI College participated in a Lecture Series on "Leadership at the top of corporate houses", held on May 04, 2019 (Saturday) at DCCI Auditorium. The program was organized by DCCI Business Institute (DBI). The keynote paper presenter was Mr. Mahtab Uddin Ahmed, Managing Director and CEO of Robi Axiata Limited.

- **"International Clean Technology Fair 2019":**

DBI College participated in "International Clean Technology Fair 2019" (a technology fair) organized by 'Metabuild Project' of DCCI from 26th June to 27th June 2019 at IDEB Bhaban, Kakrail, Dhaka.

- **Iftar Mahfil, 2019 organized by DCCI:**

DBI College participated in the Iftar Mahfil, 2019 organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) held on May 13, 2019 (Monday) at DCCI Auditorium (5th Floor) for the students of the college. With the assistance of DCCI, DBI College coordinated the Iftar Mahfil. Mr. Osama Taseer, President, DCCI was the Chief Guest of the Program.

- **Mega Event “Member’s Night” organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI):**

DBI College attended in a Mega Event “Member’s Night” organized by DCCI, held on October 09, 2019 at Officer's Club, Baily Road, Dhaka. It was a get-together of members of DCCI. All former and current Presidents of DCCI were present at the event.

Conclusion

The main focus of DBI College is to become one of the renowned institutes in Bangladesh in the sector of education. The college is basically student development oriented. It has gained uniqueness in the field of education with the assistance of DCCI. DCCI along with its sponsors, faculties, staff and other associated employees are continuously working in proactive ways to attain the desired goal of the college. The National University has shown confidence in the ability of DCCI for running the BBA (Professional) Program in DBI. Under the guidance and cooperation of DCCI and National University, we are doing splendid job to upgrade the college.

[illegible][illegible][illegible]

The Daily Star

Invest more in R&D, pharma raw materials to hit \$1b exports

Business Correspondent

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry held a seminar on "Career Opportunity in Supply Chain Management" at its Business Institute (DBI) in cooperation with American International University-Bangladesh (AIUB) held at AIUB Campus in the city on Wednesday.

Business Correspondent

DCCI's Acting President Waqar Ahmad Choudhury said China is the largest trading partner of Bangladesh. During 2017-18, bilateral trade with China was about USD12.40 billion which is 13.85 per cent of the country's external trade.

He made the call at a meeting between Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh 11-member Chinese trade delegation held at DCCI conference room in the city on Monday.

Waqar Ahmad Choudhury chaired this bilateral business talk.

DCCI's Acting President Waqar Ahmad Choudhury said China is the largest trading partner of Bangladesh. During 2017-18, bilateral trade with China was about USD12.40 billion which is 13.85 per cent of the country's external trade.

But the growing trade deficit with China is worrying. It reached USD11 billion in 2017-18. Waqar said more government support would make import affordable. It would create new trade.

of pharmaceuticals, leather and footwear, electronics and automobile sector in Bangladesh.

Zhao Yangling, said that Liaoning province is situated in the northeast side of China which is closer to Korea, Japan and Mongolia. He invited Bangladeshi investors to invest in Liaoning province to tap the export market of Korea, Japan and Mongolia.

Liaoning province is rich in mineral resources like nickel, iron and magnesium. He said Bangladesh and Liaoning province is similar in

Speakers say at DCCI seminar

See Business Data

Policy reforms, good governance, and prosper monitoring are required to help the country's financial sector ride out the current crisis and put in place a sound system, analysts said yesterday.

They spoke at a seminar on "Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders" at the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on Thursday, according to a press release.

Mashkur Rahman, the prime minister's adviser on economic affairs, called for policy reform, modernization and policy simplification for a strong financial market.

DOCI.
Taseer said the financial sector was growing rapidly accompanied by a growing number of financial institutions, reforms for financial inclusion, product diversification and burgeoning volume of assets.

improvement in the financial sector, some banks and financial institutions are facing crises and navigating through difficult times, he said.

"Institutional weakness, weak reserves, a lack of confidence, de-

governance, a lack of stringent due diligence in loan disbursement, concentration of loans to large borrowers, and slow loan recovery process raised serious concerns about the efficiency and soundness of many financial institutions."

[illegible]

of the sector's strength.

The pharmaceutical sector is one of the most developed, technology-led industries among the manufacturing industries in Bangladesh, and Prof Idris Robul Islam, Director General, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research, Dhaka University of Science and Technology University, Dhaka, says:

"Bangladesh is an emerging generic drug hub in Asia having 250 industries to produce generic drugs at a similar or lower cost than the developed countries."

"Prospects and Challenges of API Industry in Bangladesh" organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industries (DCCI) on its premises.

READ MORE PAGE 10

Experts attend a seminar on the prospects and challenges of the API industry at DGC office in Dhaka yesterday.

See Business Data

Policy reforms, good governance, and prosper monitoring are required to help the country's financial sector ride out the current crisis and put in place a sound system, analysts said yesterday.

They spoke at a seminar on "Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders" at the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on Thursday, according to a press release.

Mashkur Rahman, the prime minister's adviser on economic affairs, called for policy reform, modernization and policy simplification for a strong financial market.

DOCI.
Taseer said the financial sector was growing rapidly accompanied by a growing number of financial institutions, reforms for financial inclusion, product diversification and burgeoning volume of assets.

improvement in the financial sector, some banks and financial institutions are facing crises and navigating through difficult times, he said.

"Institutional weakness, weak reserves, a lack of confidence, de-

governance, a lack of stringent due diligence in loan disbursement, concentration of loans to large borrowers, and slow loan recovery process raised serious concerns about the efficiency and soundness of many financial institutions."

► AA Correspondent

Bangladesh can earn a huge foreign currency by exporting different agricultural products to the United Kingdom (UK) as there are enormous potentials of Bangladesh agro products, spices and fruits in the UK. The UK is a developed country and the UK Bangladesh Catalysts of Commerce and Industry (UKBCCI) on Monday.

In a meeting, UKBCCI chairman, Md. Akhter Hossain said the United Kingdom can be a potential market for Bangladesh agro products, spices and fruits.

He said, "Exchange of knowledge by establishing joint ventures in Bangladesh will be helpful for Bangladesh."

Hossain also made the remarks during a business networking meeting with Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) President Osman Tareq.

A three-hour trade delegation from UK Bangladesh Catalysts of Commerce and Industry (UKBCCI)

[illegible]

মোদের আগমন
বড় করদাতাদের কর ভার কমানো
হবে : এনবিআর চেয়ারম্যান

কাঞ্চন প্রতিবেদক : আগামীতে উপজেলা পর্ষদের রাজস্ব বোর্ডের অফিস স্থাপনের মাধ্যমে করের আওতা ও কদমতা বাড়ানোর মাধ্যমে বড় বড় করদাতাদের করদার কমানো হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশাফক হোসেন ভূঁইয়া। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সেগুন বাগিচায় এনিবারের করদাতাদের কক্ষে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রক-বাণ্টো আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই-এর সভাপতি গুসমা তাসীর, এনিবারের একাধিক সদস্য এবং উর্জিত

প্রাক-বাজেট আলোচনা

নতুন করে করদাতা তেমন পাচ্ছি না। জেলা পর্যায়ে ট্যাক্স অফিস হচ্ছে। আমাখীতে এটি উপজেলা পর্যায়ে করা হবে। এ ক্ষেত্রে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উদ্ধার হতে ট্যাক্স না মিলেও চলেবে। পাশাপাশি আমাদের শিক্ষাব্যয়ের নিকে বেছায় রাখতে হবে। রেভিনিউ যদি গ্রিকমতে না আসে তাহলে ট্যাক্স অফিসেরা কীভাবে চলেবে। তাই রাষ্ট্রপতি আহরণের নিকেও সবাইকে দুটি দিতে হবে। তিনি বলেন, বাঙালি কম এই ধরনের বাজেট তৈরি করতে পারে। এইরকম সময়ে রাষ্ট্র

সভাপতি ওসমান আদিস বায়েটে করমোট কর কমানোর পাশাপাশি বাড়ি মেশিন কলারোনের আরকর আভাই লোচ টাকার থেকে বাড়িয়ে ২০ লাখ টাকার উন্নতি করাসহ ২০ প্রস্তাব দেয়। জিভিসিআই সভাপতি বলেন, ২০১৩-২০ অবধারের বায়েটের প্রস্তাবের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি বিনিয়োগ-জিভিসিআইর অনুপাত বৃদ্ধি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রেসিডে উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পারি কারের অংশগ্রহণ বাড়ানো। সভাপতির প্রস্তাবনাগুলো হচ্ছে— পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পারি করপোরেশন করে চাল ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে

BOOSTING LOCAL CAPITAL MARKET

Salman bats for long-term financing

STAFF REPORTER, Dhaka

Salman F Rahman, private industry and investment adviser to the Prime Minister, yesterday urged stakeholders to find a means to long-term financing for the benefit of the local capital market and economic growth.

He also emphasised the importance of restoring the confidence of stakeholders in the country's capital market. Salman was speaking as the chief guest at an inter-



Salman F Rahman (right) receives a souvenir from Osama Taseer (2nd left), the president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), at an international conference jointly organised by DCCI and GuarantCo, at a hotel in the capital yesterday.

Salman bats for long-term financing

FROM PAGE 1 COL 1

Salman F Rahman (right) has identified one of the biggest structural problems in our financial system: we're completely dependent on commercial banks to finance long-term projects. However, banks are not supposed to finance something for a long term. Previously some initiatives were taken for mobilising the equity of long-term finance, but they were not effective. So, we need a strong bond market to facilitate long-term finance for the business and the infrastructure," he said.

market is underdeveloped and private bond market is not active. Considering the urgency of bond financing, Taseer said the corporate bond market accounts for 73 per cent of the GDP in South Korea, 46 per cent in Malaysia and 16 per cent in India, while it's below 0.20 per cent for Bangladesh. "We need to leverage our financing by reducing the dependence on the national budget and engaging private sector for the infrastructure development. We also need to develop

The Financial Express

Thrust on using technologies to cut energy consumption in industries

FE Report

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

The speakers came up with the views at the inaugural function of the event titled International Clean Technology Fair, organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and the Institute of Sustainable and Renewable Energy Development Authority (ISREDA) in the capital on Wednesday.

Chairman (Additional Secretary) of Sustainable and Renewable Energy Development Authority (SREDA) Md. Hossain Uddin (3rd from R) inaugurating the event. He said, "We can ensure energy efficiency in our industries, 25 per cent of the existing energy consumption can be saved. The objective of the project is to reduce waste emission and increase resource efficiency in most component of small and medium enterprises (SMEs) from the building and construction sector, he said.

The cost of production in industries could be reduced through energy-efficient technology, renewable energy, industrial waste management, metal industry process management, recycling and data management, he said, calling upon the entrepreneurs to invest in innovative technology.

SREDA Member (Additional Secretary) Siddique Zohair said, "SREDA is promoting energy efficiency in industries as the development should take place in a sustainable manner. "Not only the cost saving issues, energy efficiency would also fight against climate change issues," he added, expressing the SREDA's intent to work with the business community.

Senior technical expert of ISREDA, Md. Hossain Uddin, chief guest of the event, said that the industries in our country stand using innovative technology in the government. He said, "We have to use cleaner sustainable technology in a planned manner," he said.



Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

The Financial Express

Sour loans unleash banking crisis

Speakers suggest forming financial sector restructuring authority

FE REPORT

Banks and financial institutions are facing a major crisis, triggered by rising troubled loans, high concentration of non-performing assets and the lack of due diligence in credit appraisal. The warning came at a seminar on "Restructuring and liquidation of financial institutions" organised by the Bangladesh Bank on Wednesday last.

Economic affairs adviser to the Prime Minister, Salman F Rahman, attended the seminar as the chief guest while chief executive officer of IDGC Finance Aftab Khan presided the keynote paper.

President of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Osama Taseer said high level of non-performing loans is weakening the banking sector's ability to lend. The high NPL, he said, impacts the financial sector as well as the economy significantly as it spurs the credit crunching. Mr. Taseer said, "It is a very high time the government and the private sector should take the financial sector and increased investments on the issues," he said.

Total Classified Loans (in billion taka)	
Sept-17	803.07
Oct-17	743.03
Nov-17	885.89
Dec-17	893.40
Jan-18	993.70
Feb-18	939.11
Mar-18	1108.73
Apr-18	1124.30

The DCCI chief said that slow loan recovery is a serious concern in the financial sector. It was also critical of the high deposit rates, arguing that the high deposit rates are not increasing the return, impact the private sector credit flow. He said this is a high time the government and the private sector should take the financial sector and increased investments on the issues," he said.

He said some policy reforms need to be taken to ensure the recovery of financial institutions. In his speech, he stressed the need for increasing confidence in the financial sector. He also stressed the need for the consolidation of non-performing loans, restructuring of weak financial institutions, increasing Capital Adequacy Ratio (CAR) and strengthening the advance on deposit ratio to ensure the recovery of financial institutions.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Forming halal certification body stressed

Bangladesh Sangad Sanggita: Dhaka

SPEAKERS at a seminar in Dhaka on Saturday underscored the need for a halal certification body in the country to top the trillion dollar international halal food market. They put much emphasis at the seminar on ensuring safe and halal food present content and necessary measures at Dhaka Chamber of Commerce and Industry on Saturday.

Organised by the DCCI, the UAE ambassador to Bangladesh, Said Mohammed Al-Mubaihi was present as the guest of honour while Islamic Foundation director general Shamsul Moazzam Aftab and Bangladesh Food Safety Authority chairman Syedur Rahman were present as special guests. DCCI president Osama Taseer chaired the seminar while DCCI senior vice-president Wajid Ahmad Chowdhury made the concluding remarks, said a DCCI press release.

The UAE ambassador to Bangladesh Said Mohammed Al-Mubaihi said that the popularity of halal foods and other consumer items had been rising even among the non-Muslim populations around the world as halal foods were hygienic and healthy. The global consumption of halal food increased with 8.14 per cent average growth rate and over the next five years, the halal food market will register a 6.1 per cent compound annual growth rate in terms of revenue, he said.

UAE market, but also into the global market of halal products. DCCI president Osama Taseer in his welcome address said that agriculture and food products were the second largest export sector in Bangladesh. "If we can ensure safe and halal production of most, then it could have the opportunity to explore new avenues of international market in Muslim countries. So, it is a high time for us to work together for ensuring safe and halal food for our life and health as well as for sustainable development," he said. Professor AK Ghulam Haq, also chairman of the Department of Food Technology and Nutritional Science of Mawlana Bhashani Science and Technology University, in his keynote paper said, "The halal food was a threat and risk to the Muslims and harmed the national economy, trade and tourism. He recommended for establishing a 'halal' authority.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.

Spoken at an event on Wednesday last, emphasis on using modern technologies to reduce energy consumption in the industries. There are more than 150 technologies which could help reduce the energy consumption without hampering production, they recommended, stressing the need for ensuring energy efficiency and investing more on innovative technology for addressing the climate change issue and achieve sustainable development.



বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য
ব্যাডাতে চায় ফিলিপাইন

[illegible]

মাত্রা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু উন্নয়নে ঢাকা ও মাদ্রাসার মধ্যে সফলতার পার্থক্য তুলে, দু'জনকেই মুক্তি দান করে, বিশেষ করে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক আদর্শ-প্রদানের কাজে উন্নয়ন পেতে হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে ছাড়বে।
 ত্রিবিধিই বহাণুটি একসাথে গ্রাসীত বাংলাদেশের কৃষি ও শ্রম উন্নয়ন, অধ্যাত্মিক, ইকোলজিকাল এবং শান্তি খাতের উন্নয়ন দিগন্ত ছিঁড়বে। এগুলি বাস্তবের জন্য ছড়িয়ে উন্নয়নের প্রতি আহ্বান।
 সত্যনিষ্ঠ ত্রিবিধি সোমবার, ১৫ই এপ্রিলি খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের

[illegible]

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରି ଉପରୋକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸರ್ಕಾರ
 ಸರ್ಕಾರ
 ಸರ್ಕಾರ

ଆମକାଳ

১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

Contract number

বিনিয়োগ সহায়ক

সেবায় আন্তরিক

শেখার আভির্ভাব

হতে হবে

। विद्या चेयावमान

— **স্বাস্থ্য পরিদপ্তর**

■ সমকাল প্রাতিবেদক
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী

চেয়ারম্যান কাজী এম আমিনুল

বিনিয়োগে আগ্রহী বিদেশি

বিনিয়োগকারীরা অনেক সময়

বিমানবন্দরে অন-আরাইভাল ডিস
পণ্য স্ট্যান্ডার্ড এবং ল্যাগেজ হ্যান্ডলিংস

অন্যান্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে

অন্যকাক্ষিত পরিস্থিতির মুখোমুখি

তাল ধরে। এর উন্নতি না হবে

বিনিয়োগ আরও হ্রাস হলে পড়বে

বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নয়নে বিমান

বিনিয়োগ সহায়ক অন্যান্য সেবা

প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সব কর্তৃপক্ষকে

আরও আন্তরিক হতে হবে।
গতকাল ত্রিসিঁথিরাই সন্ধ্যাপতি

ওসামা তাসীরের নেতৃত্বে এ

পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে

কথা বলেন। ডিসিসিআই সহসভাপতি

ইমরান আহমেদ, পরিচালক আশরাফ

আহমেদ, আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ
মোহাম্মদ হক গণেশচন্দ্রী মোহাম্মদ

সিকদার, মোহাম্মদ বাশীর উদ্দিন, এ

এম জিল্লুর রহমান এবং বিডা

উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বার এক সংবাদ

বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানিয়েছে।

বিভা চেয়ারম্যান জানান

থেকে দিতে বিভা 'ওয়ান ষ্টপ সার্ভিস'।

প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে এবং

শিগগিরই তা বস্তুবায়ন করা হবে।

২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ডিসিসিআই-এর সুপারিশমালা

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি																																				
১.	কর্পোরেট কর: <table><tr><th colspan="2">বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার</th></tr><tr><th>ব্যবসার প্রকারভেদ</th><th>বিদ্যমান কর হার</th></tr><tr><td>১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি</td><td>৩৫%</td></tr><tr><td>২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি</td><td>২৫%</td></tr><tr><td>৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৫. মার্চেন্ট ব্যাংক</td><td>৩৭.৫%</td></tr><tr><td>৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪০%</td></tr><tr><td>৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি</td><td>৪৫%</td></tr></table>	বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার		ব্যবসার প্রকারভেদ	বিদ্যমান কর হার	১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি	৩৫%	২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি	২৫%	৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৩৭.৫%	৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৪০%	৫. মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%	৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	কর্পোরেট কর হার প্রস্তাব: স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৩৫% কর্পোরেট কর এর পরিবর্তে ২০১৯-২০২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ২৫%, ২৩% ও ২০% হারে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। তাছাড়া অন্য সকল স্তর থেকে কর্পোরেট কর হার আগামী ২০১৯-২০২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে পর্যায়ক্রমে ৫%, ৭% ও ১০% হারে হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়। <table><tr><th colspan="3">প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার</th></tr><tr><th>২০১৯-২০</th><th>২০২০-২১</th><th>২০২১-২২</th></tr><tr><td>২৫%</td><td>২৩%</td><td>২০%</td></tr><tr><td>২০%</td><td>১৮%</td><td>১৫%</td></tr><tr><td>৩২.৫%</td><td>৩০.৫%</td><td>২৭.৫%</td></tr><tr><td>৩৫%</td><td>৩৩%</td><td>৩০%</td></tr></table> ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই হ্রাসকৃত কর্পোরেট কর এর যোগ্য হবে যদি তা ব্যবসা সম্প্রসারণে পুনঃবিনিয়োগসহ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড, শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যয় করে।	প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার			২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২৫%	২৩%	২০%	২০%	১৮%	১৫%	৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%	৩৫%	৩৩%	৩০%	বাংলাদেশে কর্পোরেট কর হার অনেক বেশি। স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানির জন্য বাংলাদেশে কর্পোরেট ট্যাক্স হার ভিয়েতনামের তুলনায় ১৫%, মালয়েশিয়ার তুলনায় ১১%, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও মায়ানমারের তুলনায় ১০% পাকিস্তানের তুলনায় ৬% এবং ভারত ও ফিলিপাইনের তুলনায় ৫% বেশি। কর্পোরেট কর হার হ্রাস ক্যাপিটাল ফরমেশন এবং দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। হ্রাসকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স পুনঃবিনিয়োগ করা হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কর আহরণের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। এতে করে মাল্টিপায়ার ইমপ্যাক্টের কারণে মানুষের ভোগ, বিনিয়োগ সর্বোপরি আয় বৃদ্ধি পাবে। আর মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলে কর আহরণও বাড়বে। আমেরিকার ব্যুরো অব ইকোনমিক্সের গবেষণায় দেখা যায়- কর্পোরেট ট্যাক্সে ১০% হ্রাস করলে জিডিপি ২% এর মতো স্থানীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
বিদ্যমান কর্পোরেট করের হার																																							
ব্যবসার প্রকারভেদ	বিদ্যমান কর হার																																						
১. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড কোম্পানি	৩৫%																																						
২. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড কোম্পানি	২৫%																																						
৩. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৩৭.৫%																																						
৪. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড ব্যাংক, ইনসুরেন্স, এনবিএফআই	৪০%																																						
৫. মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%																																						
৬. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে লিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪০%																																						
৭. স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে ননলিস্টেড মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%																																						
প্রস্তাবিত কর্পোরেট করের হার																																							
২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২																																					
২৫%	২৩%	২০%																																					
২০%	১৮%	১৫%																																					
৩২.৫%	৩০.৫%	২৭.৫%																																					
৩৫%	৩৩%	৩০%																																					

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২.	ব্যক্তি শ্রেণির আয়কর: (ক) প্রথম ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - শূন্য (খ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-১০% (গ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর-১৫% (ঘ) পরবর্তী ৬,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -২০% (ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -২৫% (চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০% (ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৩,০০,০০০/- টাকা (জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা (ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,২৫,০০০/-টাকা	ব্যক্তি শ্রেণির আয়কর: ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২,৫০,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৩,০০,০০০ টাকা করে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করা হয়। ক) প্রথম ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর- শূন্য খ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ৫% গ) পরবর্তী ৭,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১০% ঘ) পরবর্তী ৯,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ১৫% ঙ) পরবর্তী ৩০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০% চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ২৫% ছ) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়সের সংশ্লিষ্ট সকল করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,০০,০০০/- টাকা জ) প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা ঝ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০/-টাকা।	ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য আয়করমুক্তসীমা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২.৫ লক্ষ টাকা রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর মোট মূদাস্থীতি ২২.৫৯% বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে জীবনধারণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়- করের হার যত বাড়বে, মানুষের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা তত বাড়বে। ব্যক্তি শ্রেণির আয়কর সর্বনিম্ন বিদ্যমান ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করলে মানুষ আয়কর প্রদানে আরও উৎসাহিত হবে। ফলে করের আওতা বাড়বে। ভারতে ব্যক্তি শ্রেণির আয়কর শুরু হয়েছে ৫% দিয়ে। এতে জোর দেওয়া হয়েছে- কম কর দিয়ে হলেও যেনো মানুষের আয়কর প্রদান করার প্রবণতা বাড়বে। বিদ্যমান আইন অনুসারে ব্যক্তি শ্রেণির আয়ের উপর সর্বোচ্চ টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স প্রায় ৩৯%। তাই ব্যক্তি শ্রেণির আয়কর বর্তমান সর্বোচ্চ ৩০% থেকে হ্রাস করে ২৫% করার প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৫.	বর্তমানে ব্যক্তি পর্যায়ে করদাতার জন্য শিক্ষা ভাতা: সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য কোন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয় না।	সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক শিক্ষা ব্যয় বাবদ ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা কর অব্যাহতি প্রদান এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।	জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনায় বর্তমানে শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষা ব্যয় কর অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।
৬.	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ বিষয়ে কোন বিধান নেই।	- কোম্পানির করযোগ্য আয়ের ৫% শতাংশ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), দক্ষতা উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ের SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ করলে উক্ত আয় করমুক্ত ঘোষণা এবং ৬ষ্ঠ তফসিল এর পার্ট বি তে সংযুক্ত করার প্রস্তাব। - এ ব্যাপারে নতুন প্রোভিশন সংযোজন করার প্রস্তাব করছি, যাতে করে গবেষণাখাতে অব্যয়িত অর্থ তিনবছর পর্যন্ত ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যায়।	প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় সকল ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি SDG খাতের কার্যক্রমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করলে ব্যবসা ও শিল্পায়নে SDG সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সহজতর হবে।
৭.	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর আওতায় (Section 44(2), Investment tax rebate.) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী একজন (assesse) নির্ণয়কৃত, একজন বাসিন্দা বা একজন অনাবাসী বাংলাদেশি, ১৫%, ১২% এবং ১০% মত বিভিন্ন পরিমাণে তার মোট আয়ের উপর প্রদেয় করের পরিমাণ থেকে একটি ক্রেডিট পাওয়ার অধিকারী হবে।	একজন assessee, বাংলাদেশি বা বিদেশি হোক, তিনি তার মোট করযোগ্য আয়ের ইউনিফর্ম রেট ১৫% ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্য হবে এবং ইনভেস্টমেন্ট ট্যাক্স ক্রেডিট ২৫% থেকে ৩০%-এ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব।	এই ধারাটি অর্থ আইন, ২০১৬ দ্বারা পুনর্বিদ্যমান করা হয়েছিল। এতে দুটি ধাপ রয়েছে। প্রথম ধাপে রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ যাতে তিনটি বিকল্প রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে তিনটি রেয়াত সীমা (স্ল্যাব) রয়েছে। প্রথম সীমায় একটি হার, দ্বিতীয় সীমায় দুটি হার এবং তৃতীয় সীমায় তিনটি হার রয়েছে। এইরূপে বিনিয়োগ কর রেয়াতের বিষয়টি জটিল করা হয়েছে। এটি বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের পরিমাণ হিসেব করার ক্ষেত্রে কর্মচারী ও নিয়োগকর্তা (কর কর্তনের ক্ষেত্রে) উভয়ের জন্যই জটিলতা তৈরি করেছে। আমরা ট্যাক্স প্রদান পদ্ধতি সহজতর করার জন্য অভিন্ন ১৫% কররেয়াত প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৮.	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী TIN ধারী করদাতার সংখ্যার ৩৫ লক্ষ কিন্তু নিয়মিত ২০ লক্ষ TIN ধারী আয়কর প্রদান করে থাকে।	- রাজস্ব আদায়ের হার অঞ্চলভিত্তিক বাড়ানোর জন্য মফস্বল অঞ্চল ও শহরে করের আওতা বাড়াতে করদানে সক্ষম ব্যক্তি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে সার্ভে পরিচালনা করার প্রস্তাব করা হয়। - সেবা খাতকে করের আওতায় নিয়ে আসা এবং সকল আয়করদাতাদের অনলাইনে কর প্রদানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়। - অর্থনীতির চিহ্নিত ১৫টি খাতের মধ্যে বিগত কয়েক বছর আমরা প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক দেখতে পাই। যেমন পরিবহনখাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বিগত বছর ছিল ৭%। তাই যেসব খাত থেকে সম্ভাব্য অর্থায়ন সম্ভব সে সবখাত সে সবখাত থেকে কর আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা প্রয়োজন।	যদি ৩২ লক্ষ মানুষ আয়কর প্রদান করে তবে আয়করের পরিমাণ হবে আনুমানিক ১,০০,৩৬৬ কোটি টাকা। যেহেতু প্রতিবছর অদেয় আয়করদাতারা আয়কর প্রদান করছে না, তাই রাজস্ব ঘাটতি প্রতিবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জিত হচ্ছে না। এছাড়া জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে যেসব খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে সেসব খাতকে করের আওতায় আনা প্রয়োজন।

আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৯.	ভ্যাট ফ্রি লিমিট: মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর প্রথম অধ্যায়, ধারা (৪৮) “তালিকাভুক্তসীমা” অর্থ কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভার প্রতি ১২ (বার) মাস সময়ে ২৪ (চব্বিশ) লক্ষ টাকার সীমা, কিন্তু নিম্নবর্ণিত মূল্য উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।	বাৎসরিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ভ্যাট ফ্রি লিমিট হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।	অর্থবিল ২০১৭-১৮ অনুযায়ী তালিকাভুক্তির সীমা ২৪ লাখ হইতে ৩৬ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়েছিল। বর্তমান মূল্যস্ফীতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ মাথায় রেখে এটা ৩৬ লাখ হইতে ৫০ লাখে উন্নীত করলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১০.	প্যাকেজ ভ্যাট মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনে ২০১২ তে প্যাকেজ ভ্যাট সংক্রান্ত কোন বিধান নেই।	- প্যাকেজ ভ্যাট বহাল রাখা এবং বাৎসরিক টার্নওভার ৫০ লাখ টাকার উর্দে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত প্যাকেজ ভ্যাট প্রদানের লিমিট হিসেবে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়। - পুরান ঢাকার সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড বিবেচনা করে পুরান ঢাকায় এ বছরের জন্য প্যাকেজ ভ্যাট ২৮,০০০ টাকার পরিবর্তে ২৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব।	এই প্যাকেজ ভ্যাট স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা টেকসই হতে সহায়তা করবে।
১১.	টার্নওভার কর মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর অষ্টম অধ্যায়, ধারা ৬৩: টার্নওভার কর আরোপ ও আদায়। উপধারা—(১) তালিকাভুক্ত বা তালিকাভুক্তিযোগ্য ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের টার্নওভারের উপর ৩ (তিন) শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদান করবেন। বিদ্যমান আইনের ধারা ৮, বিধি ৪ টার্নওভার কর প্রদান।—(১) যেকোনো করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারীর বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার ৮০ লক্ষ নিচে টাকার হলে তাকে বার্ষিক টার্নওভারের ওপর ৩% হারে টার্নওভার কর প্রদান করতে হবে।	বিদ্যমান আইনের ধারা ৮, বিধি ৪ টার্নওভার কর প্রদান।—(১) যেকোনো করযোগ্য পণ্য সরবরাহকারীর বা করযোগ্য সেবা প্রদানকারীর বার্ষিক টার্নওভার ৮০ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভারের ওপর ৪% হারে টার্নওভার কর প্রদান করিতে হবে।	অর্থবিল ২০১৭-১৮ অনুযায়ী টার্নওভার ট্যাক্স প্রদানের সীমা ৮০ লক্ষ হতে ১ কোটি ৫০ লক্ষে উন্নীত করা হয়েছিল। বর্তমান মূল্যস্ফীতি এবং ক্ষুদ্র/মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ মাথায় রেখে উহা ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি উন্নীত করলে ক্ষুদ্র/মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। কারণ অধিকাংশ সময় টার্নওভার আশানুরূপ না হলেও আইনের কারণে ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলক ভাবে টার্নওভার প্রদান করতে হবে। যা ব্যবসায়ীদের উপর বোঝা বৃদ্ধি করবে। প্রস্তাবিত হারে টার্নওভার প্রদান করতে হলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভ্যাট প্রদানে অধিক উৎসাহিত হবে যা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি বাড়িয়ে দিবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১২.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর তৃতীয় অধ্যায় মূল্য সংযোজন কর আরোপ ধারা ১৫: মূল্য আরোপ। উপধারা—(৩) এই আইনে তিনতর কিছু না থাকিলে, করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য হার হইবে ১৫ (পনের) শতাংশ।	উপধারা—(৩) অভিন্ন ১৫ (পনের) শতাংশ ভ্যাটের পরিবর্তে একাধিক হার : ৫%, ৭.৫% ও ১০% হারে ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব। - উৎপাদন পর্যায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপকরণ পণ্য, উৎপাদনের উপকরণ ও কাঁচামাল ও নিয়মিত ভোক্তা পণ্য ব্যতিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ৫% ভ্যাট আরোপ করার প্রস্তাব। - আরামদায়ক পণ্য কম্পিউটার, পত্রিকাজাত পণ্যের উপর ৭% ভ্যাট আরোপ করার প্রস্তাব। - বেভারেজ, অস্ত্র, বিলাসবহুল, পানীয় ও ক্ষতিকারক পণ্যে ১০% ভ্যাট আরোপ করার জন্য প্রস্তাব। - মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বাস্তবায়নে সকল এমএসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। - ভ্যাট রিফান্ড সিস্টেম সহজ করা ও ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতি সহজতর এবং অনলাইন ভিত্তিক করার প্রস্তাব। - রেট্রোস্পেক্টিভ ভ্যাট বলিষ্ঠ করার প্রস্তাব। - নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যে ও উৎপাদনের উপকরণে বিদ্যমান ট্যারিফ ভ্যালু বহাল রাখার প্রস্তাব।	ভ্যাট যেহেতু চূড়ান্ত ভোক্তা কর্তৃক পরিশোধ হয় তাই নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের উপর অতিরিক্ত ভ্যাট এর বোঝা সাধারণ ও দরিদ্র মানুষকেই বহন করতে হয়। এক্ষেত্রে ভ্যাট এর হার কমানো হলে দেশ ও জাতি প্রকৃতভাবে উপকৃত হবে। উৎপাদন পর্যায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপকরণ পণ্য, উৎপাদনের উপকরণ ও কাঁচামাল ও নিয়মিত ভোক্তা পণ্য ব্যতিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে ৫% ভ্যাট এবং রিফান্ড সিস্টেম সহজ ও ভ্যাট প্রদানের পদ্ধতি সহজতর এবং অনলাইন ভিত্তিক করা হলে ভ্যাট রিবেটে নেওয়া সহজ হয় মানুষ ভ্যাট প্রদানে অগ্রহী হবে। বেভারেজ, অস্ত্র, বিলাসবহুল, পানীয় ও ক্ষতিকারক পণ্যে ১০% ভ্যাট আরোপ করা হলে এ ধরনের বিলাসবহুল পণ্য ভোগ করার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৩.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২: প্রথম তফসিল অব্যাহতি প্রাপ্ত সরবরাহ বা আমদানি	(ক) দেশি খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য, উৎপাদন পর্যায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উপকরণ ইত্যাদি পণ্য যা জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য পণ্যসহ বিগত ও বর্তমান এসআরও কর্তৃক যেসব সেবা ও পণ্য ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখা হয়েছে, তা ভ্যাট মুক্ত রাখার জন্য ভ্যাট আইনের প্রথম তফসিলে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।	নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যে ভ্যাট আওতামুক্ত না রাখা হলে জীবনধারণের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে। সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের স্বাভাবিক জীবন যাপন ব্যাহত হবে। বিশেষত, খাদ্য এবং চিকিৎসা একজন নাগরিকের প্রধানতম মৌলিক চাহিদা ও অধিকার বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র এবং যথাযথ চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। অনেক ক্ষেত্রে ঔষধের অধিক মূল্য হওয়ার কারণে অনেক দরিদ্র মানুষ প্রয়োজনীয় ঔষধ ক্রয় করতে পারে না।
১৪.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর পঞ্চম অধ্যায়, ধারা ৪৬ :উপকরণ কর রেয়াত।- উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যদি:- (ক) করযোগ্য সরবরাহ মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকা অতিক্রম করে; এবং (খ) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।	উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, বাক্যের পূর্বে একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এবং যে কোন করযোগ্য লেনদেনের সমন্বয় মূল্য ব্যতিরিক্ত কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না, সংযোজন করার প্রস্তাব। যদি:- (ক) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। (খ) তাছাড়া উৎপাদন পর্যায়ে স্থানীয় বা দেশীয়ভাবে সংগৃহীত সকল ক্যাপিটাল মেশিনারি, উৎপাদনের কাঁচামাল ও অন্যান্য সকল উৎপাদনের উপকরণে উপকরণ কর রেয়াত পাবে। (গ) ট্যারিফ ভ্যালুর আওতায় উৎপাদনের উপকরণ যেসব পণ্য রয়েছে, তাতেও রেয়াত প্রদান করার প্রস্তাব করছি।	একই মালিকানাধীন বিভিন্ন সহযোগী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থাকে এবং একে অন্যের উৎপাদিত পণ্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, যার মূল্য বকেয়া অথবা অগ্রিম পরিশোধের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য বা সেবার মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক করযোগ্য লেনদেন সংগঠিত হতে পারে। যেমন- কোন পরিবেশকের নিকট করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করলে এবং পরিবেশক পণ্যের বিনিময়ে মুসক চালান প্রদান করে পরিবহন সেবা প্রদান করলে, লেনদেন দু'টি নগদে বা ব্যাংকিং মাধ্যম ছাড়াই সমন্বয় করতে পারবে, এক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অর্থ রেয়াত গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হতে পারবে না।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৫.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর সপ্তদশ অধ্যায়, ধারা ১২১ : কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল। নতুন আইনের সপ্তদশ অধ্যায়, ধারা ১২২ : আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপিল।- নতুন আইনের সপ্তদশ অধ্যায়, ধারা ১২৪: হাইকোর্ট বিভাগে রিভিশন।— উপধারা (১) এই তিন ধারায় বর্ণিত আদেশে বিচারপ্রার্থী আদালতে যাওয়ার পূর্বে মোট ৩০% জরিমানা দিতে হবে।	আমরা চলতি ব্যবস্থায় কেবলমাত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপীলকালীন ১০% ভ্যাট প্রদানের নিয়ম বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়।	উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত করা উচিত, কারণ কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল দায়ের কালে অথবা ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের কালে দাবীকৃত কর বা জরিমানার কোন অংশের ১০% অর্থ পরিশোধ করা, যাহা উভয়ক্ষেত্রের যে কোন একটিতে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে হলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের কালে প্রয়োজন হতে পারে না। এছাড়াও কমিশনার (আপীল) হতে আংশিক ফল পাওয়া এবং আংশিক ফলের অতিরিক্ত জমা ফেরত বা সমন্বয় করিবার বামেলা নিষ্কৃতির জন্য কেবলমাত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আপিলকালীন ১০% জমা যুক্তিযুক্ত। চলতি ব্যবস্থাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।
১৬.	রাজস্ব বোর্ডের তথ্যমতে বাংলাদেশের মোট EBIN ধারী ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ETIN ধারীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৩ হাজার। এর মধ্যে কিয়দংশ নিয়মিত ভ্যাট প্রদান করে।	ভ্যাট আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং ভ্যাট প্রদানে সক্ষম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ ও ভ্যাটের আওতা বাড়িয়ে বর্তমান করদাতাদের উপর কর বোঝা লাঘব করার প্রস্তাব করা হয়।	এ জন্য আমরা ভারতীয় আইনের ন্যায় অনলাইন ভিত্তিক ভ্যাট রিটার্ন দাখিল, ই ফাইলিং করা যেতে পারে। ভারতে এ ধরনের নীতি অবলম্বনের কারণে ২০১৭ সালে ভ্যাট দাতার সংখ্যা বাড়ে। পাশাপাশি প্রত্যেক ETIN ধারীকে ফলো আপ করা ও ভ্যাট প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে। তাছাড়া রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা বিভাগ থেকে ফিল্ড সার্ভে করে নতুন নতুন করের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে। যাতে করে সম্ভাবনাময় খাত যেমন রেষ্টুরেন্ট খাত ইত্যাদি করের আওতায় আসে।

শিল্পায়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৭.	ব্যাকিং খাত ঋণ হিসাবে দুইবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	আমরা জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ন্যায় বিভিন্ন সঞ্চয়ী আমানতে সুদের উপর ৫% হারে উৎসে কর আরোপ করার প্রস্তাব করা হয়।	সঞ্চয়ী আমানতের সুদের উপর ১০%-১৫% হারে উৎসে কর আরোপ ব্যাংকে আমানত রাখার প্রবণতা হ্রাস করে যা ব্যাংকের ঋণপ্রবাহ কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত করছে। আবার মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রাপ্ত আমানতে সুদ এর প্রকৃত অর্থমূল্য আরও হ্রাস পায়। ব্যাংকের আমানত প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য উৎসে কর হ্রাস করা আবশ্যিক।
১৮.	ঋণ হিসাবে দু'বার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়। প্রথমত, ঋণের অ্যাকাউন্টে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয় এবং একই ঋণের আমানত ডিপোজিট হিসাবে জমা দেওয়ার পরে আবার আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।	ঋণ হিসেবে দু'বার আবগারি শুল্ক প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হয়।	দ্বৈত আবগারি শুল্ক ডিউটির কারণে ব্যবসা পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
১৯.	বীমাখাত উদ্ভাবনী নতুন বীমা পণ্যসমূহে কৃষি বীমার মতো উদ্ভাবনী বীমা পণ্যসমূহে ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে।	উদ্ভাবনী নতুন বীমা পণ্যগুলিকে এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য ও কম খরচে বীমা সেবা প্রদানের জন্য কৃষি বীমার মতো উদ্ভাবনী বীমা পণ্যসমূহ থেকে উপার্জনকে ট্যাক্স ও ভ্যাট মুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।	লয়েডে লন্ডনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ছয় বছরে (২০১২-২০১৮) বাংলাদেশে বীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মাত্র ০.২% মানুষ। বীমার আওতায় আর বেশি মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত প্রয়োজন।
২০.	পুনঃবীমাকরণের প্রিমিয়ামে ভ্যাট প্রযোজ্য।	আমরা পুনঃবীমাকরণ প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়।	এই ধরনের পুনঃবিনিয়োগের জন্য কোনও মূল্য সংযোজন নেই। পুনঃবীমাকরণের উপর ভ্যাট ডাবল ভ্যাট আরোপের উদাহরণ যা বীমা প্রিমিয়ামের জন্য অতিরিক্ত খরচ বাড়ায়। আমরা পুনঃবীমাকরণের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম উপর ভ্যাট বিলোপ করার প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২১.	পুঁজিবাজার বর্তমানে করমুক্ত আয়ের তালিকায় বিকল্প অর্থায়ন সংস্থান ও পুঁজিবাজারের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলো নেই। এখানে মিউচুয়াল ফান্ড অথবা ইউনিট ফান্ড থেকে প্রাপ্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয় (সুদ, মুনাফা বা ডিভিডেন্ড) কর মুক্ত আয় সীমা। স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি থেকে প্রাপ্ত নগদ লভ্যাংশ খাতের আয় ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত আয় সীমা।	ইকুইটি প্রোডাক্টের জন্য ৫ বছর কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ড, স্পেশাল পারপাস ভিহিকেল এর আওতায় মিউচুয়াল ফান্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও প্রাইভেট ক্যাপিটাল করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এসকল প্রোডাক্টের ডিভিডেন্ডের উপর সম্পূর্ণ কর মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়।	ব্যাক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে কর অব্যাহতি দেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু ব্যাক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমবে তাই মন্দ স্বাণও হ্রাস পাবে।
২২.	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড পরিকল্পনা ও নীতি নেই।	গ্রিন ফিল্ড এবং চলমান অবকাঠামো প্রকল্প এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের জন্য অর্থসংস্থানের জন্য পুঁজিবাজারে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ড চালু করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রস্তাব করছি। আর পাঁচ বছরের জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডের বিনিয়োগের উপর কর মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়।	ব্যাক অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী বিকল্প অর্থায়নকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
২৩.	আবাসন খাত বর্তমানে কোনো ফ্ল্যাট পুনরায় বিক্রয়ের সময় ২ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। এছাড়া, দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাট বিক্রয়ের সময় নিবন্ধন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং গেইন ট্যাক্স আরোপ করা হয়।	আমরা পুনরায় বিক্রীত ফ্ল্যাটের উপর ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। আমরা নিবন্ধন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং গেইন ট্যাক্সের পরিবর্তে দ্বিতীয় এবং পরবর্তী বিক্রয়ের সময় ট্রান্সফার ফি প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়।	আবাসন খাত শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে জিডিপিতে ৬.৩১% অবদান রাখছে। স্টিল, রড, সিমেন্ট, টাইলস, গ্লাস, পেইন্টসহ প্রায় ১৬৭টি ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রির বিকাশ এই খাতের বিকাশের সঙ্গে জড়িত।
২৪.	পাটখাত স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারি করা আছে।	আমরা স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে বিদ্যমান মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়।	বিশ্বব্যাপী পাটখাত বাজারে ৬২% বাংলাদেশের। অতীতে বাংলাদেশের প্রধানতম বিদেশি মুদ্রা অর্জনকারী ছিল পাট। পাট পণ্যের নতুনত্ব ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পাটকে পুনরুজ্জীবিত করতে মূসক রহিতকরণ আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২৫.	তৈরি পোশাক খাত তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট প্রযোজ্য।	• তৈরি পোশাক খাতের ডিজাইন এবং ডামি সেন্টার, স্যাম্পল, ইটিপি, জ্বালানি দক্ষতা এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও সেবার উপর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। • তৈরি পোশাক খাতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার এবং দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।	তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বৃদ্ধি ও অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েসের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে শিল্পের জ্বালানি ব্যয় ১৩২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। তাই ব্যবসার খরচ হ্রাস ও প্রতিযোগিতা সক্ষম পোশাক শিল্প গড়ে তুলতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, নতুন প্রযুক্তি রপ্তকরণ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে এ ধরনের প্রণোদনা প্রয়োজন।
২৬.	বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে উৎসে কর .২৫% বিদ্যমান।	আমরা বিদ্যমান উৎসে কর .২৫% বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়।	বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৩% হয় তৈরি পোশাক খাত থেকে এবং মোট কর্মরত জনগোষ্ঠীর ৬.৫৮% এবং শিল্পে কর্মরত মোট জনগোষ্ঠীর ৩২.৫২% এই খাতে নিয়োজিত। এ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বৃদ্ধির কারণে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি তৈরি পোশাক কারখানা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাতে পারে। পাশাপাশি অ্যাকর্ড অ্যান্ড অ্যালায়েসের কমপ্লায়েন্স অনুযায়ী কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে শিল্পের জ্বালানি ব্যয় ১৩২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়।

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
২৭.	গত ২০ মে ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceuticals Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক উৎপাদকগণদের ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে এবং ২০৩২ সাল পর্যন্ত ১০০% এআইটি অব্যাহতি দেয়া হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।	এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Active Pharmaceuticals Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদকদের জন্য আমরা ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১০০% কর্পোরেট ট্যাক্স হলিডে এবং ২০৩২ সাল পর্যন্ত ১০০% এআইটি অব্যাহতি দেয়ার ঘোষণাসহ এসআরও অবিলম্বে জারি করার প্রস্তাব করা হয়।	এতে করে দেশীয় Active Pharmaceuticals Ingredients) শিল্পের প্রসার হবে। স্থানীয় আমদানির বিকল্প শিল্প প্রসার এবং ফার্মাসিউটিকাল শিল্প আরো প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার জন্য এ ধরনের কর অবকাশ সুবিধা প্রয়োজন।
২৮.	Active Pharmaceuticals Ingredients গত ২০ মে ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceuticals Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশে নিবন্ধিত (দেশীয় ও জয়েন্ট ভেঞ্চার) পণ্য, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ এর ক্রয় ও বিক্রয়ে ভ্যাট ও ভিডিএস ২০৩২ সাল পর্যন্ত মওকুফ করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে Active Pharmaceuticals Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents primary Packaging materials, raw materials and) উৎপাদকদের জন্য পণ্য, কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ এর ক্রয় ও বিক্রয়ে ভ্যাট ও ভিডিএস ২০৩২ সাল পর্যন্ত মওকুফ করে এই মর্মে অবিলম্বে এসআরও জারি করার প্রস্তাব করা হয়।	এতে করে দেশীয় Active Pharmaceuticals Ingredients) শিল্পের প্রসার হবে। এতে করে স্থানীয় আমদানির বিকল্প শিল্প প্রসার, ফার্মাসিউটিকাল পণ্য উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং ফার্মাসিউটিকাল শিল্প আরো প্রতিযোগিতামূলক হবে।
২৯.	রপ্তানি বহুমুখীকরণে ৭টি উচ্চ অগ্রাধিকার এবং ২৪টি অগ্রাধিকার খাতে পোষাক শিল্পের মতো নিম্ন কর-হার বিদ্যমান নেই।	পোষাক শিল্পের ন্যায় উচ্চ অগ্রাধিকার এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে ১০-১২% নিম্নহারে কর আরোপ ও ব্যাক টু ব্যাক এলসি এবং বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়।	রপ্তানি বহুমুখীকরণে “RMG Success Model” টি জাতীয় শিল্প নীতি ২০১৬তে বর্ণিত ৭টি উচ্চ অগ্রাধিকার এবং ২৪টি অগ্রাধিকার খাতে অনুসরণ করা যেতে পারে। এতে করে পণ্যের বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সম্প্রসারণ হবে। পাশাপাশি এ ধরনের করঅবকাশ সুবিধা রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) কর্তৃক আয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সেমিনারের সুপারিশমালা

Dialogue on “Monetary Policy Statement: Implication on Private Sector”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized the Dialogue on “Monetary Policy Statement: Implication on Private Sector” on 23 February 2019, Saturday at DCCI Auditorium, Dhaka to shed light on how Monetary Policy helps stimulate aggregate demand in the economy encouraging investment, industrialization and employment by determining the availability of credit, controlling inflation, stabilizing exchange rate and maintaining the balance of payments. The objectives of the dialogue were to chart measures to address the implementation challenges of Monetary Policy and to ensure sustainable development of financial market and private sector growth.

Mr. Osama Taseer, President, DCCI delivered the welcome address and moderated the open discussion session while **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI made the Keynote Presentation.

Mr. Fazle Kabir, Governor, Bangladesh Bank graced the occasion as the Chief Guest and **Mr. Imran Ahmed**, Vice President, DCCI gave the concluding remarks at the event.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

On Effectiveness of MPS

- BB may commission study on revealing the effectiveness of declared MPSs based on its transmission mechanisms.
- Design a balanced MPS incorporating result-oriented directives and adjusting gap of fiscal and monetary policies for leveraging all relevant stakeholders in economy securing desired low-inflationary, credit stimulating and business friendly economic growth.

Bank Lending Rate

- Implementation of the promise of banks to lower the interest rate to single digit.
- Monitor whether the lending rates announced by Banks are being implemented in time of disbursements.
- Discrepancy in determining lending rate in terms of sanctioning and disbursing needs to be looked into.
- There should be predictability and consistency in Bank interest rate for better business planning.
- There should be system to calculate how much lending is recovered.
- Interest rate and ancillary interest rate like penal interest needs to be cut.
- Deposit Interest rate needs to be reduced further to reduce lending rate.

Private Sector Credit Growth

- To encourage adequate deposit mobilization to support credit growth-
 - Rationalize yield rate of National Savings Certificate indexing with other risk free investment instruments.
 - Reduce source tax on interest earned on deposit to 5% for TIN holders and 10% for non-TIN holders.
 - Allow the maximum ceiling for FDR and DPS to be eligible for tax rebate as allowable income likewise saving certificate.
- Timeline for adjustment of ADR limit may be flexible.
- Introduce a provision to identify the total private sector credit growth specifically mentioning credit disbursement under foreign commercial borrowing, DFIs, NBFIs and micro credit organizations.

Non Performing Loan (NPL)

- Good governance needs to be ensured across the Banking sector.
- Strictly enforce due diligence and compliance.
- Loan sanction under internal and external pressure needs to be curbed.
- An independent Banking Commission needs to be formed to oversight the banking sector operation.
- SoBs are underperforming due to incremental NPL, therefore, SoBs may be limited to treasury service, deposit collection and limited lending.
- A central database containing information on collaterals used against all types of loans needs to be maintained in order to monitoring large loans.
- Need to extend the limit of write-off and ceiling need to be tagged with percentage.
- Rescheduling needs to be done judiciously.
- There is no parameter set to identify the actual willful defaulter and the defaulter having business loss. We need a parameter in the first place to:
 - o Rescheduling lending frequency
 - o Loan enhancement
 - o Setting ceiling/limit
- Form a committee to work exclusively on NPL issues and include FBCCI, DCCI and MCCI in that committee.

Exchange Rate and BoP Management

- In order to reduce pressure on trade deficit, strong monitoring to control import of luxurious goods and finished products which are available in our market at affordable price.
- Capital flight from Bangladesh is a growing concern. A study under Bangladesh Bank engaging relevant agencies needs to be conducted to know the actual scenario of capital flight and accordingly frame next course of action.
- Foreign exchange Act should be consolidated as single document with all amendments, new directives and new issued circulars by Bangladesh Bank.

Capital market development

- Corporate governance in capital market needs to be ensured to revive the capital market.
- Needs to develop effective bond market where bond will be traded on daily basis. This will:
 - o Increase the depth of Capital market.
 - o Investors will have more choices between equity and bond.
 - o Large foreign portfolio investors, frontier and regional fund managers will be encouraged to invest.
 - o Infrastructure projects can raise fund reducing dependency on banking system. And, Infrastructure Bond i.e. National Infrastructure Development & Monitoring Advisory Authority (NIDMAA) Bond can be introduced.
- Allow green field infrastructure projects to raise fund from capital market.
- Though there is provision to apply discounted cash flow (DCF) for valuation of proceeds, Bangladesh Bank promotes only book value method. In order to encourage FDI, DCF method needs to be encouraged.

- Reduce the 3 years lock-in period of sponsors' shareholding to 1 year.
- Subordinated bond can be traded in capital market with a provision of 10% TDS for individual and 15% for corporate as final tax settlement.
- There should be co-ordination meeting on quarterly basis organized by Ministry of Finance with all relevant regulatory agencies (BB, BSEC, DSE, CSE, IDRA, NBR), stakeholders and chambers to review any market related issues and broaden co-ordination.

Alternative Financing

- Crowd-funding should be allowed only when well-established rules and regulations are in place. We should not replicate unregulated crowd-funding as evident in China. Before pursuing it, we need to have a proper regulatory authority in this domain.
- In order to flourish alternative financing like Venture Capital, more tax incentive needs to be given to the investors.

পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে “পাট শিল্পের উন্নয়নে এর বহুমুখীকরণ: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা” শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব ওসামা তাসীর। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই এর পরিচালক এবং ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব রাশেদুল করিম মুন্না। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান জনাব শাহ্ মোহাম্মদ নাছিম, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস রীনা পারভীন, বাংলাদেশ পাট গবেষণা কেন্দ্র (বিজেআরআই) এর মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ আসাদুজ্জামান এবং এসিআই এগ্রোবিজনেস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. এফ এইচ আনসারী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই এর সহ সভাপতি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ :

- পাল্প, পেপার এবং রেয়ন ভিত্তিক পাট শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেয়া হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে;
- পাটখাতের শ্রমিক ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই।
- বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন সক্ষম একটি প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে এই খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো পাট শিল্পের উন্নয়নে কিভাবে কাজে লাগানো যাবে তা নিয়ে আমাদের গবেষণা করা প্রয়োজন;

- পাট শিল্পকেন্দ্রিক গবেষণায় ইন্ডাস্ট্রি এবং অ্যাকাডেমিয়ার সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে পারে RnI Bangladesh। ঢাকা চেম্বারের এই উদ্যোগে মাননীয় মন্ত্রীর সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়;
- দেশে-বিদেশে পাটের বাজার পুনরুজ্জীবিত করতে এবং পাটের পাল্প থেকে ব্যাপক পরিসরে কাগজ উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপসহ “Jute Pulp and Paper Act” প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি;
- প্রায় গত ২ যুগ ধরে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল উন্নয়নে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিলনা। তাই গুরুত্বের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনে দক্ষ মানব-সম্পদ উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে;
- অন্যান্য দেশের সাথে সক্ষমতায় টিকতে হলে পুরনো কারখানাগুলোকে আধুনিকীকরণের বিকল্প নেই। তাই পুরনো কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রযুক্তিনির্ভর বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন;
- এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে অতি দ্রুত আধুনিক টেক্সটাইল প্রযুক্তির বেশ কয়েকটি স্পেশালইজড জুট মিল স্থাপন, যেখানে গ্যাস লাইন সুবিধাসহ উন্নত মানের ডাইং ও লেমিনেশন সুবিধা থাকবে;
- স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিতে হবে;
- আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে;
- Sustainable Business Platform এখন বিশ্ব বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তাই এক্ষেত্রে এই শিল্পের সকল কারখানাকে এখনই কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটধারী হওয়ার পদক্ষেপ নেয়া জরুরী;
- বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজন উন্নত মানের পাট। তাই, অধিক ফলনশীল আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পাট চাষ ও পাট চাষীকে সুরক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে;
- বহুমুখী পাট শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ‘জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)’ কে একটি স্থায়ী কাঠামোতে আনা;
- রপ্তানি নীতিতে বহুমুখী পাট খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা এবং বর্তমান অর্থবছরে নগদ সহায়তা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সরকারের এই নীতি সহায়তা আগামী কয়েক অর্থ বছর অব্যাহত রাখা;
- বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে অল্প সুদে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ রাখলেও পাটখাতে রাখেনি। বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরানো শিল্পকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে অল্প সুদে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান অতি জরুরি;
- কমপ্লায়েন্স মানার জন্য জুট প্রসেস করতে ইটিপি দরকার। সরকার থেকে ইটিপি থাকলে আমরা ফেব্রিক ও ফাইবারগুলোকে কালার করতে পরি;
- ব্যাগটা নিয়ে রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারছি না দাম বেশি হওয়ার কারণে। জুট ফেব্রিকসের দাম কমানো জরুরি;
- আমাদের নিজস্ব কোনো শপ নেই, যেটা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে। এছাড়া, আমাদের শুধু জেডিপিসি থেকে কাঁচামাল কিনতে হয় যেখানে তেমন ভ্যারাইটি নাই;

- যদি ৫০% পাট কাঠিও চারকল হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে বার্ষিক প্রায় ২-২.৫ হাজার কোটি টাকা আয় হয়;
- বহুমুখী পণ্যের কাঁচামাল আসে ট্রেডিশনাল জুট মিল থেকে। তাই ট্রেডিশনাল জুট মিলের উন্নয়ন না করলে বহুমুখী পাটখাতও সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে;
- সরকার বই পুস্তক ফ্রি দেয়। ফ্রি বই পুস্তকের সাথে একটি পাটের ব্যাগ দিতে পারে। এতে স্থানীয়ভাবে পাটের চাহিদা বাড়বে;
- একটি জুট ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করে এ খাতে মানব সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে;
- পাটখাতের উন্নয়নে চারটা অ্যাকশন প্ল্যান জরুরি ভিত্তিতে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত, পুরনো পাটকলগুলোর সবগুলো আপগ্রেড না করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাটকলকে আপগ্রেড করা সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান। দ্বিতীয়ত, পাটের বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত অ্যাকশন প্ল্যান। তৃতীয়ত, পাল্প অ্যান্ড পেপার অ্যাকশন প্ল্যান। পাট থেকে পাল্প এবং পেপার উৎপাদন করা গেলে এখাতে ব্যাপক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। বহুমুখী পাটখাতের মতোই এর সম্ভাবনা ব্যাপক। এজন্য জুট পেপার অ্যাক্ট লাগবে এবং সাথে সাথে একটি অ্যাকশন প্ল্যান লাগবে। চতুর্থত, গ্লোবাল মার্কেট অ্যানালাইসিস করতে হবে কোন পাটপণ্যের কোথায়, কেমন চাহিদা এসম্পর্কে জানার জন্য;
- পাট খাতের জন্য একটি ইনোভেশন ফান্ড গঠন করা। পাট খাতের উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে এই ইনোভেশন ফান্ড বরাদ্দ করা;
- পুরনো পাট কলগুলোর আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রযুক্তিসম্পন্ন আধুনিক পাটকল স্থাপনের জন্য বিশেষ ফান্ড বরাদ্দ করা।

Brainstorming Session on 'Financial Sector in National Budget FY2019-20'

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Brainstorming Session titled 'Financial Sector in National Budget FY2019-20' on Saturday, 9th March 2019, at 11:00 a.m. at DCCI Gulshan Centre, Taj Casilina (2nd Floor), SW (4) I, Suite 3(C), 25 Gulshan Avenue, Gulshan-1, Dhaka-1212. The objectives of the brainstorming session were to discuss the current status of the financial sector and design proposal for National Budget FY2019-20 for further development of financial sector, supporting private sector growth and employment.

The discussion meeting was Chaired by Mr. Osama Taseer, President, DCCI and moderated by Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI. Leading banking professionals and financial sector experts participated in the discussion session. Mr. Syed Mahbubur Rahman, Managing Director & CEO, Dhaka Bank Limited; Mr. Sohail R. K. Hussain, Former Managing Director & Chief Executive Officer, The City Bank Limited, Mr. M. Naser Ezaz Bijoy, Chief Executive Officer, Standard Chartered Bank; Mr. Arif Khan, CEO and Managing Director, IDLC Finance Limited; Mr. Abdul Matin Patwary, FCMA, Chief Financial Officer, Dhaka Stock Exchange; Mr. Syed Aliul Ahabab, ACCA, Financial Controller, Green Delta Insurance Company Limited; Mr. Ashraf Ahmed, Director, DCCI & Chief Executive Officer, Riverstone Capital Limited participated in the discussion.

Research & Development (R&D) Department of DCCI prepared a keynote presentation highlighting current state of financial sector, DCCI's national budget proposals for FY2018-19 and likely avenues and challenges which may be addressed in the upcoming national budget FY2019-20 to set the tone for discussion. The presentation was delivered by Mr. AKM Asaduzzaman Patwary, Additional Secretary (R&D), DCCI. Key Points of the discussion are presented below.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS EMERGED FROM THE DISCUSSION IS AS FOLLOWS:

1. BANKS AND NBFIS

1.1 RECOMMENDATIONS ON INTEREST RATE

- The deposit and interest rate should be determined by market force rather than command economy.

1.2 RECOMMENDATIONS ON EXCISE DUTY AND STAMP DUTY

- Imposition of double excise duty especially in the loan account needs to be avoided.
- As per Bangladesh Bank circular, 0.2% stamp duty would be imposed on use bill of exchange. As this will increase cost of doing business, imposition of 0.2% stamp duty should be addressed and withdrawn.

1.3 RECOMMENDATIONS ON SOURCE TAX AND CORPORATE TAX

- Source tax on interest accrued from bank deposit needs to be reduced at 5% likewise National Savings Certificate. Tax at source on deposit interest should be considered as final settlement.
- Issue of double taxation on dividend especially for non subsidiary companies needs to be addressed.
- General Provision is non-earning asset. Currently, tax is imposed on provision amount. Provision should be considered as allowable expense/tax exempted.

1.4 RECOMMENDATIONS ON NON-PERFORMING LOAN

- Good governance is critical in addressing NPL. As part of this, refreshers program for board of directors may be introduced along with developing and enforcing rigorous qualification criteria for appointing eligible independent directors in banks.
- Increase the number of benches of Artho Rin Adalat.
- ADR provision needs to be strengthened in the law.
- Deposit mobilization should be restricted for banks and NBFIs having higher NPL.
- Non-performing loan (NPL) in Public banks is very high and at alarming level. Public banks may work as only development banks restricting their commercial and industrial lending. Public banks will only collect deposits and will lend it to the efficient banks and NBFIs.
- Amalgamation of public banks is imperative.
- Set-up distress asset company/asset Recovery Company for recovery of written-off loan.
- Establish variable tax rate for banks based on their performance. Higher tax rate on banks whose performance are bad and NPL is higher.

2. CAPITAL MARKET

2.1 RECOMMENDATIONS ON MARKET DIVERSIFICATION

- For development of capital market, focus needs to be given on product diversification, new company listing, reducing process and time for listing and tax exemption on Dividend income.
- Need to create and encourage bank, assurance, pension fund and insurance fund for long-term investment.
- Impose maximum limit for long-term borrowings of corporate from banks. After reaching the maximum threshold of allowable bank loan, corporate requires to raise fund from capital market.

2.2 RECOMMENDATIONS ON BOND MARKET DEVELOPMENT

- Approval process of bond needs to be eased and faster.
- Investment in bond by banks may exclude from capital market exposure.
- Development of secondary bond market through government bonds.
- 2% stamp duty on bond value needs to be withdrawn along with allowing tax exemption.

2.3 RECOMMENDATIONS ON ALTERNATIVE FUND

- Tax on venture capital fund needs to be withdrawn. Better eco-system may facilitate to mobilize USD4 billion from private equity.

2.4 RECOMMENDATIONS ON TAX

- Stamp duty on mutual fund needs to be withdrawn.
- DSE offers a new platform for SMEs in order to facilitate access to domestic capital. Transaction fees for listed securities under SME platform will be same as existing rate @0.05%, which is very high. Government may waive tax from transaction of securities listed under SME platform.
- For listed companies and encouraging new listing corporate tax rate may be reduced by 5% from current level.

3. INSURANCE INDUSTRY

- VAT on reinsurance premium can be exempted.
- Corporate tax rate for insurance industry is 37.5% likewise banks. Compared to banking sector, the insurance industry is at early stage of growth in terms of market penetration, revenue and profit. The corporate tax rate for insurance industry needs to be reduced.
- Revenue generation from innovative insurance products such as agriculture insurance may be exempted from tax and VAT in order to promote innovative products and provide insurance services to marginal people at lower cost.

নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা: চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ৩০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে “নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা: চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি” শীর্ষক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: সাজ্জাদ হোসাইন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুর রহমান, চীফ কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং রিসোর্সেস ইন্টারন্যাশনাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব ওসামা তাসীর। এই মতবিনিময় সভায় আরও অংশগ্রহণ করেন পুরনো ঢাকা ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ। অবশেষে ডিসিসিআই এর উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ :

- আবাসিক এলাকা ও গুদাম বা রাসায়নিক কারখানা ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় গড়ে তোলা জরুরি। নগরকে পরিকল্পনামাফিক করে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনাবিদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজ করতে হবে।
- হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্পের মতো পুরান ঢাকার সকল কেমিক্যাল ও দাহ্য পদার্থের গোড়াউন এবং দোকান ঢাকার বাহিরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তর করা প্রয়োজন।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে United Nations Environment Programme (UNEP) এর প্রস্তাবের আলোকে বিশেষজ্ঞ গবেষক, ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে একটি কাঠামো গঠন করতে হবে। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাসায়নিক নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ার কাজ শুরু করা প্রয়োজন।
- রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের একটি আলাদা বিভাগ থাকা দরকার। তারা রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা দেখবে এবং একই সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করবে।
- শুধু পুরান ঢাকা নয়, সারা দেশে কোথায় কতটা রাসায়নিক গুদাম বা স্থাপনা আছে, তার একটা জরিপ করা প্রয়োজন। এই জরিপের আলোকেই ক্লাস্টারভিত্তিক নিরাপদ রাসায়নিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- নিজেকে রাসায়নিকের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক পোশাক বা জিনিস যেমন দস্তানা, মুখ ঢাকা শীল্ড, চশমা, অ্যাপ্রন এবং রবারের বুট পরিধান করা জরুরি।
- নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যেমন শাওয়ার, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা, সুবিন্যস্ত কার্যক্রম, নির্দিষ্ট নিয়ম পালন, দৃশ্যমান নির্গমন পরিকল্পনা, জরুরি অবস্থা মোকাবেলার প্রশিক্ষণ, ফায়ার অ্যালার্ম এবং দ্রুত নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর নিয়মাবলি থাকা প্রয়োজন।
- জরুরি অবস্থায় অকুস্থল ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে যেতে হবে, প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে, এবং নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে হবে।
- কার্যকর রাসায়নিক ব্যবস্থাপনার জন্য চাই নীতিমালা, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ।
- সেফটি ডাটা শিট (এসডিএস) এবং লেবেল প্রায়শই ইংরেজিতে লেখা থাকে। এসডিএস বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা বাধ্যতামূলক করার নীতিমালা প্রয়োজন। এসডিএস বোঝার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরি (প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ) প্রয়োজন।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে পুরনো ঢাকাসহ আবাসিক এলাকা থেকে অবিলম্বে রাসায়নিক দ্রব্যের বিশাল মজুদ নির্ধারিত ও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া অতীব জরুরি। প্রক্রিয়াটি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে কিন্তু এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। কাজটি পুরোপুরি সম্পন্ন হবার আগে এই ধরনের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন আর না ঘটে তার জন্য এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন সঠিক নীতিমালা ও রাসায়নিকের সঠিক ব্যবস্থাপনা।
- ৩৫ টি আইটেম দাহ্য পদার্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর বাইরেও হাজার হাজার কেমিক্যাল পণ্যের মধ্যে যেগুলো দাহ্য সেগুলো চিহ্নিত করা হোক। সেগুলোকে একটি নীতিমালার আওতায় টিসিবি'র মাধ্যমে আমদানি করা হোক। আমাদের এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে কেমিক্যাল ব্যবসা থাকবে, পুরান ঢাকা নিরাপদও থাকবে।

- কেমিক্যাল পণ্য আমদানির সময় কার্টনে Date of Manufacturing এবং Date of Expiration উল্লেখ থাকতে হবে যাতে পরবর্তীতে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা মোবাইল কোর্ট এসে আমাদের হয়রানি করতে না পারে।
- অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে চাই। ৩ মাস অন্তর অন্তর আমরা প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে পারি।
- বাবুবাজার ব্রিজের নিচে ফায়ারের দু-তিনটি গাড়ি রাখা যায় কিনা ভেবে দেখা যায়। কারণ, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে জ্যামের কারণে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসতে বিলম্ব হয়।
- আবাসিক এলাকায় কেমিক্যাল কারখানা স্থাপন না করা এবং পুরান ঢাকায় ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা রাখা জরুরি। যাতে ফায়ার সার্ভিস জরুরি প্রয়োজনে সেখানে সহজে পৌঁছাতে পারে।
- মহল্লা ভিত্তিক স্বচ্ছসেবী দল গঠন করা প্রয়োজন। ফায়ার সার্ভিস তাদেরকে অগ্নি প্রতিরোধে প্রশিক্ষিত করে তুলবে।
- যথেষ্ট পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন যাতে প্রয়োজনের সময় ফায়ার সার্ভিস তা কাজে লাগাতে পারে। পাশাপাশি, স্ট্রিট হাইড্রেন্টের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- বাসাবাড়ির নিচ তলায় অতি দাহ্য পদার্থের দোকান না করা এবং উৎসবে নিজস্ব অগ্নি নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। উৎসবের পূর্বে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো এবং জরুরি টেলিফোন নম্বর নিজেদের সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন।
- শহর থেকে নিরাপদ স্থানে কেমিক্যাল কারখানা সরিয়ে নিতে হবে। বহুতল ভবনে অগ্নি প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসে হেলিকপ্টার থাকা এবং নগরীতে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন থাকা জরুরি।
- অগ্নি প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অগ্নি নিরাপত্তা ইনস্ট্রুমেন্ট রাখতে হবে।
- কেমিক্যাল রাখার জন্য স্থায়ী স্থাপনা তৈরি ও কেমিক্যাল স্থানান্তরের জন্য ব্যবসায়ীদের আর্থিক ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এতে করে পুরান ঢাকা বা আবাসিক এলাকা থেকে কেমিক্যাল গুদাম সরিয়ে নেওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে স্থানান্তর কার্যক্রম দ্রুততর হবে।

Seminar on “Energy Pricing: Impact on Industries”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized the Seminar on “Energy Pricing: Impact on Industries” on 11 April (Thursday), 2019, Thursday at DCCI Auditorium, Dhaka to discuss on the planned gas tariff hike and the need of reliable and affordable energy to surface new insights in ensuring energy security led industrialization. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI delivered the welcome address and moderated the open discussion session while **Dr. M. Fouzul Kabir Khan**, Former Secretary, Power Division and Emeritus Advisor, Keystone Business Support Company Limited; made the Keynote Presentation while **Mr. Mohammad Ali Khokon**, President, Bangladesh Textile Mills Association, **Dr. Ijaz Hossain**, Professor, Department of Chemical Engineering, BUET & **Dr. Badrul Imam**, Supernumerary Professor, Department of Geology, University of Dhaka were present as **Distinguished Discussants**.

Mr. Nasrul Hamid, MP, Honorable State Minister, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

Long-term Recommendations

- Doing continuous impact analysis on the LNG pricing to address the issue of our competitiveness and comparative advantages against India, Vietnam and Cambodia.
- Prioritizing Capacity building of BAPEX to conduct own exploration with frequency keeping global standards.
- Our local coal reserve needs to be explored and local coal based power generation needs to be emphasized along with focusing on renewable energy and nuclear energy.
- Energy efficiency tool can be applied in industry and energy system loss needs to be diminished.
- Introducing competition in the energy market within the public sector and suggested gradual increase in energy prices instead of a steep one.
- Suggested the government to control costs in natural gas sector by better negotiating with LNG suppliers and foreign firms involved in exploration in the country.
- Extreme dependence on import and imported fuel needs to be gradually reduced.
- Diversifying away from natural gas by investing more on renewable energy, coal, and nuclear solutions.
- Deregulation of the energy market and open competition on all fuels.
- Private sector should be tasked with the job of gas transmission and distribution that will effectively squeeze the system loss in the gas sector.

Mid-term Recommendations

- Seismic survey and extensive exploration for new gas field both on-shore and off-shore should continue.
- 3-5 year long gas price policy for industry with provision of adjusting the gas price with annual inflation.
- Disconnecting illegal gas and electricity connections, encouraging the use of LPG, and introducing the concept of peak pricing for electricity tariffs.
- Businesses need to set up new industries and relocate their existing industries to different economic zones to ensure uninterrupted access to electricity and natural gas.
- Recommended investing more on renewable energy, coal and nuclear solutions and also proposed introducing energy-efficient building code, disconnecting illegal gas connections, collecting arrear bills and encouraging use of liquefied petroleum gas (LPG).
- Businesses need to reduce the gap in electricity usage during the peak hour and off-peak hour, further indicated that the peak-hour tariff might be revised in the coming future.
- Study needs to be conducted focusing on cost of no gas and cost of gas.
- Instrumenting initiatives to leave the energy pricing issue to the open market for competitive prices and to ensure that the players involved cannot charge the consumers at all levels exorbitantly.
- Government to initiate the extraction of coal on a large scale as coal will curb dependency on both liquid fuel and gas significantly.

Short-term Recommendations

- Install Electronic Volume Corrector (EVC) meters in all industries.
- Recommended introducing energy efficient building code from the regulators.
- Government may facilitate the large consumers with a separate gas tariff pricing rates and incentivizing them for using electricity in the off-peak hours, especially from 11pm.
- Share of gas cost to the total production cost of gas-intensive industries needs to be clearly mentioned.

International Conference on “Local Capital Market Infrastructure Financing”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) in partnership with GuarantCo, part of the Private Infrastructure Development Group (PIDG) funded by five G12 governments organized a day-long International Conference titled ‘Local Capital Market Infrastructure Financing’ on 28 April 2019 at Utshab Banquet Hall, Hotel Radisson Blu Dhaka Water Garden. The Conference discussed how long-term infrastructure financing can be successfully mobilized through developing capital market and bond market along with exploring alternative sources of local financing instruments such as insurance fund, pension fund as well as credit guarantee scheme.

The International Conference was featured by three sessions:

1. **Opening Plenary**
2. **Breakout Session 1: Infrastructure Policy**
3. **Breakout Session 2: Infrastructure Financing**

OPENING PLENARY

Mr. Salman F. Rahman, MP, Hon'ble Adviser on Private Sector Industry and Investment, Prime Minister's Office, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the opening plenary of the international Conference on ‘Local Capital Market Infrastructure Financing’ as the Chief Guest. **Mr. Andrew Bainbridge**, Chairman, Private Infrastructure Development Group (PIDG) was present as the Guest of Honor. **Mr. Osama Taseer**, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the welcome address and **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the concluding remarks.

BREAKOUT SESSION 1: INFRASTRUCTURE POLICY

Mr. Md. Nojibur Rahman, Principal Secretary, Prime Minister's Office (PMO), Government of the People's Republic of Bangladesh graced the ‘Breakout Session 1: Infrastructure Policy’ of the International Conference on ‘Local Capital Market Infrastructure Financing’ as the session chair. **Mr. Nishant Kumar**, Regional Director (South Asia), GuarantCo, Singapore Office delivered the key note paper. **Mr. K.A.M. Majedur Rahman**, Managing Director, Dhaka Stock Exchange Limited, **Mr. Arif Khan**, CEO and Managing Director, IDLC Finance Limited, **Mr. A S M Mainuddin Monem**, Deputy Managing Director, Abdul Monem Limited and **Mr. Ashraf Ahmed**, Director, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) & CEO, Riverstone Capital Limited were present as the panel discussants.

BREAKOUT SESSION 2: INFRASTRUCTURE FINANCING

Mr. Lasitha Perera, Chief Executive Officer (CEO), GuarantCo graced the ‘Breakout Session 2: Infrastructure Financing’ of the International Conference on ‘Local Capital Market Infrastructure Financing’ as the session chair. **Mr. Allard Nooy**, Chief Executive Officer, InfraCo Asia delivered the key note paper. **Mr. Syed Mahbubur Rahman**, Managing Director & CEO,

Dhaka Bank Ltd., **Mr. Naser Ezaz Bijoy**, Country Chief Executive Officer, Standard Chartered Bangladesh and **Mr. Nuher L. Khan**, Director, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) & Managing Director, Joules Power Limited were present as the panel discussants.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- There are no long-term financing institutions in the country. We are dependent on commercial banks for any long-term financing. Commercial banks collect short-term deposit but provide long-term financing. This fundamental fund mismatch shows that there are biggest structural problems in the financial system in Bangladesh. This structural problems need to be addressed.
- Banking Act and other relevant regulations needs to be amended to discourage banks to mobilize long term financing.
- In order to ensure long term financing for infrastructure projects and increase private investment, access to both local capital market as well as foreign capital market needs to be ensured. Blending of local currency financing and foreign currency financing may ideal for infrastructure projects.
- Frame enforceable policy so that Life Insurance Company and general insurance company can mobilize fund for infrastructure financing.
- Focus need to be given on four pillar for development of bond market encompassing framework, products, investors and facilitators.
- Priority on simplification, benchmark pricing, sovereign bond, dollar and taka bond (taka bond market to finance receivable of the project) for development of bond market.
- Need to make a combined team engaging public and private sector actors lead by PMO to support investment and development of bond market.
- In order to create a bond market, public sector companies can spearhead by issuing a bond which will encourage private sector to follow suit.
- Coupon rate/yield rate is important for development of bond market. Bond yield rate needs to be higher than bank deposit interest rate. Need to readjust the interest rate of national savings certificate. Government treasury bonds need to be traded in the market which will help develop yield curve/benchmark and encourage development of corporate bond market.
- Bond issuance cost is high which needs to be rationalize and process needs to be faster for development of the bond market. In order to simplify the process, a deadline needs to be set by the regulatory authority for approval of the bond.
- Creating policy environment for listing licensed Government approved infrastructure projects in Capital Markets and development of an effective Bond Market can unlock huge potential to bridge the infrastructure financing gap.
- Streamlining regulatory process, tax incentives for both issuer and investors, policy to attract local and foreign insurance fund and pension fund and credible credit rating by the international credit rating agencies.
- Capacity building of market makers including intermediaries.
- 2% stamp on bond and 20% withholding tax are the bottlenecks of the bond market which need to be waived.
- The procedure for capital repatriation is 30 years older which need to be updated in line with global best practices.
- Needs to look into international market to meet the future investment need of Bangladesh.
- Need to develop institutional mechanism to utilize zakat fund for infrastructure projects development.

- Create policy for introducing Institutional credit enhancement/ guarantee mechanism / credit Guarantee Company to de-risk infrastructure projects at early development stage.
- Islamic finance success stories like sukuk bond in Malaysia and Saudi Arabia can be replicated.
- Need an Action team- with representative from public sector and private sector who can spearhead policy from time to time and address the bottlenecks which cripple the development of bond market.
- Concession term especially project duration is the key element for bankable projects. 25 years concession term is supportive for bankable project.
- One stop shop for foreign investors for infrastructure projects is needed in Bangladesh to address regulatory hassles and simplify project approval process.
- Considering the necessity of energy and infrastructure in Bangladesh, there should be a proactive infrastructure development company and private sector investment in the development of infrastructure.
- Cost of construction of per KM road is very high in Bangladesh which is threat to the bankability of the project. Cost analysis should be very rational to attract investors.
- Need to find out good partners like japan for development of infrastructure projects under BOO and BOT models.

আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় ও পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কিত মতবিনিময় সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে “আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সহনীয় ও পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কিত মতবিনিময়” সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিসিসিআই এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব ওসামা তাসীর। এই মতবিনিময় সভায় আরও অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতি, সুপার মার্কেট মালিক এসোসিয়েশন, চকবাজার বণিক সমিতি, বাংলাদেশ আড়ৎ ব্যবসায়ী সমিতি, বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড পারফিউমারি মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, চিনি ব্যবসায়ী সমিতি, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধি। অবশেষে ডিসিসিআই এর উদ্বর্তন সহ-সভাপতি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

সুপারিশসমূহ:

- রমজানের পূর্বে বিগত বছরের চাহিদা অনুপাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্ভাব্য পণ্য পর্যাণ্ড সরবরাহের ব্যবস্থা করলে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায়।
- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজধানীসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন, ব্যবসায়ী এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা, সারাদেশে টিসিবি'র পণ্যসামগ্রী ভোক্তা পর্যায়ে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- রমজানের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন- ছোলা, চিনি, চাল, দুধ, ভোজ্য তেল, খেজুর, খেসারি প্রভৃতির মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য রোজার মাসখানেক আগে এলসি খুলে আমদানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- একচেটিয়া বাণিজ্য ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তাস্বার্থ রক্ষার্থে ২০১২ সালে প্রণীত প্রতিযোগিতা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা জরুরি।
- পণ্যদ্রব্যের অনিয়ন্ত্রিত মজুদ বন্ধকরণে বাজার তদারককারী সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

- দেশের সকল বাজারে নিয়মিত মূল্য তালিকা হালনাগাদ করা এবং মূল্য তালিকা কার্যকর করা এবং দক্ষ ও পর্যাপ্ত বাজার মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি বাজারে একটি করে বাজার তদারকি কমিটি এবং মূল্যনির্দেশক সাইনবোর্ড রাখা এবং উল্লিখিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলে বাজার কমিটির মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রমজান মাসে চিনিকল থেকে চিনি ক্রয় করার ক্ষেত্রে যারা রাজনৈতিক প্রভাবে কৃত্রিম জটিলতা সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের।
- পাইকারি থেকে খুচরা কিছু পণ্য বিক্রয়ে ১৫-২০ টাকা পার্থক্য রয়েছে। পাইকারি ও খুচরা পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য পার্থক্য কতটা হচ্ছে, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন দাম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে। বিশেষত, দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বিশেষ প্রগোদনা বা পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে।
- নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ভোক্তাদের রমজানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী কিনে মজুদ না করার প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।
- রোজাকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে সংঘর্মের কোন অনুশীলন নেই, এখানে সংঘর্মেরও প্রয়োজন আছে এবং এ জায়গায় নৈতিকতার প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ক্রেতাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির ভয়ে বাজারে ক্রেতার যেন বেশি বেশি করে পণ্য ক্রয় না করে এবং খুচরা বিক্রেতাকে যেন দাম বৃদ্ধি করার সুযোগ না দেয়।
- রমজান মাসকে উপলক্ষ্য করে বিদেশের মতো আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা দ্রব্য মূল্য হ্রাস করতে পারে।
- ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয় করার চেয়ে টিসিবির আরও ব্যাপক পর্যায়ে বাজার মনিটরিং করা দরকার যাতে করে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে থাকে।
- মালামাল পরিবহনে রমজান মাসে যে চাঁদাবাজী হচ্ছে, তা বন্ধ করতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
- চিকিৎসা বা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া গণহারে ভারতীয় ভিসা প্রদান করা বন্ধ করা প্রয়োজন যাতে করে দেশের ক্রেতার ভারতে গিয়ে পোশাক ক্রয় না করে। ধর্মীয় উৎসব ঈদ, পূজা পার্বনে ভারতে গিয়ে কেনাকাটা না করে যাতে পোশাক শিল্প বেঁচে থাকতে পারে।

DCCI Conclave on Sustainability of RMG Sector in Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a RMG stakeholders' discussion meeting titled '**DCCI Conclave on Sustainability of Ready Made Garments (RMG) Sector in Bangladesh**' on 2nd May 2019 at DCCI President's Executive Floor. **Mr. Tipu Munshi, MP**, Honorable Minister, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the DCCI Conclave as the Chief Guest. **Dr. Rubana Huq**, President, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) was present as the Special Guest.

Mr. Osama Taseer, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) as the Chair of the event delivered the welcome address and presentation on industry overview encompassing the critical issues and challenges to the sustainability of the RMG sector. He also moderated the stakeholders' discussion session.

Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI delivered the concluding remarks. Leading RMG entrepreneurs, business leaders, international buyers and researchers participated in the event.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

General recommendations for sustainability

- Three 'Ps' - People, Planet and Profit are the bottom line for sustainability. Buyers emphasize only People & Planet where the focus on "Manufacturers' Profit" is missing. Priority needs to be given on the Profit margin of manufacturers in order to ensure value chain sustainability of RMG Sector.
- RMG industry needs incentives and budgetary measures for a certain period in order to off-set the emerging challenges. Offering 5% cash incentive for the next 3 years for export of all ready-made garments to both traditional and non-traditional markets will help off-set the incremental cost of production.
- Depreciation of Taka objectively against USD may give some breathing space to RMG exporters and increase export earnings retention.
- Quality of education needs to be improved for increasing productivity of workers

Recommendations for Cost Competitiveness

- Design five year-long energy pricing policy for RMG industry, based on the affordability RMG factories so that entrepreneurs can strategically plan their investment.
- Bangladesh needs to address the impediments like increasing cost of doing business, port congestion, higher lead time, inefficient air shipment, and higher bank interest rate in order to reduce production cost of RMG products and make our products competitive than that of competing countries.

Recommendations for Increasing Negotiation Skills

- RMG industry has yet to reach at maturity level in terms of price negotiation. As many manufacturers are not in a position to negotiate with buyers, most of the businesses are done through buying houses. BGMEA should take the lead for ensuring competitive prices of the products through improving negotiation skills and setting direct business links with buyers for receiving orders.
- Strengthen collaboration rather than competition amongst the manufacturers and set a floor price for RMG products.
- Initiative needs to be taken to build the Bangladeshi Brand and communicate directly with brand buyers without communicating with any buying house. Buying house as a middleman make the profit while the manufacture lost the actual price.

Recommendations for Better Market Access

- Rethink the strategy aligning with buyers approach along with exploring new markets to achieve US\$50 billion export target. Focus needs to be given on framing a brand-strategy.
- Free Trade Agreement (FAT) and economic diplomacy should get priority for better market access.
- In order to promote export diversification, anti-export bias perception has to end.

Recommendations for Better Stakeholders' Collaboration and Partnership

- Forge collaboration between industry and academia to support government with right statistics and projection for better policy formulation.
- Trust-gap between buyers and manufacturers should be minimized.

- Third party like NGOs, the Think Tanks and Embassies should come forward to push brand buyers to offer fair and competitive price to manufacturers. Moreover, manufacturers should find out new ways of negotiations. Buyers can come forward to share a certain percentage of profit instead of offering FoB price.
- Self-monitoring and Remediation Coordination Cell (RCC) should be strengthened and adequately equipped to take over and continue the compliance assessments in line with the law of the land.

DCCI Seminar on “Challenges of Real Estate in Urbanization and Decentralization”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organised a seminar on “Challenges of Real Estate in Urbanization and Decentralization” on 5th May 2019 at the hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka.

Mr. Saifuzzaman Chowdhury, Minister, Ministry of Land, Government of the People's Republic of Bangladesh graced the seminar as the Chief Guest. **Md. Atiqul Islam**, Honourable Mayor, Dhaka North City Corporation was present as the Special Guest while **Mr. Alamgir Shamsul Alamin**, President, and Real Estate & Housing Association of Bangladesh (REHAB) were present as the Guest of Honour.

Kazi Golam Nasir, Chief architect, Department of Architecture presented the keynote paper. **Mr. Salim Akhter Khan**, Chairman, Asset Developments & Holdings Ltd. and former Director, DCCI, **Engr. Md. Al-Amin**, Managing Director, Paradise Development and Constructions Ltd. and Director, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and **Architect Mustafa Khalid Palash** Managing Director, Vistaara Architects were participated as panel discussants.

Mr. Osama Taseer, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) as the Chair of the event delivered the welcome address and also moderated the open discussion session. **Mr. Imran Ahmed, Vice President**, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the concluding remarks. Around 270 participants including leading real estate entrepreneurs & investors, representatives from allied industries, urban planners, policy makers, researchers, and academicians participated in the event.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

Recommendation to face the challenges of urbanization:

- An independent rating system should be used to assess the quality of real estate products.
- For safe and inclusive rehabilitation as per Sustainable Development Goals by 2030, a national mega plan on land use should be taken for flourishing the housing sector.
- The national Mega Plan for housing should cautiously analyze the incremental industrialization, the ratio of population increase, land scarcity and the heritage of Dhaka.
- The need for Environment-friendly and sustainable construction and reducing carbon footprint (Use Of 4R:Reduce, Reuse, Recycle and Restricted Use) are higher. The real estate sector has to think of affordable housing and provide a logical and rational proposal so that the government can think further.
- Rajuk, Ministry of land and Housing need to take an integrated approach under one umbrella.
- Government is to reduce registration fees of apartments and plot sale alongside bringing down the bank interest rate for this sector. Ensure business-friendly policies, one-stop service, reduction of corporate tax and registration fees, and provide other incentives for well-planned urbanization in the country setting the 50-year long-term vision.
- Build a reciprocal nexus between consumers and developers to combat the challenges of the real estate sector.

Recommendation to face the challenges of Decentralization:

- Decentralization process of megacities needs to be enhanced with strong infrastructure, communication, and transportation system and reduce excessive dependency on the capital city.
- Advocated for planning more satellite cities around the capital and on its outskirts for reducing the density of population in the capital.
- Not only decentralization but also the proper distribution of land resources will determine the equal and sustainable development of the country.
- Conduct analytical research to have the satellite city around the Dhaka and its outskirts along with proper communication system of these cities.
- The government should expand the facilities likes health, education, banking and administrative activities. Initiative should be taken to relocate the Airport from the heart of Dhaka.

Recommendation for enhancing the business friendly Investment:

- Need coordination between the government and the real estate sector for affordable housing and using the government land under PPP modalities for shared development.
- The government should be a facilitator of the business by improving the Livability Index of Dhaka and should not be the competitor of the private sector.
- The Government needs to incentivize to reinvest the profit by reducing corporate tax.
- Propose to impose the transfer price instead of the higher registration fee.

Workshop on “Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a day-long workshop titled ‘**Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012**’ on 27 July 2019 at CIRDAP Auditorium, Dhaka. The workshop discussed how to increase awareness among businessmen and help create a culture of paying VAT. It also shed light on the details about the rules and procedures of new VAT Act and pertinent SROs. The workshop was featured with two sessions: inaugural session and discussion session. About 250 participants from different businesses including representatives from print and electronic media took part in the inaugural session and 160 participants took part in the discussion session.

Mr. Md. Mosharraf Hossain Bhuiyan, *ndc*, Chairman, National Board of Revenue (NBR) graced the occasion as the Chief Guest and inaugurated the workshop while **Ms. Shahnaj Parveen**, Member (VAT Implementation and IT), NBR was present as the Special Guest. The discussion session on “VAT Online” was carried out by **Mr. Md. Zakir Hossain**, Deputy Project Director, VAT Online Project and Additional Commissioner (Customs & VAT), NBR. **Mr. Snehasish Barua**, FCA, Tax Consultant, DCCI & Member, Technical Research Committee, ICAB conducted the discussion session on “Implementation Procedures of VAT and VAT Form Fill-up”.

Mr. Osama Taseer, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered the welcome address while **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI gave the concluding remark.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- VAT collection needs to be increased for the mobilisation of the country's domestic resources.
- It is important to provide appropriate guidance to businesses on the new VAT Act and SD Act 2012 which will enable them to ensure a time-bound VAT management.
- Withdrawal of the newly introduced advance tax (AT) on imports of raw materials, introducing rebate facility for all the VAT slabs like 15% and keeping all types of medicine out of VAT purview.
- Take steps for stopping harassment in pretext of Tax and VAT collection and ensure harassment-free environment so that they could do business without any tension.
- Continue dialogues with businesses on resolving challenges related to implementation of some provisions, including judicial power of revenue officials and online VAT returns submission, of the new law.
- Organize sector specific workshop on new VAT Act and VAT management.
- DCCI Business Institute (DBI) a concern of DCCI will facilitate workshop on this particular matter serving businesses to a large extent.

DCCI Dialogue on “Environmental Sustainability & Certification”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized the Interactive Dialogue titled “**Environmental Sustainability & Certification**” on 25th August 2019 at DCCI President’s Executive Floor. **Mr. Mahendra Jayalath**, Sustainable Infrastructure Development Consultant & CEO of EnergySolve International (Pvt.) Limited, presented the Keynote Paper while **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI gave the welcome remark. The concluding remark was given by **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI. In this interactive dialogue, a remarkable mix of sectoral participants representing Industry, Academia, Experts, Environmentalists, Development Partners, Public Sector and Business Leaders were present.

Summary of Recommendations emerged from the Discussion is as follows:

- To ensure a comprehensive “greening” of Bangladesh’s building sector, both the public and private sector need to work together to support the integration and mainstreaming of green building consideration into national and municipal policies.
- Dialogues and cooperation between policy makers and financial institutions need to be facilitated and financial institutions should keep the provision of green loan products for buildings.
- Emphasized that sustainable design, design with nature, environmentally sensitive design, holistic resource management should be the key to enforce modern day development.
- Suggested few areas to be considered to enforce sustainable designing: Building location & orientation, Proper material selection, Storm water quality and quantity control, Energy Efficient design development, Renewable Energy applications, Water efficient design development, Water efficient landscapes, Waste water treatment, rainwater harvesting & reuse, Heat island effect – non roof and roof, Light pollution reduction, Daylight & views for occupants and occupied spaces, Ventilation & occupant comfort and Life cycle analysis of measures.

- Guided on the post-operative concerns of certification & sustainability:
 - o Establish a group to review facility operations
 - o Strictly monitor energy and water consumption and analyze reasons for deviation and take corrective action to minimize
 - o Perform audits annually – Review all measures awarded
 - o Rectify defects as soon as it is identified
 - o Perform energy & water system commissioning at regular intervals
- In terms of Rain Water Harvesting technology, the best practice what is being done in Sri Lanka can be replicated for Bangladesh.
- In the context of Bangladesh, the pertinent area we need to look is providing and disseminating knowledge and information flow to the interested parties working for sustainability. In doing this, the triple bottom-line benefit called PPP (People, Planet, Profit).
- In discussing the role of public and private sector, it is suggested to map out the framework for sustainability by the public sector in consultation with private sector.
- Certification for environment-friendly building will enhance marketing exposure of the industry and also reduce the cost-of-doing business through ensuring efficient use of energy, resources and a healthy working environment. Hence, environmental sustainability practice would usher a new era across industrial sectors in Bangladesh.
- Ensuring single-digit interest rate for LEED-certified factories, provision of green loan products, lower corporate tax for green factories, cash incentives for green industrial product export may steer this culture in the days to come.

Seminar on “Promoting Bilateral Trade and Investment between Bangladesh & Philippines”

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Philippines Chamber of Commerce & Industry (BPCCI) jointly organized the Seminar titled “**Promoting Bilateral Trade and Investment between Bangladesh & Philippines**” on 2 September 2019 at DCCI President’s Executive Floor. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI gave the welcome remark while **Engr. Akber (AL) Hakim**, President, Bangladesh Philippines Chamber of Commerce & Industry (BPCCI) presented the Keynote Paper. To portray the growing sectoral opportunity between the two friendly nations: **H.E. Mr. Leo Marco C. Vidal**, Charge D’ Affair, Philippines Embassy in Bangladesh, **Mr. Jeremiah C Reyes**, Philippines Commercial Attache and **Ms. Agnes Perpetua R. Legaspi**, Assistant Director, Department of Trade and Industry (DTI), Republic of the Philippines gave enlightened the audiences with their valued insights. The concluding remark was given by **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI.

A B2B Matchmaking Session between Filipino and Bangladeshi Businesses held afterwards the Seminar at DCCI Business Lounge, 5th floor. A 8-member delegation from the Philippines representing Healthy Beverages and Wellness Products sector, Personal Care Products (Cosmetics) sector, Food Products, Snacks and Food Franchising sector, Healthcare and Personal Care Products sector and Design & manufacturing of food processing & packaging equipment

sector joined the B2B Matchmaking session. While, Bangladeshi businessmen trading in the areas of Beverages, Agro-food, Pharmaceuticals & Chemical ingredients, Personal Care Products, Snacks and Foods Franchising, Frozen Food, Packaging etc. joined the session to facilitate a platform between the businesses from the both side to discuss and explore mutually beneficial trade and investment opportunities.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- Bangladesh can develop its agriculture with the knowledge transfer of Philippines, skills in food production, processing, canning and packaging, IT, electronics, tourism etc. On the other hand, the Philippines can collaborate with Bangladesh's RMG, Pharmaceuticals and Ceramics sector.
- Cooperation between two countries can help Bangladesh learn skills of Information Technology Enabled Services (ITES) and Business Process Outsourcing (BPO) from the Philippines.
- There is an increasing need for direct flight between Bangladesh and the Philippines for increasing people-to-people contacts.
- Preferential trade agreements leading to bilateral FTA etc. could open up substantial economic gains for the both countries.
- Frequent interaction of the business communities of both countries and single country trade fairs in respective capitals may boost the trade between us.
- Asia is undergoing a paradigm-shift. And, to get attached to this momentum, it is imperative to shift our focus on east from the age-old pro-east focus. Moreover, South-South cooperation is the new catch now. So, Bangladesh and the Philippines should capitalize and calibrate the total opportunity to spearhead the run towards becoming "knowledge economy".
- Both Bangladesh and the Philippines are witnessing an expanding consumer base, therefore, demand of value-additive and new products is growing. So, synergy is needed between the both sides to capitalize on this feature.
- DIT and Bangladesh should start working on the areas where scope of mutual benefits will be perfectly expedited to speed up trade and investment.
- The impact of Trade war is similar with Bangladesh and the Philippines since both nation act the supply chain source for US and China. Therefore, it is opening a platform for the both nation to work and strategize on this particular aspect.
- Considering the similar economic reality and development blueprint, we need to revisit the most-talked success stories i.e. GDP growth and other areas that if these are really making impact on the life of the masses. Moreover, we need to ask ourselves whether the both nation's current policy basket is enough to combat the similar challenges witnessed.
- DTI can open up initiatives to tap market opportunities in Bangladesh and create platform for Filipino businesses to enter the burgeoning market of South-Asia.
- There are sectors like design-driven home and lifestyle products, Jewelry, travel good, processed foods, health and wellness products, organic and halal foods etc. from the Philippines are open for Bangladeshi businesses to explore.

- The Philippines is keen on expanding its trade relation with the South-Asia especially with Bangladesh. Considering its extensive trade tie with the west, it is now considering South-Asia as the new destination of mutually beneficial trade and investment opportunities.
- Having the strong grip in the ASEAN, Philippines can bridge Bangladesh in the east and the South-East regions. Moreover, Philippines can portray their strategies to access critical markets before Bangladesh. Knowledge dissemination and tech-transfer can help the both sides in this respect.
- Emphasized DTI's collaboration with DCCI, on arranging B2B matchmaking sessions, trade delegation exchange programs and market research etc.

Interactive Business Meeting & B2B Matchmaking Session with CPPCC Delegation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized Interactive Business Meeting & B2B Matchmaking Session on 9 September 2019 at DCCI President's Executive Floor. **Mr. Zhao Yanqing**, Vice President of the Liaoning CPPCC & Chairman of Liaoning Federation of Industry and Commerce gave his speech while **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Acting President, DCCI gave the welcome remark. The concluding remark was given by **Mr. Imran Ahmed**, Vice President, DCCI. The meeting was attended by Government Officials from Liaoning Provincial Foreign Affairs Office and Liaoning Provincial Department of Commerce and Officials from Liaoning Provincial Federation of Industry and Commerce.

A group of Chinese entrepreneurs from Agro-processing, Magnesium refractory industry and metallurgical machinery, Auto industry and Insurance sector attended the event while a mix of DCCI member companies was present and exchanged views with the Chinese counterpart. A cooperation agreement between DCCI and Liaoning Federation of Industry and Commerce was inked at this auspicious occasion.

B2B MATCHMAKING Session

In B2B Matchmaking Session between Chinese and Bangladeshi Businessmen, from Agro-processing sector Mr. Cong Peigang, President, Dalian Jinkui Group met with Mr. Mohammed Bashir, Managing Director, Rani Food Industries Limited and Mr. Kazi Nahid Ahmed, Senior Executive, Procurement and International Market, The Acme Agrovet and Beverages Ltd.

From Machinery and electronic equipment sector Mr. Li Guangda, President, Haicheng Huayu Magnesium Co. Ltd. met with Mr. Abu Bakr Md. Siddique, Proprietor, All-Tech Machinery and Mr. Nishat Sultan, Specialist (Supply Chain), Energypac Power Generation Limited.

From Automobile Industry, Mr. Zhang Shuai, President, Shaoshuai, Industrial Co. Ltd. met with Mr. M. Nazrul Islam, Chief Financial Officer and Md. Aminur Rahman, Coordinator, Business development of Runner Automobiles Ltd. and then met with Brigadier General Mohammad Yusuf (Rtd), CEO, Uttara Automobiles Limited.

From Insurance Industry, Mr. Li Jing, General Manager, Jiangtai Insurance Brokers Co. Ltd met with Mr. Milton Bepari, FCA, Executive Vice President, Accounts Department, Delta Life Insurance Company Ltd. and Mr. Md. Hasan Khan, Deputy Managing Director & Company Secretary, City General Insurance Company Limited.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- Urged more investment coming along with technical cooperation to develop a robust agro-processing diversification base in Bangladesh.
- High-end apparel, backward linkage of pharmaceutical, leather & footwear, electronics products and automobile sector of Bangladesh offer huge opportunities for Chinese investors.
- Our competitive investment landscape offers window of investment opportunities for foreign investors with higher rate of return. In this connection, he invited Chinese entrepreneurs to tap these investment opportunities in Bangladesh.
- It is imperative to establish proactive communication between chambers of China and Bangladesh.
- This interactive business meeting followed by the B2B Matchmaking Session will open-up more mutual investment opportunities and collaboration in the areas of agro processing, auto industry and insurance industry.

DCCI Workshops Titled “Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012” PART II:

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized day-long workshops on ‘Awareness Raising on Value Added Tax and Supplementary Duty Act 2012’ respectively on 27th July 2019 and 28th September 2019. The 1st workshop was an immense success in educating the businessmen on the details about the rules and procedures of new VAT Act and pertinent SROs. About 14 electronic media and numerous print media covered the workshop. This success led to repeated requests from DCCI members to organize a follow-up on the 1st workshop. In this respect, DCCI puts its all-out effort to arrange another workshop on the same subject with extended concentration on the subject-matters featured by a total eight sessions. This time, participants’ mix is more diversified entailing Banks, Insurance & Financial Institutions, Telecom Companies, Corporate Houses and respected members of DCCI. Here, 191 registered participants attended the 2nd workshop while the total attendance covered around 220 participants from different sectors.

Mr. Osama Taseer, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) delivered his Speech on VAT workshop necessity for raising awareness among members and business while **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI gave the concluding remark.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- The participants requested Mr. President to address the complex issues of the VAT & SD Act 2012 and inform NBR about the simplicity of the Act.
- The participants requested DCCI to continue dialogues with NBR on resolving challenges related to complex provisions of VAT & SD Act 2012.
- To give impetus to its wider member-base, DCCI, each year, may organize such awareness-raising workshops on New Finance & VAT Act issues immediately after the declaration of National Budget.

Seminar on Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Restructuring & Liquidation of Financial Institutions and Impact on Stakeholders” on 17 October 2019 at DCCI Auditorium. **Dr. Mashiur Rahman**, Honorable Adviser to the Prime Minister on Economic Affairs, Government of Bangladesh graced the event as the Chief Guest. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI delivered the welcome remark. **Mr. Arif Khan**, CEO & Managing Director, IDLC Finance Limited and **Mr. Sohail R K Hussain**, Managing Partner, RSA Consulting Partners and Former Managing Director & CEO, The City Bank Limited were the keynote speakers.

The concluding remark was given by **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI. The Seminar was attended by the representatives from Bangladesh Bank, Ministry of Finance, Dhaka Stock Exchanges, Bangladesh Securities and Exchange Commission, Banks, Insurances, Non-Bank Financial Institutions (NBFIs), Researchers, DCCI Board of Directors, Past Presidents, Directors, Convenors and Joint Convenors.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- Bangladesh Bank needs to strengthen its monitoring mechanism through developing early warning system to improve the financial health of weak financial institutions, standard benchmark of NPL across the financial sector and restriction of deposit collection of high NPL making concern.
- Some institutional and policy reform measures are to be taken to address the state of fragile financial institutes like framing “Financial Sector Restructuring Authority” to oversight the recovery of underperforming institutes, Asset Management company to help recover asset and liability of underperforming companies, amendment of Insolvency and Bankruptcy Act, 1997 and Companies Act 1994 with necessary provisions on liquidation and restructuring process.
- An interagency coordination body of BSEC, IDRA and Bangladesh Bank under the leadership of Ministry of Finance needs to be formed to ensure corporate governance in financial sector.
- Internal and external audit need to be strengthened as well as day to day practices need to be monitored.
- Credit rating agencies should act with their professional standards while rating any FIs.
- Minority shareholders should be treated differently, for their inability to affect any control over the bank.
- Consolidations of weak banks and setup international & local distressed assets management companies/ funds are required.
- Greater independence of the central bank, more accountability for management and board in case of deteriorating performance, enforcement stronger foreclosure laws, more proactive law enforcement support in taking possession are required to improve the performance of financial sector.
- Restructuring as a form of merger and acquisition can be a better option than liquidation.
- Restructure the Balance Sheet and recover the Bad Asset through Asset Management Company can be a better option.
- The solvent borrowers need to be identified and only loan for bad borrower should be classified.
- CAMEL rating of Financial Institutions needs to be made public as it is the right of public. More disclosure is required.
- There should be clear restructuring plan on how the private sector company merged as there is more than one shareholder.
- Independent directors can be appointed from sponsor shareholder and independent director can be in charge to show the true picture.
- Clear NPL resolution strategy plan is required for recovering the defaulted loans.
- Check and Balance of Shareholder should be maintained as one bank director borrows from other bank. Such practice of Cross loans needs to be rigorously monitored.

- Capacity building is required to face the challenges of Cyber crime.
- Prepare a pragmatic recovery policy to restore deposit holders' assets, mobilize liquidity and solvency in financial institutions. Also stresses on enhancing credit discipline.
- Bangladesh Bank and concerned Regulatory Bodies should strengthen their effort to stop irregularities and prepare successful NPA management entities like Asset Management Company (AMC) to recover the NPL.

Seminar on Ensuring Safe & Halal Food: Present Context & Necessary Measures

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Ensuring Safe & Halal Food: Present Context & Necessary Measures” on 26 October 2019 at DCCI Auditorium. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI presided over the seminar and delivered the welcome remark. His Excellency **Saed Mohammed Al-Muhairi**, Ambassador, Embassy of the United Arab Emirates, Bangladesh graced the occasion as the Guest of Honor. **Mr. Shamim Mohammad Afjal**, Director General, Bangladesh Islamic Foundation and **Ms. Syeda Sarwar Jahan**, Chairman, Bangladesh Food Safety Authority (BFSa), Government of Bangladesh were present as the special guests. Professor **Dr. A. K. Obidul Huq**, Chairman, Department of Food Technology and Nutritional Science, Mawlana Bhashani Science and Technology University and **Dr. Samia Abdel latif**, Conformity Director, RACS, Dubai, United Arab Emirates were the keynote speakers. The concluding remark was given by **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI. The Seminar was attended by the representatives from food processing industry, Academician, Researchers, DCCI Board of Directors, Past Presidents, Directors, Convenors and Joint Convenors etc.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- In order to improve the Halal business operations and realize opportunities in Bangladesh, we need a long-term “Road Map” for the Halal industry.
- Private Sector initiatives in research and capacity building regarding Halal Industry need Policy Support.
- Build international certification process with support of Halal producing countries.
- Engagement of the Government Agency under a PPP initiative to support and encourage this sector.
- Infrastructures and Economic zones dedicated for Halal products may be created.
- New Policy support incorporating scopes and guidelines of Halal Business with fiscal and non-fiscal incentives to encourage Halal centric businesses.
- In addition, to ensure food safety, we need rigorous implementation of Food Safety Act 2013 and National Quality (Product and Services) Policy 2015 as food safety and ensuring Halal food may go hand in hand.
- HALAL accreditation scope needs to be established in Bangladesh.
- A third party accredited HALAL certification scope in one more competent organizations need to be established.
- Testing of HALAL Products and Capacity building in this area is required.
- HALAL Counseling to the stakeholder is required.
- Monitoring of every slaughtering house that follows HALAL system is needed. Sharia'h research on domestic/imported food is necessary for effective HALAL monitoring.
- A HALAL Processing Zone (HPZ) need to be established.
- Short and diploma training course on Food Safety Management and Halal certification system need to be arranged.
- Bilateral and mutual agreement / MoU with foreign HALAL Accreditation Body are needed.
- Strong Food chain system needs to be maintained for ensuring the Halal food.
- Islamic Foundation should reduce the higher tariff charge for the certification of Halal Food.

- Requested UAE to cooperate both technically and financially to run a pilot project for Halal Certification Project.
- For the Halal Food industry especially for food processing, there should be tax-holiday and credit facilities to enhance the business.
- DCCI may sign MoU with UAE for the expansion of Halal food Market industrial research.
- DNA testing in every custom house needs to be ensured to import and export halal-certified products and foods.
- We can develop our Halal industry by utilizing the Kurban Animal Bone which is now exporting to different countries.
- There should be an integrated approach for co-ordination among the authorities like BSTI, Bangladesh Food Safety Authority, Ministry of Commerce, Ministry of Industry, EPB and even in DCCI, to build the Halal market with the strong hygienic value chain.

Seminar on Prospects and Challenges of API Industry in Bangladesh

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Prospects and Challenges of API Industry in Bangladesh” on 2 November 2019 at DCCI Auditorium. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI presided over the seminar and delivered the welcome remark. Chief Guest, **Mr. Md. Sirazul Islam**, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority (BIDA), Prime Minister’s Office (PMO), Government of Bangladesh graced the occasion as the Chief Guest. **Mr. Md. Ruhul Amin**, Director, Directorate General of Drug Administration (DGDA), GoB was present as the special guest. **Dr. Md. Rabiul Islam**, Professor, Department of Chemistry, Mawlana Bhashani Science and Technology University was the keynote speaker. The concluding remark was given by **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI. The Seminar was attended by the representatives from Pharmaceutical industry, API industry, Bankers, Academician, Researchers, DCCI Board of Directors, Past Presidents, Directors, Convenors and Joint Convenors etc.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- Capacity building of local research, academic institutions, manufacturers and professionals need be immediately addressed through public and private sector intervention.
- Need to invest in R&D (Reverse Engineering).
- Need to work in process/technology development.
- Attract scientist (Chemist, Pharmacist, Biochemist, Chemical Engineers and relevant professionals) to the API industry.
- Find/attract suitable partner from abroad for joint collaboration for technology and market access.
- Strengthen collaboration between industries and academic institutions (University) through UGC for developing skilled manpower.
- Involve BCSIR to take up API R&D as priority sector.
- Need incentives and support from the Government of Bangladesh in all aspects of API production.
- Make joint ventures with international API producers and gain experience from API producing countries to achieve self-sufficiency in producing API molecule and laboratory reagents locally.
- Conduct modern research and innovation on an extensive scale to facilitate production of APIs in the years to come.
- NBR has to implement the VAT and Tax exemption which are given in API policy.
- API Park needs to provide more land for developing API factory with all facilities.
- Quality of API needs to be ensured through proper certification.

Meet the Press titled Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Meet the Press titled “Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy: Private Sector Perspective” on 9 November 2019 at DCCI Auditorium. **Mr. Osama Taseer**, President, DCCI delivered keynote speech on Current State & Future Outlook of Bangladesh Economy. **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI, **Mr. Imran Ahmed**, Vice President and DCCI Board of Directors are also present there.

Summary of recommendations emerged from the discussion is as follows:

- Recommended for giving focus on domestic revenue mobilization through reducing dependency on bank borrowing and national savings certificate.
- Proposed to increase the tax net along with increasing Non-Tax revenue sources to reduce the tax burden from the existing tax payers.
- Controlling NPL and increasing tax net will increase government revenue, reduce government borrowing and help private sector credit growth.
- Recommended for developing a comprehensive strategy for export basket diversification and new market access.
- DCCI recommended update of the course curricula at all education levels with a special concentration on technical education and orientation to the changing dynamics of real world professions and entrepreneurship.
- Relevant authorities need to examine the economic and labor market demand of destination countries.
- Establish an international standard testing lab facilities is a challenge for Bangladeshi companies to meet the international standard.
- Recommended administering Good Agriculture Practice (GAP) in every segment of supply chain.
- Recommends 3% cash incentive for the next 3 years for export of all products across the board to make this sector sustainable.
- Draw attention to complete Central Effluent Treatment Plant (CETP) in Savar to make relocated tanneries be compliant.
- More investment needs to be mobilized to enhance API production capability and to initiate R&D to develop own patented pharmaceutical products.
- SME Act and credit guarantee scheme need to be made to increase the SME contribution to the economy.
- Recommended for a stable, predictable and business oriented primary energy fuel sourcing mix and pricing policy.
- Exploration and distribution policy needs to be short, mid and long-term with focused plan of actions.
- To keep the interest rate under single digit, inflation control, reduced National Savings Certificate interest rate and good governance need to be ensured.
- Proposed to develop effective bond market and encourages the use of mutual fund for long-term financing under Special Purpose Vehicles (SPV).
- Regulators need to allow listing Green-Field projects and effective function of DSE SME platform to raise fund from market.
- Bangladesh needs to increase the production of more value-added products in RMG Sector, as we earn more because of exporting higher volume.
- Take a pragmatic step to Control inflation, decrease the interest rate of saving paper and good governance of the bank for ensuring the single-digit interest rate.

Seminar on Country Competitiveness of Bangladesh: Challenges and Way Forward

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a Seminar on “Country Competitiveness of Bangladesh: Challenges and Way Forward” on 23rd November 2019 at Hotel Six Seasons, Gulshan 2, Dhaka. Mr. Osama Taseer, President, DCCI presided over the seminar and delivered the welcome remark.

Mr. Salman F. Rahman MP, Honorable Adviser to the Prime Minister on Private Industry and Investment has kindly graced the occasion as the Chief Guest. Dr. Selim Raihan, Professor of Dept. of Economics, University of Dhaka & Executive Director of South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) presented the Keynote paper at the Seminar. Dr. Rubana Huq, President of BGMEA, Mr. Anir Chowdhury, Policy Advisor, Access to Information (A2i) Programme under ICT Division, Mr. Ahsan Khan Chowdhury, Chairman & CEO, PRAN RFL Group, were the Special Discussants. Mr. Waqar Ahmad Choudhury, Senior Vice President, DCCI, Mr. Imran Ahmed, Vice President, DCCI Board of Directors, Past Presidents, Directors, Convenors and Joint Convenors etc also attended the seminar.

Summary of Recommendations

- A high-powered oversight national committee can be formed including Chamber bodies. Several working committees combining relevant Government agencies and private sector against 12 criteria of the Global Competitiveness Index can be formed with time bound targets to identify and act for the required changes and improvements.
- Undertake reform in critical economic domains.
- Faster and cost-effective implementation of the mega projects.
- Make “Skill development” as an additional SDG considering the Experiences from East and Southeast Asia. Promote Private sector and PPP initiatives for skill development.
- Make SEZs the game changer minimizing the institutional challenges of SEZs, attracting large scale FDI and considering export diversification as a priority.
- Let us go to the foreign bond market for attracting foreign investment. Make the life of foreign banks easier in Bangladesh with targeted reforms.
- Make the Chittagong Port more efficient for remaining competitive in the international market.
- Tariff rationalization is very critical for developing export oriented industries.
- We have to build good relationship with other manpower importing countries.
- We have to go for G2B services for improving the governance and ease of doing business.
- We need to redesign our education system and improve the quality of our education system is critical.
- We need to go from Price cutting to high value products.
- We need to get out of fire fighting for giving focus to achieving the greater visions.
- Innovation and Research has to come in our development Discourse.
- Bangladesh can be ASEAN Plus Country. We need to work on it.
- Inter-ministerial coordination is must for minimizing the private sector challenges and leveraging the global opportunities.
- We have to go for the opportunity like extended Everything But Arms (EBA). Steps needs to be taken to leverage every global opportunity.

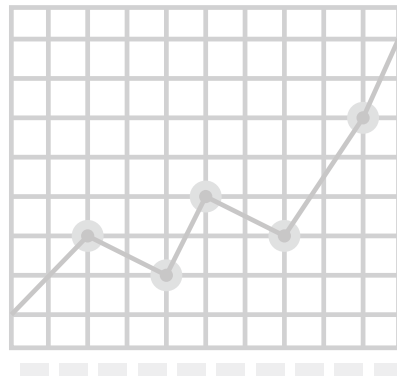
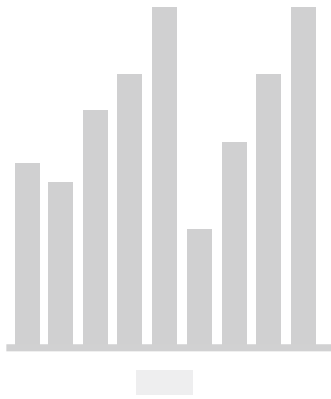
- In the textile sector of Bangladesh, we are cotton based but world trend is MMF based textiles.
- Resolving exit policy needs to be easier for Entrepreneurs to encourage next generation entrepreneurs.
- Needs to work on bringing more efficiency in cross border trade.
- We need to establish a different Cell for diversification where Person like Mr. Ahsan Khan Chowdhury can chair the Cell to teach people how to diversify.
- Structural limitations of Banking Sector need to be addressed for improving performance of the sector.
- Academia, Private Sector and Government need to talk in the same line for getting confidence.
- We need to leverage the opportunities of Digital Bangladesh.

Workshop on EBIN Registration

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) organized a workshop on EBIN Registration on 26th November 2019 at DCCI Auditorium Motijheel Dhaka. The workshop was featured in two sessions: the inaugural session and the model registration session. Around 70 participants from different businesses sector and old Dhaka took part in the inaugural session and 34 registered participants took part in the model registration session.

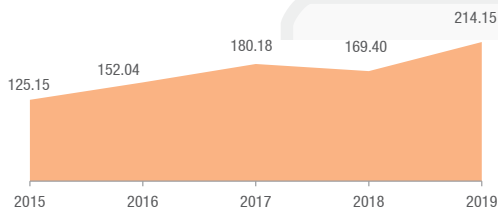
Mr. Osama Taseer, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) addresses the necessity of EBIN Registration in his welcome speech. While **Mr. Syed Mushfequr Rahman**, Project Director, VAT Online Project, National Board of Revenue (NBR) inaugurated the session. **Mr. Yeasin Ahmad**, VAT Online Project, NBR has demonstrated the Model EBIN Registration workshop. **Mr. Waqar Ahmad Choudhury**, Senior Vice President, DCCI and **Mr. Imran Ahmed**, Vice President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) were also present at EBIN Registration workshop. The major recommendations that have come from the seminar are as follows;

- Automation is necessary to ensure transparency taxation system but harassment in tax collection needs to be reduced.
- The imposition of the VAT should be based on the value addition not as per the nature of business.
- To ease the VAT return submission for SMEs, VAT return submission may be done by quarterly or half yearly.
- A business friendly tax structure needs to be ensured as it encourages paying taxes.
- Enhance the private investment GDP ratio up to 30% to have expected employment generative growth.
- Urged the business community to register their business entities under 13-digit new Electronic Business Identification Number (e-BIN) to have smooth operation of a business.
- The businessmen who are engaged in export, import business must need this e-BIN to open Letter of Credits.
- Those who have 9 or 11-digit BINs registered previously would have to declare it and register for a new 13-digit e-BIN.

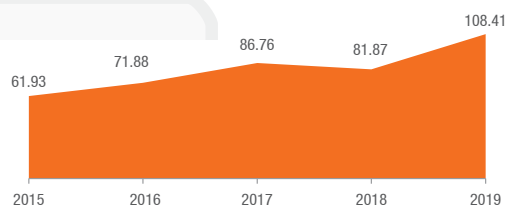


FINANCIAL HIGHLIGHTS

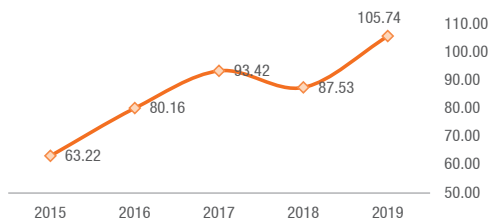
Income of DCCI
BDT Million



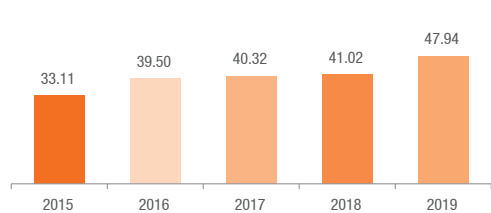
Expenditure
BDT Million



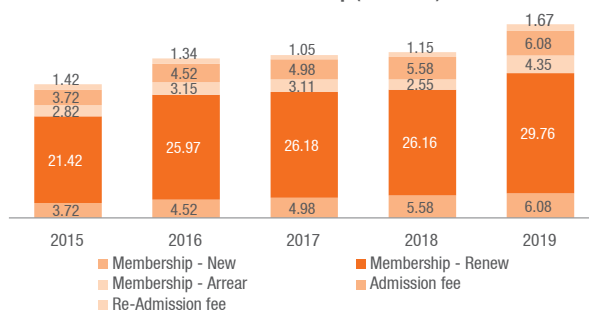
Surplus of income over expenditure
BDT Million



Income from Membership
BDT Million



Income From Membership (BDT Million)



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members' of "Dhaka Chamber of Commerce and Industry", Dhaka

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of "Dhaka Chamber of Commerce and Industry", Dhaka which comprise the Statement of Financial Position as at September 30, 2019 and the Statement of Comprehensive Income, the Statement of Cash Flows and notes to the financial Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Dhaka as at 30 September 2019, and of its financial performance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs for SMES).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA Code and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) Bye Laws. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management of the project is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with IFRSs and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the project's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, section 213 (4), we also report the following:

- (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Entity so far as it appeared from our examination of these books;
- (c) The statements of financial position and statement of comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of account and returns;

Dated, Dhaka
November 23, 2019


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

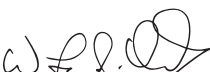
Dhaka Chamber of Commerce & Industry Statement of Financial Position

As at 30 September 2019

		As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
Assets	Notes	Taka	Taka
Non-Current Assets			
Property, Plant and Equipment	3	56,260,804	34,886,147
		56,260,804	34,886,147
Current Assets			
Accounts Receivable	4	44,341,513	45,403,554
Interest Receivable		111,440,245	77,509,838
Deferred Revenue Expenditure	5	1,260,585	2,663,450
Advance, Deposits and Pre-payments	6	116,346,462	124,981,410
Inventories		1,445,844	1,655,376
Cash and Cash Equivalents	7	672,682,799	598,867,494
		947,517,448	851,081,122
Current Liabilities			
Liabilities for Expenses and Services	8	8,511,670	11,508,199
Liabilities for Other Finance	9	57,076,002	48,814,413
Advance Building Rent	10	9,359,182	12,018,499
Short Term Loan Finance		37,106	37,106
		74,983,960	72,378,217
Net Current Assets		872,533,488	778,702,905
Net Assets		928,794,292	813,589,052
Sources of Funds			
General Fund	11	827,023,892	722,403,653
DCCI Relief and Social Welfare Fund	12	12,046,506	11,965,254
DCCI Development Fund	13	71,720,086	61,380,387
Deferred Liability - Gratuities	14	17,926,888	17,764,128
Grant	15	76,920	75,630
Total Fund		928,794,292	813,589,052

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statement.


Md. Joynal Abdin
Acting Secretary


Waqar Ahmad Choudhury
Coordinating Director


Osama Taseer
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 23, 2019


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
(Ziaur Rahman Zia, FCA)

Dhaka Chamber of Commerce & Industry Statement of Comprehensive Income

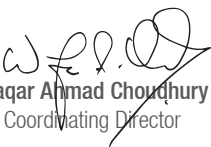
For the year ended 30 September 2019

		For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
Income	Notes	Taka	Taka
A) General Income			
Subscriptions	16	40,192,950	34,291,200
Admission fee	17	7,747,500	6,727,500
Bulletin fee	18	2,445,763	1,371,275
Certificate of origin fee		1,607,875	1,824,625
Certification and attestation fee		1,619,100	2,014,100
Rent	19	50,020,155	47,983,992
Income from Investment - interest	20	56,839,748	50,052,682
DBI (DCCI Business Institute)		13,124,353	14,359,569
Miscellaneous income	21	2,530,289	2,840,016
Total General Income		176,127,733	161,464,959
B) Extraordinary Income			
DCCI 60 Years Celebration Income		27,153,094	-
Projects Income	22	10,865,853	7,936,483
Total Extraordinary Income		38,018,947	7,936,483
C) Total income (A+B)		214,146,680	169,401,442
Expenditure			
D) General Expenses			
Pay and allowances	23	44,458,612	38,765,617
Postage and telephone	24	816,738	927,103
Printing and stationery		988,498	992,882
Newspapers, bulletin and publications	25	2,501,994	3,724,265
Travelling & conveyance		387,766	360,558
Repairs and maintenance	26	2,803,811	3,082,435
Fuel and lubricants		316,571	432,463
Entertainment		1,270,380	1,056,615
Audit and Legal fees	27	576,387	1,072,300
Subscription expense		130,000	374,583
Donation to ICC		-	2,500,000
Seminar & symposium, conference and delegation	28	2,061,299	1,618,074
AGM, EGM and election expenses		1,494,141	1,385,064
Utility charges	29	2,271,684	2,237,052
Rent -Gulshan Centre		1,704,000	1,584,000
DBI (DCCI Business Institute)		13,697,632	10,205,781
Iftar party expense		520,580	-
Rate and taxes		1,227,174	1,204,686
Estate expenses		1,536,971	995,171
Deferred revenue expenses-written off		1,078,601	529,328
Mezbaan expense		-	1,546,149
Research & Studies exp.		-	100,000
Depreciation		4,991,265	3,120,465
Miscellaneous expenses	30	3,057,188	3,047,274
Total General Expenses		87,891,292	80,861,865

		For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
	Notes	Taka	Taka
E) Extraordinary Expenses			
DCCI 60 Years Celebration exp.		17,902,301	-
Project expenses		2,614,848	1,006,307
Total Extraordinary Expenses		20,517,149	1,006,307
F) Total expenditure (D+E)		108,408,441	81,868,172
Excess of income over expenditure	11	105,738,239	87,533,270

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statement.


Md. Joynal Abdin
Acting Secretary


Waqar Ahmad Choudhury
Coordinating Director


Osama Taseer
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 23, 2019

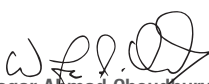

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

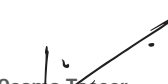
Dhaka Chamber of Commerce & Industry Statement of Cash Flows

For the year ended 30 September 2019

	For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
	Taka	Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	105,738,239	87,533,270
Adjustment for items not involving movement of cash:		
Depreciation on fixed assets	4,991,265	3,120,465
Gratuity paid against provision	162,760	698,550
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	1,062,041	(18,463,286)
Interest receivable	(33,930,407)	(26,093,703)
Deferred revenue expenditure	1,402,865	(847,738)
Advance, deposits and prepayments	8,634,948	(25,461,501)
Inventories	209,532	(165,850)
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for expenses & services	(2,996,529)	4,512,191
Liabilities for other finance	8,261,589	5,004,411
Short Term Finance	-	(5,050,000)
Advance Building rent	(2,659,317)	(4,255,323)
Net cash provided by operating activities	90,876,986	20,531,486
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(26,705,482)	(1,756,599)
Disposal of assets	339,560	-
Net cash used in investing activities	(26,365,922)	(1,756,599)
Cash flows from financing activities		
General Fund	(1,118,000)	512,961
DCCI Relief & Social Welfare Fund	81,252	(9,347,526)
DCCI Development Fund	10,339,699	8,726,751
Grant received	1,290	(498,501)
Net cash used in financing activities	9,304,241	(606,315)
Net increase in cash and cash equivalents	73,815,305	18,168,572
Opening cash and cash equivalents	598,867,494	580,698,922
Cash and cash equivalents at the end of the year	672,682,799	598,867,494


Md. Joyanal Abidin
Acting Secretary


Waqar Ahmad Choudhury
Coordinating Director


Osama Taseer
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Dated, Dhaka
November 23, 2019


A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the DCCI) was incorporated on 10 March 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1914.

1.2 Objectives

Main objectives of the DCCI are as follows:

- a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.
- b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.
- c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention which has been in conformity with the International Accounting Standards (IAS) issued by International Federation of Accountants (IFAC) through the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended 30 September 2019 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

2.5 Inventories

Inventories are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Adequate provisions have been set up in the accounts for Gratuity and for Annual Leave (earned leave) benefits to employees.

2.7 Provision for Income Tax Liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011, SRO # 216-Ain-Income Tax/2012 dated 27 June 2012 and SRO # 210-Ain-Income Tax/2012 dated 1 July 2013 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. DCCI maintains accounts from October to September. If the above noted SROs stand, DCCI may have to pay tax on its partial income for the year. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

DCCI maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the DCCI cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the DCCI is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

- a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.
- b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
3.0 Property, plant and equipment	Taka	Taka
(A) At Cost		
Opening balance	115,970,249	114,213,650
Add: Additions during the year	26,705,482	1,756,599
	142,675,731	115,970,249
Less: Disposals / adj. during the year	(2,251,275)	-
Closing balance	140,424,456	115,970,249
(B) Less: Accumulated depreciation		
Opening balance	81,084,102	77,963,637
Add: Charge during the year	4,991,265	3,120,465
	86,075,367	81,084,102
Less: Acc. depreciation of disposed assets	(1,911,715)	-
Closing balance	84,163,652	81,084,102
(A-B) Written down value	56,260,804	34,886,147
Details are shown in the enclosed Annexure-1		
4.0 Accounts receivable		
Considered good		
Building rent	444,400	3,131,376
Utility charge (Electricity)	1,252,056	1,239,091
Utility charge (WASA)	185,998	123,433
Advertisement receivable	-	1,457,276
Sponsorship & other income receivable	1,529,312	5,244,465
Auditorium rent receivable	-	115,000
Service charge (Modhumoti Bank)	39,550	119,000
Current A/C with DBI-BBA	37,394,340	32,053,959
Current A/C with DCCI Foundation	2,151,340	575,437
	42,996,996	44,059,037
Considered doubtful		
Building rent	1,233,039	1,233,039
Utility charge (electricity)	54,290	54,290
Utility charge (WASA)	57,188	57,188
	1,344,517	1,344,517
	44,341,513	45,403,554

- 4.1** i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir Shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
	Taka	Taka
5.0 Deferred revenue expenditure		
Opening balance	2,663,450	1,815,712
Expenses/(Income) during the year:		
Commercial History (Bangla)	-	650,000
Budget Discussion Meeting	-	727,066
	-	1,377,066
	2,663,450	3,192,778
Less: Written off (Note-5.1)	1,402,865	529,328
	1,260,585	2,663,450
5.1 Written off		
Pre Budget Discussion Meeting	727,066	-
Commercial History (Bangla)	351,535	205,064
Estate expenses - Gulshan	324,264	324,264
	1,402,865	529,328
5.2 Break up of Deferred revenue expenditure		
Commercial History (Bangla)	1,201,075	1,552,610
Estate expenses - Gulshan Centre	59,510	383,774
	1,260,585	2,663,450

Management has decided to amortize the aforesaid deferred Estate expenses - Gulshan Centre in five years effective from the year 2017. Deferred Commercial History (Bangla) completed in 2017 and will be amortized from the year 2019 after decision thereon.

6.0 Advances, deposits and pre-payments

Advances

Advance against salaries	14,477	83,078
Advance against Gulshan Office Space	70,339,200	70,339,200
Advance against expenses	7,099,610	18,382,355
Taxes deducted at source by bank / parties	36,733,956	32,077,984
	114,187,243	120,882,617

Security deposits

Gulshan Centre	400,000	400,000
PDB	314,000	314,000
T&T	5,540	5,540
Others	19,360	19,360
	738,900	738,900

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
	Taka	Taka
Prepayments		
City Corporation tax	897,885	897,880
Prepaid R & M Building Estate	79,816	957,792
Prepaid insurance premium	190,674	126,029
Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	42,503	696,251
Prepaid AGM/ election expenses	61,415	54,283
Prepaid internet connectivity	41,671	42,715
Patent & trade marks	79,350	93,150
Prepaid Members Night	4,235	-
Prepaid Publication	22,770	-
Prepaid 60 Yrs. Celebration	-	491,793
	1,420,319	3,359,893
	116,346,462	124,981,410
7.0 Cash and cash equivalents		
Cash in hand	34,245	29,460
Cash at bank (Note 7.1)	672,648,554	598,838,034
	672,682,799	598,867,494
7.1 Cash at bank		
On Project Bank accounts	4,982	18,573
On Short Term Deposit (STD) accounts:		
STD accounts -DCCI	12,935,889	4,875,201
STD account - Custom Automation	86,952	85,662
	13,022,841	4,960,863
On Fixed Deposit (FDR) accounts:		
FDR accounts - DCCI	659,620,731	593,858,598
	659,620,731	593,858,598
	672,648,554	598,838,034
8.0 Liabilities for expenses & services		
Salaries payable	2,993,391	2,964,525
Employer's contribution to Provident Fund	95,845	76,979
Utility charges (electricity/water/gas)	848,193	814,723
Rent/Utility suspense (tenants)	137,297	141,294
Date expired cheque	92,980	92,980
Provision for annual leave	869,660	1,166,182
Telephone expenses	78,261	43,284
Bulletin and publications	991,589	1,265,658
Newspaper and periodicals	28,902	9,106

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
	Taka	Taka
Entertainment	214,370	191,120
Festival National Day & Gift Payable	9,567	-
AGM/ Election payable	-	16,200
Fax & internet connectivity	53,725	81,985
Audit fee and legal expenses	166,383	224,996
Postage and stamp	4,003	3,983
Repairs and maintenance	289,250	641,124
Printing and stationery	45,270	81,110
Seminar exp. Payable	101,052	113,988
International Seminar payable	700,400	900,400
Insurance premium	26,000	26,000
Washing expense and others	9,978	11,177
Project payable	12,102	12,102
Estate expenses	238,097	224,635
Subscription & Donation payable	208,333	862,081
Interest Payable	3,045	2,999
DCCI 60 Yrs. Cel./Mezban payable	-	1,279,023
DBI College Scholarship Fund	165,000	57,000
DBI exp.	128,977	203,546
	8,511,670	11,508,199
9.0 Liabilities for other finance		
Employees' contribution to Provident Fund	144,130	155,732
Staff income tax	41,800	48,600
Tax / VAT deducted at sources (parties)	118,707	74,161
Advance subscription (Note 9.1)	10,320,088	8,917,800
Subscription advance	2,628	26,175
Security deposits	4,648,542	2,545,303
Project -METABUILD / AVC Project	4,686,779	3,226,305
Advance advertisement	18,000	18,000
DBI training fee	1,268,100	2,644,082
Delegation fee payable	45,070	32,070
Tax Fund	35,782,158	31,126,185
	57,076,002	48,814,413

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
	Taka	Taka
9.1 Advance subscription		
Opening balance	8,917,800	8,557,025
Transferred to income	8,917,800	8,557,025
	-	-
Adjustment for the year:		
Subscriptions (note 16)	8,211,750	7,285,500
Admission fee(note 17)	1,500,000	1,342,500
Bulletin fee (18)	605,138	289,800
	10,316,888	8,917,800
10 Advance Building rent		
Opening balance	12,018,499	16,273,822
Advance rent received during the year	1,111,500	-
	13,129,999	16,273,822
Advance rent adjusted during the year	3,770,817	4,255,323
	9,359,182	12,018,499
11 General Fund		
Opening balance	722,403,653	634,357,422
Prior year's adjustment	(1,118,000)	512,961
	721,285,653	634,870,383
Excess of income over expenditure for the year	105,738,239	87,533,270
	827,023,892	722,403,653
12 DCCI Relief and Social Welfare Fund		
Opening balance	11,965,254	21,312,780
Received from members during the year	3,040,300	1,921,100
Interest on R.S.W.F. FDR	36,903	969,485
	15,042,457	24,203,365
Paid during the year against Relief Fund	(2,995,951)	(12,238,111)
	12,046,506	11,965,254
13 DCCI Development Fund		
Opening balance	61,380,387	52,653,636
Collections during the year	6,770,000	6,410,000
Interest on Development Fund FDR	3,569,699	2,316,751
	71,720,086	61,380,387

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	As at 30 September 2019	As at 30 September 2018
	Taka	Taka
14 Deferred Liability - Gratuity		
Opening balance	17,764,128	17,065,578
Provision made during the year	4,800,000	698,550
	22,564,128	17,764,128
Paid during the year	4,637,240	-
	17,926,888	17,764,128
15 Grant received		
Custom Automation (Note 15.1)	76,920	75,630
BUILD Project (Note 15.2)	-	-
	76,920	75,630
15.1 Received from IFC & interest		
Opening balance	75,630	19,537,602
Add: Interest from IFC	1,980	-
Add: Loan given to Datasoft	-	(15,000,000)
Less: Custom automation expenses	(690)	(4,461,972)
	76,920	75,630
15.2 Received from IFC & interest		
Opening balance	-	18,100,839
Add: Interest from IFC	2,619	-
Less: DCCI-BUILD Project STD a/c	-	(142)
Less: Expenses-BUILD	(2,619)	(18,100,697)
	-	-

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
	Taka	Taka
16 Subscriptions		
New	7,167,000	6,690,750
Renewal	36,874,500	32,334,000
Arrear	4,354,200	2,551,950
Advance adjustment	9,000	-
	48,404,700	41,576,700
Portion attributable to the period from October 2019 to December 2019 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(8,211,750)	(7,285,500)
	40,192,950	34,291,200
17 Admission fee		
Admission fee	7,167,000	6,690,750
Re-admission fee	2,080,500	1,379,250
	9,247,500	8,070,000
Portion attributable to the period from October 2019 to December 2019 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(1,500,000)	(1,342,500)
	7,747,500	6,727,500
18 Bulletin fee		
Current	2,864,350	1,552,425
Arrear	186,200	108,650
Advance adjustment	350	-
	3,050,900	1,661,075
Portion attributable to the period from October 2019 to December 2019 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(605,138)	(289,800)
	2,445,763	1,371,275
19 Rent		
Building rent	49,847,405	47,401,116
Auditorium rent	172,750	582,876
	50,020,155	47,983,992
20 Income from Investment - interest		
Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	56,537,982	49,800,374
Interest from STD and savings account	301,766	252,308
	56,839,748	50,052,682
20.1 Interest from Fixed Deposits		
DCCI Fund	48,702,858	42,837,502
DCCI Scholarship Fund	520,700	380,809
DCCI Retirement Benefit Fund	2,474,802	2,133,586
DCCI Research Fund	4,839,622	4,448,477
	56,537,982	49,800,374

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
	Taka	Taka
21 Miscellaneous income		
Membership forms fee	118,100	138,300
Photocopy charge realized	4,568	3,334
Advertisement income	703,185	756,631
Services income	969,650	1,317,950
Commercial History book sale	8,000	9,200
Seminar & Workshop	-	177,000
Other Income -misc	726,786	437,601
	2,530,289	2,840,016
22 Projects Income:		
Income from Flower exhibition and other project	10,865,853	7,936,483
	10,865,853	7,936,483
23 Pay and allowances		
Pay and allowances	39,343,896	36,435,577
Liveries & Uniforms	9,050	109,095
Gratuity exp. Provision	4,800,000	2,040,000
Employees insurance premium (Pension)	305,666	180,945
	44,458,612	38,765,617
24 Postage and telephone		
Postage and stamps	352,240	489,515
Telephone	161,118	108,709
Fax charges	7,778	10,421
Internet connectivity	295,602	318,458
	816,738	927,103
25 Newspapers, bulletin and publications		
Newspapers and periodicals	108,200	98,982
Bulletin	1,171,419	2,671,575
Publication	1,222,375	953,708
	2,501,994	3,724,265
26 Repairs and maintenance		
Car	269,164	265,456
Computer	204,553	260,617
Lift	217,237	268,300
AC	247,500	315,093
Generator	27,760	29,150
Building	1,085,291	1,262,557
Others	752,306	681,262
	2,803,811	3,082,435

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

	For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
	Taka	Taka
27 Audit and Legal fees		
Statutory audit	80,000	80,000
Internal audit	185,871	180,000
Legal exp.	310,516	812,300
	576,387	1,072,300
28 Seminar & symposium, conference and delegation		
Seminar and symposium	1,139,143	1,072,457
Conference and delegation	922,156	545,617
	2,061,299	1,618,074
29 Utility charges		
Electricity	7,210,516	1,980,507
WASA	863,517	228,601
Gas	27,641	27,944
Utility reimbursement from tenants (Note-29.1)	(5,829,990)	-
	2,271,684	2,237,052
29.1 Utility reimbursement from tenants		
Electricity	5,103,686	-
WASA	726,304	-
	5,829,990	-
30 Miscellaneous expenses		
Gift & Presentation	274,847	84,570
Festival / national day expenses	464,406	404,920
Washing expenses	26,385	14,400
ISO 9001 Certification exp.	68,000	50,100
Photography	40,700	18,542
Bank charge	11,495	14,864
Training expenses	196,538	17,005
Insurance	35,142	76,495
Advertisement expenses	254,211	237,553
Loss on sale of assets	240,360	-
Commercial History exp.	-	50,000
DCCI Business Award	262,309	-
Reception & Dinner	218,065	-
Interest on loan from BFIC (note 29.1)	8,977	896,621
Employees Hajj exp.	471,504	-
In kind contribution (rent) -BUILD	252,000	1,008,000
Patent & trade marks	37,850	60,675
Pot plant rent & garden maintenance	84,800	57,300
Others	109,599	56,229
	3,057,188	3,047,274

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended 30 September 2019

30.1 Interest on loan from BFIC

Under a sanctioned limit of Tk. 3,45,69,600/- for Six months a short term loan was obtained from Bangladesh Finance and Investment Company Ltd. (BFIC) for working capital on 25 April 2016 and the loan interest rate will be @ 1.25 % higher than the weighted average interest rate of the TDR's against lien of three TDR placed with them. The partial loan was repaid and balance of loan as on 30 Sep, 2019 Tk. 37,106/- . Attributable interest of Tk.8,977/- on loan amount was also paid during the year.

31 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

32 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at 30 September 2019

Annexure-1

Particulars	Cost				Dep.	Depreciation				Written Down Value (WDV)	
	As at 01 October 2018	Additions during the year	Disposals/ adjustment	As at 30 September 2019		Rate	As at 01 October 2018	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at 30 September 2019	As at 30 September 2019
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	52,683,490	8,525,611	(220,000)	60,989,101	5%	35,982,255	1,250,342	(190,318)	37,042,279	23,946,822	16,701,235
Mach. & equipment	11,015,699	2,316,595	(1,254,780)	12,077,514	15%	7,004,842	760,901	(998,416)	6,767,327	5,310,187	4,010,857
Furniture & fixtures	8,096,997	5,386,498	(536,369)	12,947,126	10%	5,231,637	771,549	(487,958)	5,515,228	7,431,898	2,865,360
Books	1,080,819	-	-	1,080,819	10%	936,524	14,430	-	950,954	129,866	144,295
Electrical inst.	2,289,255	1,824,380	(13,126)	4,100,509	10%	1,748,633	235,188	(12,639)	1,971,182	2,129,327	540,622
Sanitary fittings & renov.	860,393	735,160	-	1,595,553	10%	589,692	100,586	-	690,278	905,275	270,701
Air cooler	9,513,746	3,556,000	-	13,069,746	15%	8,671,916	659,675	-	9,331,591	3,738,156	841,830
Wall clock	2,050	-	-	2,050	15%	1,373	102	-	1,475	575	677
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,468	5	-	17,473	27	32
Sundry assets	676,616	1,426,448	-	2,103,064	12.50%	513,150	198,739	-	711,889	1,391,175	163,466
Water installation	126,766	-	-	126,766	2.50%	36,151	2,265	-	38,416	88,350	90,615
Crockery & cutleries	296,576	-	-	296,576	10%	189,806	10,677	-	200,483	96,093	106,770
Telephone inst.	1,348,705	11,000	(11,000)	1,348,705	10%	1,192,036	15,667	(10,757)	1,196,946	151,759	156,669
Lift	10,843,860	-	-	10,843,860	10%	7,542,125	330,174	-	7,872,299	2,971,562	3,301,735
Auditorium	6,411,030	2,644,780	-	9,055,810	5%	3,772,462	264,167	-	4,036,629	5,019,181	2,638,568
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	1,250,465	16,307	-	1,266,772	92,409	108,716
E-mail /internet inst.	492,077	27,150	-	519,227	10%	370,225	14,900	-	385,125	134,102	121,852
DCU car	3,951,964	-	-	3,951,964	15%	2,934,653	152,597	-	3,087,250	864,714	1,017,311
Diesel generator	2,068,090	-	-	2,068,090	15%	1,679,573	58,278	-	1,737,851	330,239	388,517
MIS & Software	929,500	160,000	-	1,089,500	20%	655,665	86,767	-	742,432	347,068	273,835
Island Development	1,445,498	-	-	1,445,498	5%	486,525	47,949	-	534,474	911,024	958,973
Gift assets	431,280	91,860	(216,000)	307,140	-	276,926	-	(211,627)	65,299	241,841	154,354
Total	115,970,249	26,705,482	(2,251,275)	140,424,456		81,084,102	4,991,265	(1,911,715)	84,163,652	56,260,804	34,886,147
Previous Year (2018)	114,213,650	1,756,599	-	115,970,249	-	77,963,637	3,120,465	-	81,084,102	34,886,147	

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Comparative Statement of Operating Activities
For the year ended 30 September 2019

Annexure-2

	For the year ended 30 September 2019	For the year ended 30 September 2018
Particulars	Taka	Taka
Subscription income	40,192,950	34,291,200
Admission fee	7,747,500	6,727,500
Bulletin fee	2,445,763	1,371,275
	50,386,213	42,389,975
Less: Pay & allowances	(44,458,612)	(38,765,617)
Surplus / (deficit)	5,927,601	3,624,358
Less: Utilities- net	2,271,684	2,237,052
Printing & stationery	988,498	992,882
Postage and telephone	816,738	927,103
Subscription & donation	130,000	2,874,583
News paper, bulletin & publications	2,501,994	3,724,265
Rates & taxes	1,227,174	1,204,686
Entertainment	1,270,380	1,056,615
Seminar & symposi, conf. & delegation	2,061,299	1,618,074
Travelling & Conveyance	387,766	360,558
AGM, EGM & election expenses	1,494,141	1,385,064
Audit & legal fee	576,387	1,072,300
Repairs & maintenance	2,803,811	3,082,435
Fuel & lubricants	316,571	432,463
Rent -Gulshan Centre	1,704,000	1,584,000
Ifar Party expenses	520,580	-
Estate expenses	1,536,971	995,171
Deferred revenue expenses - written off	1,078,601	529,328
Project expenses	2,614,848	1,006,307
Depreciation	4,991,265	3,120,465
Research & Studies	-	100,000
Mezban exp.		1,546,149
Miscellaneous expenses	3,057,188	3,047,274
	32,349,896	32,896,774
(Deficit)	(26,422,295)	(29,272,416)
Add: Income		
Certificate of Origin	1,607,875	1824625
Certification & attestation fee	1,619,100	2014100
DCCI 60 Years Celebration income -net	9,250,793	-
Project Income	10,865,853	7936483
Miscellaneous income	2,530,289	2840016
	25,873,910	14,615,224
(Deficit)	(548,385)	(14,657,192)
Add: Interest income	56,839,748	50,052,682
DBI (DCCI Business Institute) -net	(573,279)	4,153,788
	56,266,469	54,206,470
Surplus	55,718,084	39,549,278
Add: Rent	50,020,155	47,983,992
Excess of Income over Expenditure for the year	105,738,239	87,533,270



BANGLADESH[®] IS BUILDING BANGLADESH

The largest and most active Chamber of Commerce in Bangladesh with over 4000 members started its journey in 1958. Since its inception, DCCI has been a strong voice for the private sector development. DCCI pioneered in promoting private sector in the country. During 1980s, DCCI spearheaded the banking and insurance sector privatization reform process. In the late 1990s, DCCI played an important role towards opening up the mobile telecommunication sector for increased private investments. And from 2000 onward, DCCI has been playing an important role in various business initiatives including policy reforms, simplification of taxation systems, cross border trade, trade facilitation, public-private platform for improved policy design, trade reforms for conducive investment climate and improvement of the overall business eco-system of Bangladesh.

Contact us on:

info@dhakachamber.com
www.dhakachamber.com